দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড

সুখী পরিবার গঠনে স্বামীর ভূমিকা

মোঃ মতিউর রহমান

Scanned by CamScanner

“তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড্ডিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হল উপরেরটি। সুতরাং তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। তাই স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর।”

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৫৪৩

প্রচ্ছদ : আল মামুন
01816 118066

Scanned by CamScanner

দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড

সুখী পরিবার গঠনে স্বামীর ভূমিকা

মোঃ মতিউর রহমান

নিরীক্ষণ ও শরঈ সম্পাদনা

মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী

মিফতাহ প্রকাশনী

১

Scanned by CamScanner

দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড

[সুখী পরিবার গঠনে স্বামীর ভূমিকা]

মোঃ মতিউর রহমান
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (বায়োকেমিস্ট্রি এ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি), রা.বি

নিরীক্ষণ ও শরঈ সম্পাদনা
মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী
তাকমিল (মাস্টার্স) দারুল উলুম দেওবন্দ ইউ.পি, ভারত

মিফতাহ প্রকাশনী

Scanned by CamScanner

যা বলার ছিল

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার প্রতি; যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। লাখো কোটি দরূদ এবং সালাম প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

পরিবার হলো সমাজ তথা দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান সূতিকাগার। অনুকূল ও প্রেমময় পারিবারিক পরিবেশ মেধার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারিবারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সাফল্যকে তরান্বিত করে; মনকে প্রশান্ত করে এবং জীবনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক যতো গভীর, মমতাপূর্ণ ও প্রেমময় হবে; পারস্পরিক আচার-আচরণ যত ইতিবাচক, সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত হবে জীবন ততো সুখী, পরিতৃপ্ত ও সার্থক হবে। সুখী পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা, মমতা, শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা ও আত্মিক একাত্মতা। সব সময় মনে রাখতে হবে, পরিবারে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এই আত্মিক একাত্মতাই সুখ সমৃদ্ধির ভিত্তি।

আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক ভালোবাসা, আনুগত্য, সহযোগিতা ও সমঝোতার। এখানে স্বামীর কর্তৃত্ব বেশি বলে তিনি যেমন ক্ষমতা

Scanned by CamScanner

প্রদর্শন করবেন না, তদ্রুপ স্ত্রীকেও সর্বদা স্বামীর আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে পারিবারিক যে কোনো কলহ-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। বর্তমানে বিয়ে-বিচ্ছেদের যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে– তার পেছনে মূল সমস্যা হিসেবে আনুগত্য, সহযোগিতা ও সমঝোতার ভাব না থাকাকেই মনে করা হয়।

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে পরিবার গঠন, পরিচালনা, পরিবারের সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ পেতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসার পাশাপাশি প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই।

সুখময় সংসারকে জান্নাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। অপরদিকে অশান্তি ও কলহ-বিবাদে জড়ানো পরিবারের তুলনা শুধু জাহান্নামের সঙ্গেই চলে। যেসব পরিবারে ধর্ম ও নৈতিকতার চর্চা কম হয় সেখানেই অশান্তি ও কলহ-বিবাদ বেশি ঘটে বলে গবেষণায় বেরিয়ে আসছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন নেতৃত্বের প্রয়োজন, তেমনি পরিবারও নেতৃত্ববিহীন চলতে পারে না। ইসলাম স্বামীকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে আর নেতৃত্বের দাবি হলো– তার অধীনস্থ থাকা এবং আনুগত্য করা। একজন আদর্শ স্বামীর জন্য প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথ এর চেয়ে উত্তম পথ আর কী হতে পারে! তবে দাম্পত্য কলহ রোধে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীরও ব্যাপক ভূমিকা রাখা চাই। সংসারে একজন স্বামীর জন্য পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে এ বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

স্বামীর আন্তরিকতা, ত্যাগ এবং ধৈর্যের মাধ্যমেই পরিবারে স্ত্রীকে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। তাই বইটিতে সংসারে একজন স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড' নামক এই বইটির বেশির ভাগ নিবন্ধ *'প্রিন্সিপল'স অব ম্যারিজ এ্যন্ড ফ্যামিলি ইথিক'স'* নামক ইংরেজি বই-এর ছায়াবলম্বনে নিজের মতো করে লেখা হয়েছে। এজন্য মূল বইয়ের লেখকের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। এই ছোট্ট বইটি যদি কোনো পুরুষ অধ্যয়নের আওতায় রাখেন, আশা করা যায়– তাঁর জীবন সুবিন্যস্ত হয়ে উঠবে এবং তিনি নিজের পরিবারকে সুশৃঙ্খল করার প্রয়োজনীয় প্রেরণা পাবেন– 'ইনশাআল্লাহ'।

একটি বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ সুখী পরিবার গড়ে তুলতে এই বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে– ইনশাআল্লাহ। সকলের পথচলা সুন্দর হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুসতাকিমের পথে অটল ও অবিচল রাখুন এবং এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

মোঃ মতিউর রহমান
তাং : ১২. ০৭. ২০২১ ঈ.

Scanned by CamScanner

প্রবেশিকা

যা বলার ছিল

প্রারম্ভিকা

প্রকাশকের কথা

পরিবারের অভিভাবক/১৩

স্ত্রীর দেখাশোনা করা/১৬

স্ত্রীকে ভালোবাসুন/১৭

আপনার স্ত্রীকে সম্মান করুন/২১

মার্জিত হোন/২৪

অযথা অভিযোগ করবেন না/৩০

অযথা দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকুন/৩২

তাকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করুন/৩৫

দোষ ধরবেন না/৩৭

সমালোচকদের নিন্দনীয় কথাকে এড়িয়ে চলুন/৪০

তার ভুলগুলো এড়িয়ে চলুন/৪৭

মনোযোগী হোন/৫৬

একজন স্বামীর নৈতিক অধিকারসমূহ/৬১

সন্দেহপ্রবণ পুরুষ/৬৭

অবিশ্বস্ত নারী/৮০

অন্য নারীর কাছে যাবেন না/৮৪

কৃতজ্ঞ হোন/৮৮

বাড়িতেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন/৯১

স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করুন/৯৭

পারিবারিক অর্থনীতি/১০২

Scanned by CamScanner

শীঘ্রই ঘরে ফিরুন/১০৮
আস্থা অর্জন করুন/১১১
শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ/১১৪
সন্তান গ্রহণ/১১৮
গর্ভাবস্থা এবং প্রসবকালীন সময়/১২৯
মানসিক অবস্থা/১৩২
ঝুঁকিপূর্ণ চলন হতে বিরত থাকা/১৩৩
প্রসববেদনার ভয়/১৩৪
সন্তানদের লালনপালনের ক্ষেত্রে সহায়তা/১৩৭
মতবিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা/১৪০
বিবাহ বিচ্ছেদ/১৪৪

Scanned by CamScanner

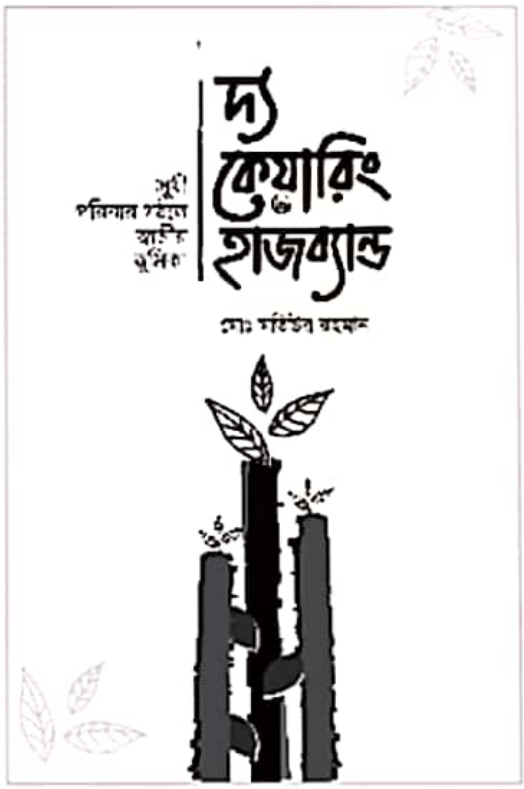

পরিবারের অভিভাবক

পুরুষ এবং নারী একটি পরিবারের প্রধান দুইটি স্তম্ভ। কিন্ত সৃষ্টির নিয়মানুসারে, পুরুষকে কিছু বিশেষ গুণাবলী দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তারা শারিরীক এবং বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে নারীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর তাই তাদেরকে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা পুরুষদের পরিবারের অভিভাবক হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

Scanned by CamScanner

> অর্থ : "পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। কারণ– আল্লাহ তাদের একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং বিনম্র। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা তাঁর অধিকার ও গোপন বিষয় রক্ষা করে। আল্লাহই গোপনীয় বিষয় গোপন রাখেন। যদি স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশংকা কর তবে প্রথমে তাদের সৎ উপদেশ দাও। এরপর তাদের শয্যা থেকে পৃথক করো এবং তারপরও অনুগত না হলে তাদেরকে শাসন করো। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের সাথে কর্কশ আচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত-মহীয়ান।"[৪]

পুরুষকে তার পরিবারে অধিক কঠিনতম দায়িত্বগুলো পালন করতে হয়। পুরুষ তার মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিবারের সবাইকে খুশি রাখতে পারে এবং তার ঘরকে সুখের স্বর্গ বানিয়ে তুলতে পারে; যেখানে স্ত্রী হতে পারে ঘরের ফেরেশতা।

> অর্থ : "প্রত্যেক পুরুষই হচ্ছে তার পরিবারের অভিভাবক এবং প্রত্যেক অভিভাবকের তার অধীনস্থদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে"।

পরিবারের দায়িত্বরত পুরুষকে বুঝতে হবে নারীরাও পুরুষের মতোই মানুষ। তারও কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার অধিকার এবং নিজস্ব জীবন আছে। তাকে বুঝতে হবে– কোনো নারীকে বিয়ে করা মানে কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া নয় বরং একজন সঙ্গী ও বন্ধু খুঁজে নেওয়া; যে তার সাথে বাকি জীবন কাটাবে। পুরুষকে তার দেখাশোনা করতে হবে এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতে হবে। পুরুষ তার স্ত্রীর প্রভু নয় বরং একজন নারীরও তার স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে।

---

[৪] সুরা নিসা : ৩৪

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এরশাদ করেন–

> অর্থ : "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর। আর (পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে) নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৫]

❋ ❋ ❋

[৫] সুরা বাকারা : ২২৮

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর দেখাশোনা করা

একটি পরিবারের উন্নতি এতে নিহিত আছে যে– প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হবে তেমনিভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে; যেটাকে ইসলামেও অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এটাই হলো একজন মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন বিবাহিত পুরুষকে জানতে হবে কীভাবে আচরণ করলে তার স্ত্রীর চরিত্র ফেরেশতাতুল্য হয়ে উঠে। স্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বৈধ চাহিদা অনুযায়ী স্বামীকে তার জীবন গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র ভদ্র আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা সে স্ত্রীকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। পাশাপাশি তার ঘর-সংসারের প্রতিও আগ্রহী করে তুলতে পারে। এই বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন; যা পরবর্তীতে এই বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

স্ত্রীকে ভালোবাসুন

নারীরা হলো কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভালোবাসা ও মায়া-মমতাতেই তার অস্তিত্ব। সে অন্যের নিকট ভালোবাসা কামনা করে। সে অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এই প্রবণতা তার মাঝে এতো বেশি থাকে যে– সে উপলব্ধি করে কেউ তাকে ভালোবাসে না, অতঃপর সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। সে হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কাজেই এটা সর্বজনবিদিত যে– একজন সফল মানুষের সুখী বৈবাহিক জীবনের রহস্য স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশের মধ্যে নিহিত।

প্রিয় জনাব!

আপনার স্ত্রী বিয়ের পূর্বে তার বাবা-মায়ের ভালোবাসা ও আদরযত্নে বেড়ে উঠেছে। এখন সে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার বাকি জীবন একসাথে কাটানোর জন্য আপনাকে বেছে নিয়েছে; সে আশা করে আপনি তার ভালোবাসা ও আবেগ-অনুভূতির সকল চাহিদা পূরণ করবেন। সে তার বাবা-মা ও বন্ধু-বান্ধবের চেয়েও আপনার কাছে বেশি ভালোবাসা কামনা করে। সে আপনাকে প্রচন্ডরকম বিশ্বাস করেছে বলেই তার অস্তিত্ব আপনার কাছে অর্পণ করেছে। একটি সুখী প্রণয়ের রহস্য স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে লুকায়িত।

Scanned by CamScanner

যদি আপনি তার হৃদয় জয় করতে চান– তাকে আপনার বাধ্যগত করতে চান; আপনি যদি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে চান, যদি চান স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসুক এবং আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকুক; তাহলে সবমসময় তাকে স্নেহ করুন এবং তার প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। স্ত্রীকে যদি স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন তাহলে সে তার সংসার, সন্তান এবং আপনিসহ সবকিছুর উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। আপনার ঘর-বাড়ীর অবস্থা সব-সময় অগোছালো থাকবে। সে এমন একজন মানুষের জন্য কষ্ট করতে রাজি হবে না; যে তাকে ভালোবাসে না। সংসার এমন একটি জায়গা যেখানে হাজব্যান্ড-ওয়াইফের মাঝে কোনো মায়া-মমতা না থাকলে তা নরক-তুল্য হয়ে যায়; যদিও তা সাজানো গোছানো এবং বিলাসবহুল জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ থাকে।

অশান্তির সংসারে আপনার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা তার স্নায়ুবৈকল্য হতে পারে। সে যদি আপনার দ্বারা সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সে অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্যতা খোঁজার চেষ্টা করবে। সে আপনার প্রতি এতোটাই অনাগ্রহী হয়ে উঠতে পারে যে হয়তো তালাক নেওয়ার মতো সিদ্ধান্তও নিতে পারে। এসব কিছুর জন্য আপনি দায়ী। কেননা– আপনি তাকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা সত্য যে– অনেক তালাক এই ধরনের নির্দয়তার ফলস্বরূপও হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়; ভালোবাসার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা, স্ত্রীর ইচ্ছার প্রতি স্বামীর উদাসীনতা, নারীর মানসিক অবস্থার গুরুত্বকে অবহেলা করা অনেক ডিভোর্সের জন্য দায়ী।

২০২০ সনের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ মাসে ঢাকায় দৈনিক ৩৯টি তালাকের ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ প্রতি ৩৭ মিনিটে একটি তালাক হয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ বেড়ে যাওয়ার পেছনে করোনার কারণে তৈরি হওয়া মানসিক, আর্থিকসহ নানামুখী চাপের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন এবং যোগাযোগ কমে যাওয়াকে অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। পরিসংখ্যান বলছে তালাক দেওয়ার

Scanned by CamScanner

তালিকায় নারীদের সংখ্যাই বেশি। শহুরে বা মফস্বল, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা শ্রমজীবী যেকোনও হিসাবেই নারীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি হারে তালাক দিচ্ছে। এর পেছনে অধিকাংশ নারীরা তাদের জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, সম্পর্কের প্রতি হতাশা এবং তাদের ইচ্ছা এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি স্বামীর উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন।

> “ ‘একজন মহিলা আদালতে জবানবন্দি দেয় যে– সে পণের টাকা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো এমনকি তার স্বামীকে ডিভোর্সে রাজি করানোর জন্য তাকে কিছু টাকাও প্রদান করে। সে বলে, তার স্বামী তার চেয়ে তার টিয়াপাখির প্রতি বেশি আগ্রহী। তাই সে আর তার সাথে থাকতে চায় না।’

পারিবারিক ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব যে কোনো কিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান এবং এটা আল্লাহর আলৌকিক শক্তির এক অন্যতম নিদর্শন এবং মানবজাতির জন্য এক বিশেষ নেয়ামত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

> “ অর্থ : “এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর এক নিদর্শন (হচ্ছে)- তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন আছে।”[৬]

আমাদের বন্ধু সে-ই যে তার স্ত্রীর প্রতি অধিক দয়াশীল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

---

[৬] সুরা আর রূম : ২১।

Scanned by CamScanner

> অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।'[৭]

আল্লাহর নবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে– তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ত্রীর প্রতি দয়াশীল।

> যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এ কথা বলে যে,– '*আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি*' তা কখনোই স্ত্রীর হৃদয় ছেড়ে যাবে না।'

আপনার স্নেহ-ভালোবাসা অবশ্যই খাঁটি হতে হবে তবেই তা অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং শুধু ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশও অত্যন্ত জরুরি। আপনি যদি কথা এবং কাজে স্ত্রীর প্রতি অনূভুতি প্রকাশ করেন; তবে যে ভালোবাসা আপনি প্রদর্শন করেছেন তা আপনার নিকট-ই ফিরে আসবে এবং আপনাদের প্রেমের বন্ধন আরও মজবুত হবে। তাই আপনার স্ত্রীর প্রতি খোলামেলাভাবে ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইতস্ততবোধ করবেন না। স্ত্রীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে আপনার উচিৎ তার প্রসংশা করা। ঘরের বাইরে গেলে তাকে লিখুন এবং তাকে জানান যে– আপনি তাকে মিস করছেন। মাঝে মাঝে তার জন্য কিছু কিনে আনুন। অফিসে থাকাকালীন তাকে ফোন দিয়ে তার খোঁজ-খবর নিন। এই ধরনের ভালোবাসার প্রকাশ নারীর মনে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
একজন নারী কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন–

> "কোনো এক শরতের রাতে আমার বিয়ে হয়। আমরা খুব সুখে শান্তিতে বসবাস করতাম। আমি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী মনে করতাম। আমি তার ছোট্ট বাড়িটিতে ছয়টি বছর একসাথে থেকেছি। আমি যখন বুঝতে পারি আমি গর্ভবতী হয়েছি তখন আরও শতগুণ আনন্দ অনুভব করি। আমি যখন স্বামীকে এই খবর জানাই; তখন তিনি আমাকে

৭

Scanned by CamScanner

জড়িয়ে ধরে খুশিতে কেঁদে ফেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এরপর তিনি বাইরে গিয়ে নিজের সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে আমার জন্য একটি হীরার নেকলেস কিনে আনেন। তিনি আমাকে নেকলেসটি দিয়ে বলেন– "আমি আমার জীবনে দেখা পৃথিবীর সেরা নারীকে এই নেকলেসটি উপহার দিচ্ছি।" এই ঘটনা তার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার বেশিদিন আগের নয়।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

আপনার স্ত্রীকে সম্মান করুন

একজন নারী নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করতেই পারে যেভাবে পারে একজন পুরুষ। সেও অন্যদের কাছ থেকে সম্মান পেতে পছন্দ করে। সে কষ্ট পায় যখন কেউ তাকে অপমান করে বা হেয় করে। তার ভালো লাগে; যখন সে সম্মান পায় এবং তাদেরকে সে ঘৃণা করে; যারা তার সম্মানহানি করতে চায়।

প্রিয় জনাব!

আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান পাওয়ার হকদার। তার জীবন-সঙ্গী এবং সবচেয়ে ভালো বন্ধুর কাছে যত্ন পাওয়ার প্রতিটি অধিকার সে রাখে। সে আপনার এবং আপনার ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্য কাজ করে তাই সে আপনার কাছ থেকে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল্যায়ন এবং সম্মানের আশা করে। তাকে সম্মান দেখানোতে আপনার সম্মান তো কমবেই না বরং এটা তার প্রতি আপনার ভালোবাসা এবং আকর্ষণেরই প্রমাণ বহন করবে। তাই তাকে অন্যের চেয়ে বেশি সম্মান করুন এবং তার সাথে নম্রভাবে কথা বলুন। তার উপর অযথা চিৎকার চেঁচামেছি করবেন না। তাকে সম্মানজনক এবং গুনবাচক শব্দগুলো দ্বারা সম্বোধন করুন। যখন আপনি ঘরে প্রবেশ করবেন, যদি সে সালাম জানাতে ভুলে যায়, আপনি নিজেই তাকে সালাম দিন, উত্তম হয় আপনিই আগে তাকে সালাম দেওয়া। যখন ঘরের বাইরে যাবেন তাকে বিদায় সম্ভাষণ (আল্লাহ হাফেজ)

Scanned by CamScanner

জানান। তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করবেন না যখন আপনি ভ্রমণে বের হন বা ঘরের বাইরে যান। তার সাথে ফোনে কথা বলুন! এসএমএস করুন। যখন অনেক মানুষের মাঝে থাকেন তখনও তাকে সম্মান করুন। সব ধরনের অপমানজনক ও মানহানিকর আচরণ বর্জন করুন। তাকে কখনও গালাগালি করবেন না এমনকি মজার ছলেও তাকে উত্যক্ত করবেন না। এটা ভাববেন না যে; আপনি তার অনেক কাছের মানুষ বলে আপনি তাকে নিয়ে মজা করলে সে কিছু মনে করবে না। সে হয়ত মুখে কিছু বলবে না কিন্তু মনে মনে বিষয়টাকে অপছন্দ করবে। একজন সম্মানিত মহিলা, বয়স ৩৫ এর কাছাকাছি, তার ডিভোর্স রিকুয়েস্টে বলেন–

> “আমরা বিয়ে করেছি বারো বছর হলো। আমার স্বামী একজন ভালো মানুষ। ভালো এবং অমায়িক মানুষ হবার মতো তার অনেক গুণ রয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো এটা বুঝতে চাননি যে আমি তার স্ত্রী এবং তারই দুই সন্তানের মা। তিনি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে নিজেকে একজন জুতসই ব্যক্তি মনে করেন, কিন্ত তিনি সেখানে আমাকে বিরক্ত এবং অপমান করার মাধ্যমে নিজেকে জাহির করেন। আপনারা এটা বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে– আমি এতে কতটা আহত হই। আমার স্নায়ুতন্ত্র এসব কারণে এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে আমাকে মানসিক চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয় প্রতিনিয়ত। এ ব্যপারে আমি আমার স্বামীর সাথে অনেকবার কথা বলেছি। আমি তাকে অনেকবার অনুরোধ করেছি আমার সাথে এভাবে আচরণ না করতে। আমি তার সামনে “তার স্ত্রী” হিসেবে আমার অবস্থান এবং বয়সের ম্যচুরিটির বিষয়টা তুলে ধরে বলেছি যে তার জন্য এটা উচিত না অন্যদের সামনে আমার সাথে ঠাট্টা করা যাতে তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে। আমি এতে সবার সামনে বিব্রতবোধ করি। যেহেতু আমি কখনোই একজন রসিক বা মজাদার মানুষ ছিলাম না, আমি তার সাথে পেরে উঠতাম

Scanned by CamScanner

না। যেহেতু উনি আমার সমস্যাগুলোকে পাত্তাই দেন না আমি তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাই। আমি জানি আমি নিজে নিজে সুখী হতে পারব না, কিন্ত আমি এমন একজন পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারব না যিনি প্রতিনিয়তই আমাকে হেয় করেন।

সব স্ত্রীই চায় যে তাদের স্বামীরা তাদের সম্মান করুক এবং সবাই এটা অপছন্দ করবে যে– তাদের স্বামীরা তাদের অপমান করবে। যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর অপমানের সামনে চুপ করে থাকে তার মানে এই না যে সে এটা পছন্দ করে। যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে সম্মান করেন সেও আপনাকে সম্মান করবে এবং এভাবে আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরালো হবে। আপনি অন্যদের কাছ থেকেও সম্মান পেতে পারেন। যদি আপনি তার সাথে খারাপ আচরণ করেন সেও আপনার সাথে তাই করবে। আবারো দোষটা আপনার, তার না। *প্রিয় জনাব!*

বিয়ে করা মানে দাস কেনা না। আপনি একজন মুক্ত মানুষের সাথে দাসের মতো আচরণ করতে পারেন না। আপনার স্ত্রী আপনাকে বিয়ে করেছে এইজন্য যে– যাতে সে তার বাকি জীবন এমন পুরুষের সাথে কাটাতে পারে; যাকে সে ভালবাসে। সে আপনার কাছে তাই আশা করে যা আপনি তার কাছে থেকে আশা করেন। তাই তার সাথে তেমন আচরণই করুন; যেমন আচরণ আপনি তার কাছ থেকে আশা করেন। যে বিয়ে করে, সে যেনো তার স্ত্রীকে সম্মান করে। কারণ, যে একজন মুসলিমকে সম্মান করবে, আল্লাহও তাকে সম্মানিত করবেন।" এছাড়াও মহৎ ব্যক্তি ছাড়া তার স্ত্রীকে কেউ সম্মান করে না, আর নীচ ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার স্ত্রীকে অপমান করে না। যে তার পরিবারকে অপমান করবে সে তার জীবন থেকে সুখ হারিয়ে ফেলবে।

Scanned by CamScanner

মার্জিত হোন

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে তার নিজ ইচ্ছায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ বা উপায় সৃষ্টি করে দেন। একটার পর একটা ঘটনা ঘটান ও প্রকাশ করেন। বিশাল পৃথিবীতে আমাদের এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব একটি ক্ষুদ্র কণার মতো যা প্রতিনিয়ত স্থানান্তর হয় এবং প্রত্যেক সময় অন্যকণাগুলোর সাথে ধাক্কা খেতে থাকে। পৃথিবীর পরিচালনা ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং পৃথিবীর ঘটনাগুলোও আমাদের ইচ্ছায় হয় না। যে মুহূর্ত থেকে একজন ব্যক্তি সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়, সেই মুহূর্ত থেকে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসা পর্যন্ত একজন মানুষ শত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। এভাবে একজন ব্যক্তি সারা জীবনে অনেক ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়। কেউ হয়ত অন্যের দ্বারা অপমানিত হয়, কারো অবন্ধুসুলভ সহকর্মী থাকে; বাসের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে হয়, কর্মক্ষেত্রে অভিযুক্ত হতে হয়, কেউ টাকা হারিয়ে ফেলে, কেউবা সর্বস্বান্ত হয়। এ ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, যে কেউ যেকোন সময়, যে কোনো জায়গায়। আপনি আপনার জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনা প্রবাহে হতাশ হয়ে পড়তে পারেন যা একটা টাইম বোমার সদৃশ, যা যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে। হ্যাঁ, আপনি হয়ত আপনার ঘটনাগুলোর জন্য অন্য কাউকে বা পৃথিবীকে দোষারোপ করতে পারেন না। তাই আপনি যখন ঘরে আসেন আপনার স্ত্রী বা

Scanned by CamScanner

সন্তানের উপর রাগ ঝাড়ার চেষ্টা করেন। আপনি ঘরে এমন ভাবে প্রবেশ করেন; যেন ঘরে আজরাইল (মৃত্যূর ফেরেশতা) প্রবেশ করেছে। আপনার সন্তানরা আপনার সামনে থেকে ছোট্ট ইঁদুরগুলোর মতো পালিয়ে যায়। ইসলাম এমন আচরন করতে নিষেধ করেছে। আপনার উচিত– এর থেকে শোধরানোর উপায় বের করা। আপনার খাবারে পরিমান মতো লবণ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, আপনার চায়ের কাপ এখনো প্রস্তুত নাও হতে পারে, আপনার ঘরটি অপরিষ্কার থাকতে পারে, কিংবা আপনার সন্তানেরা শোরগোল করতেই পারে। আপনার নিজের ঘরে সবার উপরে ফেঁটে পরতে এসব আপনার জন্য অযুহাত হিসেবে কাজ করে। আপনি তখন ভীষণ ক্রূদ্ধ হয়ে সবার সাথে চিৎকার চেঁচামেছি শুরু করে দেন, তাদের গালাগালি করেন, সন্তানদের মারধর করেন ইত্যাদি চলতে থাকে। এভাবে আপনি মায়া-মমতায়-বন্ধুত্বে ঘেরা ঘরটিকে জলন্ত জাহান্নামে পরিণত করেন যেখানে আপনি এবং আপনার পরিবারের বাকিদেরও ভুগতে হয়। যদি বাচ্চারা ঘর থেকে পালিয়ে রাস্তায় চলে যেতে পারত তাহলে তারা তাই করতো। যদি সেটা করতে না পারে তাহলে তারা সময় গুনতে থাকবে, কখন আপনি বাড়ি থেকে বের হবেন। এই ধরণের পরিবারগুলো চরম উদাসীন এবং ভীতিপ্রদ পরিবেশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তা সুস্পষ্ট। সবসময় ঝগড়া এবং বাকবিতন্ডা চলতে থাকে। তাদের ঘরগুলোতে সবসময় বিশৃংখলা বিরাজ থাকে।

স্ত্রী তার স্বামীর চেহারা দেখতে ঘৃনা করে। কীভাবে একজন স্ত্রী ভীষণ বদমেজাজি একজন মানুষের সাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে? এর চেয়েও বাজে ব্যপার হলো সেই সন্তানদেরকে এই পরিবেশে বড় হতে হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? মা-বাবার এই ঝগড়াগুলো নিশ্চিতভাবেই তাদের ছোট্ট মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই ধরণের সন্তানেরা বড় হয়ে ক্রুদ্ধ, আক্রমণাত্বক, বিষন্ন এবং হতাশাবাদী স্বভাবের হয়। তারা পরিবারে হতাশ হয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। তারা অসৎসঙ্গের ফাঁদে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরণের

Scanned by CamScanner

সন্তানের উপর রাগ ঝাড়ার চেষ্টা করেন। আপনি ঘরে এমন ভাবে প্রবেশ করেন; যেন ঘরে আজরাইল (মৃত্যূর ফেরেশতা) প্রবেশ করেছে। আপনার সন্তানরা আপনার সামনে থেকে ছোট্ট ইঁদুরগুলোর মতো পালিয়ে যায়। ইসলাম এমন আচরন করতে নিষেধ করেছে। আপনার উচিত– এর থেকে শোধরানোর উপায় বের করা। আপনার খাবারে পরিমান মতো লবণ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, আপনার চায়ের কাপ এখনো প্রস্তুত নাও হতে পারে, আপনার ঘরটি অপরিষ্কার থাকতে পারে, কিংবা আপনার সন্তানেরা শোরগোল করতেই পারে। আপনার নিজের ঘরে সবার উপরে ফেঁটে পরতে এসব আপনার জন্য অযুহাত হিসেবে কাজ করে। আপনি তখন ভীষণ ক্রূদ্ধ হয়ে সবার সাথে চিৎকার চেঁচামেছি শুরু করে দেন, তাদের গালাগালি করেন, সন্তানদের মারধর করেন ইত্যাদি চলতে থাকে। এভাবে আপনি মায়া-মমতায়-বন্ধুত্বে ঘেরা ঘরটিকে জলন্ত জাহান্নামে পরিণত করেন যেখানে আপনি এবং আপনার পরিবারের বাকিদেরও ভুগতে হয়। যদি বাচ্চারা ঘর থেকে পালিয়ে রাস্তায় চলে যেতে পারত তাহলে তারা তাই করতো। যদি সেটা করতে না পারে তাহলে তারা সময় গুনতে থাকবে, কখন আপনি বাড়ি থেকে বের হবেন। এই ধরণের পরিবারগুলো চরম উদাসীন এবং ভীতিপ্রদ পরিবেশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তা সুস্পষ্ট। সবসময় ঝগড়া এবং বাকবিতন্ডা চলতে থাকে। তাদের ঘরগুলোতে সবসময় বিশৃংখলা বিরাজ থাকে।

স্ত্রী তার স্বামীর চেহারা দেখতে ঘৃনা করে। কীভাবে একজন স্ত্রী ভীষণ বদমেজাজি একজন মানুষের সাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে? এর চেয়েও বাজে ব্যপার হলো সেই সন্তানদেরকে এই পরিবেশে বড় হতে হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? মা-বাবার এই ঝগড়াগুলো নিশ্চিতভাবেই তাদের ছোট্ট মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই ধরণের সন্তানেরা বড় হয়ে ক্রুদ্ধ, আক্রমণাত্বক, বিষন্ন এবং হতাশাবাদী স্বভাবের হয়। তারা পরিবারে হতাশ হয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। তারা অসৎসঙ্গের ফাঁদে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরণের

Scanned by CamScanner

অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এমনও হতে পারে তারা বেশ জটিল এবং মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে যার ফলে তারা অন্যদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা আত্মহত্যাও করে অনেক সময়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অপরাধীদের উত্থানের পটভূমি সম্পর্কে গবেষণা করার অনুরোধ রইল। পরিসংখ্যান এবং অপরাধীদের প্রাত্যাহিক ঘটনা তাই প্রমাণ করে। এর দায়ভার পরিবারের সেইসব 'হর্তাকর্তাদের' ওপর বর্তায়; যারা নিজেদের রাগ আর বদমেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এই ধরণের ব্যক্তিরা এজীবনে তো সুখের ছোঁয়া পায়ই না এবং পরবর্তী জীবনেও শাস্তির সম্মুখীন হবে।

হে জনাব!

পৃথিবীর ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রন করার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। দূর্ঘটনা, কষ্ট এবং দুঃখজনক ঘটনাগুলো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবাই কষ্টের সম্মুখীন হয় বিভিন্ন সময়। আসল ব্যাপার হলো একজন মানুষ কষ্টের মধ্য দিয়েই পরিপক্কতা অর্জন করে। একজন মানুষকে সাহসের সাথে এসবের মুখোমুখি হতে হবে এবং এসবের সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের এমন হাজারো ছোট-বড় সমস্যার মোকাবেলা করার শক্তি আছে, আল্লাহ তা'য়ালা তা দিয়েছেন।

জাগতিক ঘটনাগুলোই আমাদের মানসিক বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ নয়, বরং আমাদের নার্ভাস সিস্টেম যা এসব ঘটনাগুলোতে প্রভাবিত হয় এবং আমাদের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। তাই– একজন ব্যক্তি যখন মন্দ ঘটনার সামনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয় না। ধরুন আপনি একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এই ঘটনাটা আপনার দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যাতে আমাদের কোন হাত নেই বা যা আমরা প্রতিরোধ করতে

Scanned by CamScanner

অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এমনও হতে পারে তারা বেশ জটিল এবং মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে যার ফলে তারা অন্যদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা আত্মহত্যাও করে অনেক সময়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অপরাধীদের উত্থানের পটভূমি সম্পর্কে গবেষণা করার অনুরোধ রইল। পরিসংখ্যান এবং অপরাধীদের প্রাত্যাহিক ঘটনা তাই প্রমাণ করে। এর দায়ভার পরিবারের সেইসব 'হর্তাকর্তাদের' ওপর বর্তায়; যারা নিজেদের রাগ আর বদমেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এই ধরণের ব্যক্তিরা এজীবনে তো সুখের ছোঁয়া পায়ই না এবং পরবর্তী জীবনেও শাস্তির সম্মুখীন হবে।

হে জনাব!

পৃথিবীর ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রন করার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। দূর্ঘটনা, কষ্ট এবং দুঃখজনক ঘটনাগুলো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবাই কষ্টের সম্মুখীন হয় বিভিন্ন সময়। আসল ব্যাপার হলো একজন মানুষ কষ্টের মধ্য দিয়েই পরিপক্কতা অর্জন করে। একজন মানুষকে সাহসের সাথে এসবের মুখোমুখি হতে হবে এবং এসবের সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের এমন হাজারো ছোট-বড় সমস্যার মোকাবেলা করার শক্তি আছে, আল্লাহ তা'য়ালা তা দিয়েছেন।

জাগতিক ঘটনাগুলোই আমাদের মানসিক বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ নয়, বরং আমাদের নার্ভাস সিস্টেম যা এসব ঘটনাগুলোতে প্রভাবিত হয় এবং আমাদের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। তাই– একজন ব্যক্তি যখন মন্দ ঘটনার সামনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয় না। ধরুন আপনি একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এই ঘটনাটা আপনার দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যাতে আমাদের কোন হাত নেই বা যা আমরা প্রতিরোধ করতে

Scanned by CamScanner

পারিনা। অথবা এটা এমন কোন ঘটনাও হতে পারে যাতে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করতে পারি। এটা সুস্পষ্ট যে– প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের রাগ বা ক্রোধ কোন কাজে আসবে না। আমরা ভুল করব যদি আমরা রেগে যাই বা মেজাজ হারিয়ে ফেলি। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা এটা ঘটার জন্য দায়ী ছিলাম না এবং আমাদের উচিত হাঁসিমুখে তাকে স্বাগত জানানো। কিন্তু আমাদের খারাপ অভিজ্ঞতা যদি দ্বিতীয় প্রকারের হয়, তাহলে আমরা এর উপযুক্ত সমাধান খুঁজতে পারি। যদি আমরা দুঃখকষ্টের সময়গুলোতে আশা না হারাই এবং নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি তাহলে বিজ্ঞতার সাথে আমরা আমাদের সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারব। এইভাবে আমরা ক্রোধের শরনাপন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি এবং আমরা স্বয়ং নিজেই আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারি। তাই একজন জ্ঞানী মানুষ হলেন তিনি যিনি কষ্টের মাঝেও ভেঙে পড়েন না। ধৈর্য এবং জ্ঞানের দ্বারা আমরা চাইলেই আমাদের বাঁধা-বিপত্তিগুলোকে পেরিয়ে যেতে পারি। এটা কি দুঃখের বিষয় নয় যে– আমরা সেই সমস্ত বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি যা ঘটা একেবারেই অবশ্যম্ভাবী? অধিকন্তু কেন আপনি আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদের আপনার দূর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করবেন? আপনার স্ত্রী তার দায়িত্ব পালন করছে। তাকে ঘরবাড়ি তত্ত্বাবধান করতে হয়, সন্তানদের দেখভাল করতে হয়, কাপড় ধুতে হয়, রান্নাবান্না করতে হয়, কাপড় ইস্ত্রী করতে হয়, ঘর পরিষ্কার করতে হয় ইত্যাদি বিভিন্ন রকম কাজ করতে হয়। আপনার উচিত আপনার আচার আচরণ দ্বারা তাকে উৎসাহিত করা। আপনার সন্তানরাও তাদের নিজ নিজ কাজ করছে। তারাও তাদের বাবার জন্য অপেক্ষা করে, যে তাদেরকে আনন্দ দেবে। তাদেরকে ভাল জিনিস শেখান এবং তাদেরকে পড়াশোনায় উৎসাহদান করুন। এটা কি সুন্দর দেখায় যে আপনি আপনার পরিবারের সাথে একটা ভয়ানক আর ক্রুদ্ধ চেহারা নিয়ে হাজির হচ্ছেন? তারা আপনার কাছে তাদের ন্যয়নিষ্ঠ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা রাখে। তারা আপনার কাছে দয়ার আশা করে এবং নম্র

Scanned by CamScanner

এবং সুন্দর আচরণ কামনা করে। তারা আপনাকে ঘৃণা করবে তাদের অনুভূতিগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং ঘরকে অন্ধকার করে রাখার জন্য যেখানে কোন সুখের ঝলকই নেই। আপনি কী জানেন তারা কতটা ভুগবে আপনার এই অপ্রীতিকর এবং কঠোর আচরণের দ্বারা? এমনকি আপনি যদি আপনার পরিবারকে অতটা গুরুত্বসহকারে নাও নেন, অন্ততপক্ষে নিজেকে একটু দয়া করুন। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে– আপনি এমন বদমেজাজী হওয়ার দরুন নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছেন। কীভাবে আপনি আপনার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন আর কিভাবেই বা আপনি কোনকিছুতে সাফল্য লাভ করবেন? কেন আপনি আপনার ঘরকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলছেন? এটাই কী ভালো নয় যে আপনি সবসময় সুখে থাকবেন এবং ক্রোধের দ্বারা নয় বরং প্রজ্ঞার দ্বারা নিজের সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করবেন? আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন না যে– রাগ আপনার সমস্যাকে সমাধান করতে পারে না বরং এটা সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দেয়? আপনি কি একমত হবেন না যে, যখন ঘরে থাকবেন, আপনার বিশ্রাম নেয়া উচিত এবং শক্তি সঞ্চয় করা উচিত যাতে আপনি প্রশান্ত মন দ্বারা একটা উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পান? আপনার হাসিমুখের সাথে আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। আপনার তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা উচিত সুন্দরতম উপায়ে এবং পরিবারে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত। আপনার উচিত তাদের সাথে পানাহার করা, বিশ্রাম নেয়া। এভাবে আপনি এবং আপনার পরিবার সুখের ছোঁয়া পাবে এবং আপনি বিভিন্ন সমস্যাকে খুব সহজেই সমাধান করতে পারবেন। তাই পবিত্র জীবন বিধান ইসলাম ধর্ম ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি নিদর্শন হিসেবে সদাচরণের ওপর জোর দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

Scanned by CamScanner

> অর্থ : "যার আচরণ যত ভালো তার ঈমান তত বেশি পূর্ণ। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কল্যান করে।"[৮]

লুকমান হাকিম বলেন–

> "একজন জ্ঞানীলোকের অবশ্যই পরিবারের সাথে শিশুসুলভ আচরন করতে হবে, এবং পুরুষোচিত আচরণ ঘরের বাইরের জন্য রাখতে হবে।"

[৮] বায়হাকি, হাদিস নং : ৬৬৫৩।

Scanned by CamScanner

অযথা অভিযোগ করবেন না

জীবনে অনেক সমস্যাই থাকে। এমন কেউ নেই যে সে তার পরিস্থিতি নিয়ে পুরোপুরি খুশি। কিছু লোকেরা তাদের কষ্টের তুলনায়, অন্যের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। তারা তাদের কষ্ট ও পরিশ্রম কে মাথায় রাখে এবং তা প্রকাশের যথার্থ সময় ছাড়া সেটা প্রকাশ করে না। অন্য দিকে, এমন অনেক লোক আছে যারা এতই দুর্বল যে, তারা কখনো নিজের সমস্যার কথা নিজের মধ্যে রাখতে পারে না। তারা অভিযোগ করতে এতটাই অভ্যস্ত যে– অন্যদের সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথেই, তারা তাদের জীবনের সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করা শুরু করে দেয়। যেখানেই তারা যায় এবং যখনই কোনো সমাবেশে উপস্থিত হয়, তখনই তারা তাদের প্রতিদিনের সমস্যাগুলোর সম্পর্কে সমালোচনা করা শুরু করে দেয়। যা অন্যদের জীবনকেও প্রভাবিত করতে থাকে (যেন মনে হয় অন্যের সুখ নষ্ট করার জন্য শয়টান নিজেই তাদেরকে একটি মিশনে নামিয়েছে)।

এজন্য বেশিরভাগ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন এসব বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চায় না এবং তাদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করে। তবে তাদের স্ত্রীর জন্য বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং তাদের বাচ্চাদের জন্যও। কারণ আর কেউ যখন তাদের এই সমালোচনা শুনার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তখন এইসব পুরুষরা তাদের পরিবারের সাথেই তাদের সমস্যর কথাগুলো বলতে থাকে। তারা কখনও কখনও তাদের ব্যয়, ট্যাক্স, বন্ধু, সহকর্মী, তাদের ব্যবসা,

Scanned by CamScanner

রোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ করতেই থাকে। এই পুরুষেরা খুবই হতাশাবাদী এবং পৃথিবীতে ভালো কোনোকিছুই তারা দেখতে পায় না। তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি বিশেষত তাদের পরিবারকেও ক্ষতিগ্রস্থ করতে থাকে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! সারাক্ষণ অভিযোগ করে কী লাভ? ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি কী অর্জন করবেন? কেন আপনি ট্যাক্সি ড্রাইভারের উপর করা রাগ, আপনার পরিবারের উপর দেখাবেন? আপনার ব্যবসার ক্ষতি হলে কেনো আপনি আপনার স্ত্রীকে তার জন্য দোষারোপ করবেন? আপনি ভুলে যাবেন না যে– আপনার এই মনোভাব আপনার পরিবারকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তারা আপনার উপর এবং বাড়ির সকলের উপর বিরক্ত হয়ে উঠবে। এমনকি তারা বাড়ি থেকে পালাতে পারে এবং বিভিন্ন কুট-জালের ফাঁদে পড়ে দুর্নীতি ও অপরাধের শিকার হতে পারে। সর্বোপরি এটি তাদের উপর একটি প্রচন্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। আপনার পরিবারের সুখ নষ্ট না করাটা কী আপনার জন্য ভালো নয়? বাড়ি ফিরে, আপনি আপনার সমস্যাগুলি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা করুন। তাদের সঙ্গোকে উপভোগ করুন।

ইসলামে ধৈর্য্যের কথাও বলা হয়েছে এবং জীবনের সমস্যাগুলোর উপর অভিযোগ-অনুশোচনা না করে ধৈর্য ধারণ করলে তার জন্য পুরষ্কার বরাদ্দ করা হয়েছে। যখন মুসমানদের উপর কষ্ট আসে, তখন তাদের আল্লাহর উপর অভিযোগ/ অনুশোচানা করা উচিত না বরং সমস্ত সমস্যার মূল চাবিকাঠির অধিকারী আল্লাহর কাছে তাদের সাহায্য চাওয়া উচিত।'

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

অযথা দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকুন

কিছু পুরুষ ক্রমাগত সমস্ত কিছুতে ত্রুটি খুঁজতেই থাকে। তারা প্রতিটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিৎকার শুরু করে যে– *"এই টেবিলটি কেন নোংরা হয়ে আছে? দুপুরের খাবার কেন এখও প্রস্তুত হয়নি? ফুলদানিটি কেনো এখানে? ছাই রাখার পাত্রটি মেঝেতে কেনো?"* ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু পুরুষ এতদ্রুত তার মনোভাব পরিবর্তন করে যে– এটি তাদের পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও এই আচরণের ফলে তাদের পরিবারের বিচ্ছেদও ঘটে। অবশ্যই আমরা বলছি না যে– পুরুষের তাদের স্ত্রীদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত না সেটা বলার কোনো অধিকার নেই।

মহিলারাও যেনো পরিবার সম্পর্কিত পরামর্শের বিষয়ে একগুয়েমী না দেখায়। যদিও পুরুষেরা পরিবারের অভিভাবক হিসেবে নিজের কর্তব্যটি যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারে সে হিসেবে নিজের বুদ্ধি ও যুক্তিসংগত কাজ করা উচিত। স্ত্রী যদি বাড়ির কাজে কোনো পরামর্শ দেয় তবে সেটা বিবেচনায় নিতে আন্তরিক মনোভাব রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু একজন পুরুষের হাতে পরিবারের সমস্ত কাজে অংশ নেওয়ার মত পর্যাপ্ত সময় থাকে না এবং কোন বিষয়ে যদি তার পর্যাপ্ত দক্ষতা না থাকে, তবে পরিবারের কিছু বিষয় স্ত্রীর উপর ছেড়ে দেয়াই তার জন্য সুবিধাজনক। ঘর চালানোর ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির উচিত তার স্ত্রীকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেওয়া। যদিও পুরুষরা প্রায় ক্ষেত্রেই জোর না করে পরামর্শ দেয়ার অজুহাতে

Scanned by CamScanner

তাদের সিদ্ধান্ত স্ত্রীদের উপর চাপিয়ে দেয়। যখন একজন বুদ্ধিমান মহিলা কোনও বিষয়ে তার স্বামীর ইচ্ছাটা বুঝতে পারে, তখন সে তা মেনে চলার চেষ্টা করে। অতএব, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা যারা একে অপরের সম্পর্কে এবং তাদের পরিবারের সম্পর্কে যত্নশীল, তখন তারা যে কোনো বিষয়ে পরস্পর বিনীতভাবে আলোচনার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এইভাবে, বেশিরভাগ মহিলারা তার স্বামীর সিদ্ধান্তে সম্মতি দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তবে তার স্বামী যদি ক্রমাগত তার দোষ খুঁজতেই থাকে এবং অশান্তির সৃষ্টি করতে থাকে তখন তার স্ত্রী নেতিবাচক মনোভাব এর উপর অভ্যস্ত হতে থাকে এবং ফলস্বরূপ এই মনোভাবটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যার থেকে কোন ভালো ফলাফল আর আশা করা যায় না। যে মহিলার স্বামী এমন মনোভাব পোষণ করে সে তার স্বামীর কোনো কথাই গুরুত্ব সহকারে নেয় না। এমনকি সে তার স্বামীর গুরত্বপূর্ণ যুক্তিকেও তখন অবহেলার চোখে দেখা শুরু করে। সে নিজেই ভাবতে থাকে– "আমি কেনো এতো কষ্ট করবো, যদি আমার স্বামী কখনই আমার কোনো কাজে সন্তুষ্ট না হয়? সে কেবল তার স্বামীকেই দোষারোপ করবে না, এমনকি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারে। তখন তাদের বাড়ি একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠবে। এইভাবে একটি পরিবার ভেঙ্গে যায় এবং বিচ্ছেদ হতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে একজন মহিলা কখনই নিজেকে দোষারোপ করে না, কারণ একজন বিজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল স্ত্রীও তার স্বামীর এমন অমানবিক আচরণের কারণে তার ধৈর্য সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। তখন সে ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করে, দাবি করে যে– তার স্ত্রী তার বাড়ি ছেড়ে দুমাস আগে চলে গিয়ে তার বাবা-মার সাথে থাকছে। তারপর আরও অনুসন্ধান করা শুরু করলে, ওই ব্যক্তির স্ত্রী তখন বলে যে– আমার স্বামী আমার ঘর সামলানোর পদ্ধতি পছন্দ করে না। তিনি আমার রান্না, আমার বাড়ির কাজ পরিচালনা সম্পর্কে ক্রমাগত সমালোচনা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তাই আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি"।

Scanned by CamScanner

পুরুষদের মনে রাখা উচিত যে- সংসারের কাজটা তাদের স্ত্রীদের দায়িত্ব পালনের একটি জায়গা। এই জায়গায় তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের পুতুল হিসাবে বিবেচনা করাটা সম্পূর্ণরূপে একটি ভুল কাজ। তারা যেভাবে পছন্দ করে সেভাবেই তাদের সংসারের কাজ করতে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফলস্বরূপ- আপনার স্ত্রী উৎসাহের সাথে তার কাজগুলো করবে এবং আপনিও সুখী থাকবেন এবং আপনার বাড়ি হয়ে উঠবে **"একটি সুখী পরিবার"**।

Scanned by CamScanner

তাকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করুন

একজন মহিলাও পুরুষের মতো আবেগীয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়। সে আনন্দ, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি অনুভব করে। সে ঘরের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে; বাচ্চাদের উপর বিরক্ত হয়। এসময় অন্যদের সমালোচনা তাকে মর্মাহত করতে পারে। সে অন্যান্য মানুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। মোটকথা– অনেক সমস্যা মহিলাদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে– সে ছোটোখাটো ব্যাপারেও অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। এটা বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, কারণ তারা খুবই সংবেদনশীল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুরুষের চেয়ে তুলনামূলক বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়। নারীরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তাকে সন্তুষ্ট রাখা উচিৎ। একজন বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী হিসেবে পুরুষের উচিৎ তাকে সান্ত্বনা দেওয়া কারণ তার স্ত্রী তাকে বিশ্বাস করে।

প্রিয় জনাব!

> আপনি যখন আপনার স্ত্রীকে রাগান্বিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় দেখতে পান, তার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন। ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখেন সে আপনাকে সম্ভাষণ করছে না তাহলে আপনি তাকে সালাম দিন। এতে আপনি ছোট হয়ে যাবেন না। তার সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। কর্কশ ভাষা পরিহার করুন। তার ঘরের কাজে সাহায্য করুন। তাকে কোনভাবেই রাগান্বিত করে তুলবেন না। তাকে উত্ত্যক্ত করবেন না। সে যদি কথা

Scanned by CamScanner

বলতে না চায়, তাকে তার মতো ছেড়ে দিন। তাকে বলবেন না, *"তোমার কী সমস্যা?"*

সে যদি কথা বলতে চায় তবে তার কথা শুনুন এবং তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করুন। এমন ভান করুন যেন তার সমস্যা নিয়ে তার চেয়ে আপনি বেশি চিন্তিত। তাকে তার অভিযোগ প্রকাশ করতে দিন। অতঃপর একজন দয়ালু প্রিয়জনের মতো অর্থাৎ একজন সহানুভূতিশীল স্বামীর মতো তার সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করুন। তাকে ধৈর্য্য ধরতে উৎসাহ দিন। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সমস্যাগুলো মামুলি হিসেবে তার কাছে তুলে ধরুন। তাকে সাহস দিন এবং তার বিরক্তির কারণ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করুন। ধৈর্য্য ধরুন এবং তার সাথে যৌক্তিক আচরণ করুন। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং আপনাদের সাংসারিক জীবন দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। অপরপক্ষে আপনার ভুল আচরণ তাকে আরও ঝামেলায় ফেলে দিবে। এর প্রভাব আপনার উপরেও পড়বে এবং তা থেকে ঝগড়াবিবাদের সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে আপনারা দুইজনেই কষ্ট পাবেন।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

দোষ ধরবেন না

পৃথিবীতে কোনো মানুষই সর্ব গুণসম্পন্ন হয় না। কেউই ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়। কেউ হয়তো খুব মোটা বা কেউ হয়তো খুব চিকন। কারো মুখ বড় হতে পারে, আবার কারো নাক বা দাঁত বড় হতে পারে। কেউ নোংরা হতে পারে আবার কেউ অভদ্র, লাজুক, নির্লজ্জ, হতাশাগ্রস্ত, বদমেজাজি, হিংসুক, অলস বা স্বার্থপর হতে পারে। কোনো মহিলা হয়তো ভালো রান্না পারেন না আবার কেউ হয়তোবা অতিথি সেবায় খুব একটা পারদর্শী নয়। কেউ হয়তো খুব বেশি খায়, আবার কেউ হয়তো বেহিসেবী খরচ করে। মোটথায়– প্রত্যেকেই অসম্পূর্ণ এবং পৃথিবীতে কেউই নিখুঁত নয়। পুরুষেরা সাধারণত বিয়ের আগে তার স্ত্রীকে সমস্ত দোষত্রুটি মুক্ত হিসেবে কল্পনা করে। তারা ভুলে যায় যে, পৃথিবীতে কেউই ফেরেশতা নয়। এরপর এই লোকগুলো বিয়ের পর যখন দেখে তার স্ত্রী নিখুঁত নয়, তখন তাদের দোষ ধরতে শুরু করে। এমনকি তারা তাদের বিবাহকে ব্যর্থ হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিজেদেরকে দুর্ভাগ্যবান ভাবতে থাকে। এসব লোকরা সবসময় হাহাকার করতে থাকে এবং তার স্ত্রীর ছোটখাটো ত্রুটিগুলোকেও রেহাই দেয় না। কিছু পুরুষ স্ত্রীদের দোষত্রুটিগুলোকে বাড়িয়ে পাহাড়সম করে তোলে।

তারা প্রায়ই এইসব দোষত্রুটি নিয়ে তাদের স্ত্রীদের অপমান করে। এমনকি তারা এইসমস্ত ব্যাপার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কাছে তুলে

Scanned by CamScanner

ধরতেও দ্বিধা করে না। ফলশ্রুতিতে, তাদের দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরতে শুরু করে। মহিলাটি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং স্বামী ও সংসারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যে সবসময় তার সমালোচনা করে তার জন্য কিছু করাকে অর্থহীন ভাবতে থাকে যা তাকে প্রতিশোধ নেওয়ার দিকে ধাবিত করতে পারে।

এক লোক তার স্ত্রীকে বললো–
"তোমার নাক কী বড় আর কুৎসিত!"
তখন তার স্ত্রী জবাব দিলো–
"তোমার বিশ্রী চেহারা আর বিকৃত আকৃতির মতো এতো খারাপ তো না!"

এরপর লোকটি বলতে পারে– *"তোমার পায়ে কী দুর্গন্ধ!"*
মহিলা উত্তর দিলো– *"তোমার বিশাল মুখ বন্ধ করো।"*

ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। এইধরনের কথাবার্তা চলতে থাকলে ঘর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, দম্পতিরা নিজেদেরকে অপমান-অবমাননা করতে থাকে। এভাবে চলতে থাকলে তারা তাদের জীবন উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ– যে ঘরে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা নেই, সে ঘর কখনো শান্তির নীড় হয়ে উঠতে পারে না। তদুপরি, যে পুরুষ নিজেকে দুর্ভাগ্যবান মনে করে এবং বিবাহকে ব্যর্থ মনে করে, সে তার স্ত্রীকে ক্রমাগত অপমান করতে থাকে যার ফলে তারা দুইজনই মানসিক অশান্তি এবং অন্যান্য অসুস্থতায় ভুগতে থাকে। ঝগড়া-বিবাদের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এক সময় তালাক ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

বিচ্ছেদ কারো জন্যই সুখকর না, বিশেষ করে যদি সেই পরিবারে সন্তান থাকে। আমাদের সমাজ তালাকপ্রাপ্তদের তেমন একটা সম্মান দেয় না। এছাড়া তালাকের ফলে একজন পুরুষের যে আর্থিকক্ষতি হয়, তা সহজে পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে সে যদি দ্বিতীয়

Scanned by CamScanner

বিয়ে করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে অনেক খরচ করতে হয়। উপরন্তু, একজন তালাকপ্রাপ্ত লোক যে– তার আশানুরূপ স্ত্রী খুঁজে পাবে এটিও নিশ্চিত নয়। তার পূর্বে বিয়ে করার রেকর্ড থাকায় পূণরায় বিয়ে করাও সহজ হবে না। এমনকি সে পরবর্তীতে যেই মহিলাকে খুঁজে পাবে তারও অবশ্যই কিছু ত্রুটি থাকবে। এমনকি সে তার প্রথম স্ত্রীর চেয়েও খারাপ হতে পারে। তখন লোকটিকে তার সাথে মানিয়ে চলতে হবে। এর কারণ কিছু পুরুষ এতোটাই অহংকারী হয় যে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে চায় না। দ্বিতীয় বিয়েতে সন্তুষ্ট এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমনও হয় যে, অনেক লোক তার প্রথম স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়।

প্রিয় জনাব!

> আপনি কেনো আপনার স্ত্রীর দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ান! কেনো ছোটখাটো ভুলগুলোকে এতো গুরত্ব দেন! কেনো তার ঘাটতিগুলোকে এতো বড় করে দেখেন; যা আপনার পরিবারে অশান্তির কারণ হয়! আপনি কি কখনো কোনো নিঁখুত মহিলা দেখেছেন? আপনি নিজে কি নিখুঁত? এই তুচ্ছ দোষত্রুটিগুলো কী এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যার কারণে আপনি নিজের বিবাহিত জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারেন?
>
> নিশ্চিত থাকুন যে– আপনি যদি যৌক্তিক ও ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনার স্ত্রীর দিকে নজর দেন তাহলে তার অনেক ভালো দিকও দেখতে পাবেন। তখন দেখবেন– তার গুণাবলী তার ঘাটতি ছাড়িয়ে যাবে। ইসলাম এই ধরনের আচরণকে ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় হিসেবে বিবেচনা করে এবং অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বের করতে নিষেধ করে।

Scanned by CamScanner

সমালোচকদের নিন্দনীয় কথা কে এড়িয়ে চলুন

কিছু লোকের অন্যের সম্পর্কে নিন্দা করার অভ্যাস রয়েছে। এই ঘৃণ্য আচরণ বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং পরিবারে ভাঙন ধরাতে পারে। এমনকি এটি হত্যাকাণ্ডের কারণও হতে পারে। এই ঘৃণ্য আচরণের অনেক কারণ রয়েছে। যেমন হিংসা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও শত্রুতা। কিছু লোক নিজেদের অহংকারকে অক্ষুন্ন রাখতে, অন্যদের মনোযোগ নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে অথবা কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে কুৎসা রটনা করে থাকে। কিন্তু, এটি খুব কমই দেখা যায় যে, কুৎসা রটানো হয়েছে ভালো উদ্দেশ্যে।

সুতরাং! একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত এই ধরনের কুৎসিত বিষয়কে এড়িয়ে চলা। অবশ্যই তিনি ওই ব্যক্তির বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করবেন যাতে তিনি ঐ ব্যক্তির দুষ্ট উদ্দেশ্য দ্বারা প্রতারিত বা প্রভাবিত না হোন।

পুরুষদের মনে রাখা উচিত যে– আপাত দৃষ্টিতে তাদের মা, বোন ও ভাইদের সাথে তাদের স্ত্রীদের সম্পর্ক ভালো বলে মনে হলেও তা কিছুক্ষেত্রে সত্যি নয়। এর কারণ হচ্ছে– বিয়ের আগে পিতা-মাতার সংসারে একজন পুরুষের খুব বেশী স্বাধীনতা থাকে না। তার পিতা মাতা, যারা তাকে বড় করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তারা প্রত্যাশা করেন তাদের ছেলে বৃদ্ধ বয়সে তাদের জন্য সাহায্যকারী হবে।

Scanned by CamScanner

এমনকি ছেলেদের বিয়ে এবং স্বাধীনতা দেবার পরও পিতা-মাতা প্রত্যাশা করেন যে– তাদের ছেলে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী চলবে। তারা আরও প্রত্যাশা করেন যে- তাদের ছেলে তাদের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে তার স্ত্রীর চেয়েও। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তার উল্টোটা। যখন একজন পুরুষ তার বৈবাহিক জীবন শুরু করেন, তখন তিনি তার নতুন পরিবার, স্ত্রী এবং স্বাধীনতার প্রতি অধিক মনোযোগী হোন। তিনি তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা অনুভব করতে শুরু করেন এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। যতই তিনি এদিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেন, ততই তিনি তার পিতা-মাতা থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেন।

এভাবেই তার মা ও বোনেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা ভাবতে শুরু করে যে– নতুন বউ তাদের ছেলেকে তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এমনও হতে পারে তারা নতুন বউকে তাদের ছেলের পরিবার থেকে পৃথক করবার জন্য দোষারোপ করতে পারে।

কিছু মায়েরা ভাবেন যে– এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো স্ত্রীদের প্রতি তাদের ছেলেদের ভালোবাসা নিঃশেষ করাকে। এই ধরনের মায়েরা তাদের পুত্রবধূর দোষ বের করেন, তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটান এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন।

যদি একজন মানুষ সাধারণ অথবা সহজ সরল হোন তবে তিনি তার মায়ের রটানো কুৎসা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে তিনি তার পরিবারের হাতের খেলার পুতুল হয়ে ওঠেন। পিতা-মাতার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি তার স্ত্রীর দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করেন এবং তার সাথে খারাপ আচরণ করতে শুরু করেন। তখন তিনি হরহামেশাই তার স্ত্রীর সমালোচনা করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে পরিবারটিতে বিষণ্ণতা নেমে আসে।

Scanned by CamScanner

পুরুষদের মা ও বোনদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দেয়াল তৈরি হয়। এমনকি তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে একজন গৃহবধূ আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে পারে।

একবার এক বিবাহিত নারী তার বিবাহের দুই সপ্তাহের শেষ দিকে আলপিন খান। আলপিনগুলো তার পাকস্থলী থেকে বের করার পর তিনি হাসপাতালে বলেন– প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। যেই দিন আমি আমার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করি, সেদিন আমিও অন্যান্য বিবাহিত নারীদের মতো নিজেকে সৌভাগ্যবান অনুভব করেছিলাম। কিন্তু দুদিন পরেই আমার স্বামী ও তার বোন আমার দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করতে লাগলো। তাদের আচরণ আমার জীবনকে কঠিন করে তুলেছিল। অবশেষে আমি নিজেকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং কিছু আলপিন খাই ।

আরেকটি ঘটনা– এক নারী তার স্বামীর ভাইদের কটু কথায় ভীষণ অপমানিত হয়। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে সে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং মারাত্মকভাবে দগ্ধ হওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। এখানে একজন নতুন বিবাহিত নারী তার শাশুড়ি এবং স্বামীর ভাইদের মন্দ আচরণের দ্বারা এতটাই কষ্ট পেয়েছিল যে- সে নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে।

সুতরাং মা, বোন ও দেবরের সমালোচনা, মন্দ আচরণ এবং নিন্দনীয় ভাষা খুবই ক্ষতিকর হতে পারে এবং তাই একজন পুরুষের তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অবশ্যই লোকদের মুখ বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে তাদের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করা সম্ভব।

একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর সম্পর্কে তার মা ও বোনের করা সমালোচনার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা– তারা অনেকক্ষেত্রেই সহানুভূতি বা ভালো উদ্দেশ্য থেকে এই ধরনের সমালোচনা করে না, বরং হিংসা, শত্রুতা ও স্বার্থপরতা থেকে করে।

Scanned by CamScanner

তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যখন সে তার স্ত্রীর অনেক কাছে চলে আসে তখন তার পরিবার তার স্ত্রীকে তাদের শত্রু এবং তাদের ছেলের দখলদার হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। ফলশ্রুতিতে তারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার উপায় খুঁজে বেড়ায়।

প্রিয় জনাব!

সংক্ষেপে বলতে গেলে– এই ধরনের মা-বোনেরা এবং ভাইয়েরা আপনার সুখ নিয়ে চিন্তিত নয় বরং তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা যদি আপনার সুখ নিয়ে চিন্তিত থাকতো তবে তারা ভিন্ন কিছু করত। এটি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে– পিতা-মাতারা যেই নারীর সাথে তার ছেলের বিয়ে দেন তার সম্পর্কে বিয়ের আগে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু একবার তাদের ছেলে সেই নারীকে বিয়ে করার পর তারা সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন।

জনাব! প্রতারিত হবেন না। আপনার পরিবার আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেই দোষ ত্রুটিগুলোর উল্লেখ করেছে সেগুলো প্রাসঙ্গিক নয়; এমনকি সেগুলো যদি তুচ্ছ ভুল হয়েও থাকে তবে মনে রাখবেন যে– কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

যাইহোক– আপনার মা, বোন অথবা যারা আপনার স্ত্রীর সমালোচনা করেন তারা কী ভুলের উর্ধ্বে? তাদের মন্দ কথায় মনোযোগ দিয়ে, আপনি আপনার পারিবারিক জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছেন। এমনকি আপনি এই অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আশ্রয় নিতে পারেন যা আপনার মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হবে।

পুনরায় বিবাহ করা সহজ নয়। এমনকি আপনি যদি অন্য নারীকে বিবাহ করেন স্পষ্টতই আপনি বলতে পারছেন না–

Scanned by CamScanner

তিনি আপনার আগের স্ত্রীর চেয়ে ভালো হবেন। আবার আপনি কীভাবে নিশ্চিত হোন আপনার পরিবার তার সাথে আপনার আগের স্ত্রীর মত মন্দ আচরণ করবে না?

আপনার মা, বোন এবং অন্যদের জানানো উচিত যে– আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন এবং তাকে ভালোবাসেন। আপনাকে অবশ্যই তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে– তাদের উচিত আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে কটু কথা বলা বন্ধ করা। যখন তারা আপনার দৃঢ় মনোভাব বুঝতে পারবে তখন তারা আপনাকে আর প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে না এবং হয়তোবা আপনিও আপনার স্ত্রী শান্তি খুঁজে পাবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু মায়েরা ও বোনেরা সহজে হাল ছেড়ে দেয় না এবং আশ্রয় নেয় জঘন্য অভিযোগের। সমস্যাটা এতই মারাত্মক হয়ে উঠে যে– একজন ব্যক্তি তার মায়ের কথায় তার স্ত্রীকে তালাক অথবা খুন করতে পারে।

এক নব দম্পতি তাদের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন আদালতে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটি আদালতে বলেছিল– আমার স্ত্রী খুলনায় বসবাসরত আমার ভাইকে প্রেমের চিঠি লেখেন। গত রাতে আমি তার কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমার শাশুড়ি মা এবং ননদ আমাকে পছন্দ করেন না এবং ক্রমাগত আমার দোষ ত্রুটি ধরায় ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তাদের ওই দুষ্ট কাজগুলো আমার স্বামীকে প্রভাবিত করতে পারেনি, তাই তারা এখন কিছু নকল প্রেমের চিঠি আমার পোশাকের মধ্যে রেখেছে যাতে আমার স্বামী তাতে প্ররোচিত হয়ে আমাকে ডিভোর্স দেন। আদালত নব দম্পতির মধ্যে পুনরায় মিলন ঘটান এবং স্বামীকে পরামর্শ প্রদান করে যে– সে যেন তার মা ও বোনকে তার স্ত্রীর সম্পর্কে মন্দ কাজগুলো বন্ধ করতে বলে।

Scanned by CamScanner

একজন চৌত্রিশ বছর বয়সী নারী নিজের ওপর এক বোতল কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। প্রতিবেশীরা দ্রুত আগুন নিভিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি হাসপাতালে বলেন– আমি আমার স্বামী এবং তার মায়ের সাথে বাস করি। আমার শাশুড়ি ক্রমাগত আমার দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ান। তিনি অজুহাত সৃষ্টি করেন এবং আমার উপর চড়াও হোন। তিনি আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে দেয়াল তৈরি করার একটি সুযোগও হাতছাড়া করেন না। গতকাল আমি কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বিদ্যালয়ের এক পুরানো সহপাঠীর সাথে দেখা হয়। আমরা কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম এবং তারপর আমি বাড়ি ফিরে আসি। আমার শাশুড়ি আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, বাড়ি ফিরতে আমার কেন এত দেরি হল? আমি ব্যাখ্যা করলাম কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বলেছিলেন যে আমি মিথ্যা বলছি এবং তিনি আরো বললেন যে– আমাদের রাস্তার কসাই এর সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। আমি ভীষণ অপমানিত ও হতাশ হয়ে নিজেকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

সুতরাং! একজন ব্যক্তিকে সবসময় এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত, না হলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। তার উচিত অভিযোগগুলো সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান করা এবং অন্ধভাবে কোনো সিদ্ধান্তে না আসা ।

অবশ্যই একজন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের লালন-পালন করতে অনেক পরিশ্রম ও দুর্ভোগ সহ্য করেন। এভাবেই সন্তানরা তাদের পিতামাতার সকল আশার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। তারা প্রত্যাশা করেন তাদের সন্তানরা বৃদ্ধ বয়সে তাদের সাহায্যকারী হবে এবং তাদের প্রত্যাশা অবশ্যই যৌক্তিক। সুতরাং এটি মোটেও ঠিক নয় যে, যখন কেউ স্বাধীনতা পায় তখন সে তার পিতা মাতার ওপর তার অর্পিত কর্তব্যগুলো ভুলে যাবে। এমনকি তার বিবাহের পরেও পিতা মাতার ন্যায়সঙ্গত চাওয়াগুলো পূরণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই তাদের যথাযথ সম্মান করতে হবে এবং তাদের সামনে নম্র থাকতে

Scanned by CamScanner

হবে। পিতা মাতার যদি অর্থ সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে সে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ। একজন পুরুষের তার পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় এবং অবশ্যই তার বাড়িতে তাদের যত্ন করা উচিত। তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের বলবেন তার পিতা-মাতাকে সম্মান করতে। তিনি তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলবেন যে– যদি সে তার পিতা-মাতাকে সম্মান করে তবে তার পিতা-মাতা তাকে বিরক্ত করবেন না। বরং তার জন্য গর্বিত হবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন।

অবশেষে নারীদের মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে– তাদের স্বামীরা বিয়ের পর তাদের পিতা মাতাকে ত্যাগ করবে নারীদের এমন আশা করার কোন অধিকার নেই। এটা সম্ভবও নয়– ন্যায়সঙ্গতও নয়। একজন বুদ্ধিমান নারী তার শ্বশুরবাড়িতে এমনভাবে আচরণ করেন যাতে তারা তাকে তাদের নিজেদের পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে মনে করেন। এটি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন তিনি তাদের সম্মান করেন, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চান এবং তাদের সহায়তা করেন ইত্যাদি।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

তার ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া

আল্লাহর নিষ্পাপ বান্দারা ছাড়া, (যাদেরকে পাপ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা শপথ করেছেন) কোনো মানুষই নিখুঁত নয় এবং আমাদের সবার দ্বারাই কমবেশি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। এটি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; তা পুরুষ হোক কিংবা নারী। নারীদের ক্ষেত্রে ভুলগুলো হতে পারে, তার স্বামীর সাথে রুঢ় আচরণ করা, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেনো কাজ করা, তার সাথে রুঢ় হওয়া বা অসতর্ক হওয়ার দরুন তার আর্থিক ক্ষতির কারন হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য এটা ঠিক যে, স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অপরকে সন্তুষ্ট রাখা, রাজি-খুশি রাখা এবং একে অপরের অসন্তুষ্টির কারন না হওয়া। যাইহোক, এটা খুব কমই হয় যে একজন বা উভয়েই এই লাইন থেকে বিচ্যুত হয় না। কিছু মানুষ মনে করেন যে– স্ত্রীর ব্যাপারে তাদের কঠোর হওয়া উচিত; যেহেতু তারা বিশ্বাস করে একি ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখার এটাই সঠিক পথ।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রায়শ এটার বিপরীত দৃশ্যই প্রদর্শন করে। একজন নারী, যার স্বামী তার সাথে কঠোর, তিনি হয়ত কিছু সময়ের জন্য তার সাথে মানিয়ে নেন, কিন্তু হতাশার ফলস্বরূপ শেষমেষ তিনি প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেন। তিনি ধীরে ধীরে তার স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিরোধ দেখান এবং সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে যান। এভাবেই একজন স্বামী যিনি তার স্ত্রীর ভুলের ব্যাপারে ক্ষমা সুলভ নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে তার স্ত্রীকে উদ্ধত ও অবাধ্য হতে সাহায্য

Scanned by CamScanner

করছেন। তিনি হয়ত এমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে যেতে পারেন, কিন্তু তাকে নিশ্চিতভাবেই ভাবতে হবে যে, জীবনের বাঁকিটা পথ তার স্ত্রীর সাথে তাকে পাড়ি দিতে হবে। বাকি জীবন পর্যন্ত তাদের উভয়কেই তিক্ততার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে তাদের। অথবা তিনি তার স্ত্রীকে একা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যতটা সম্ভব তার থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে তার স্ত্রী ভাবতে পারেন তিনি হয়ত জিতে গেছেন এবং তার স্বামীর ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যেতে পারেন। এটা এমন পর্যায়েও পৌছাতে পারে যে স্ত্রী সুচিন্তিত ভাবে বড় কেনো ভুল করে ফেলার পরেও স্বামী এ ব্যাপারে চুপ থাকে। এভাবে তাদের দাম্পত্য-সম্পর্ক দিনে দিনে তিক্ত হয়ে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। স্মরণ রাখতে হবে যে বিবাহবিচ্ছেদ উভয়পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর কারণ নতুন জীবন শুরু করা কোনো সহজ বিষয় নয়। বিচ্ছেদের পরে যে সুখ আসবে সেটাও নিশ্চিত নয়। তাই, কঠোরতা সবসময় কার্যকর নয় এবং প্রায়শ অনাকাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনে যা আমরা মিডিয়া/ফেসবুকের মাধ্যমে দেখতে পাই। তাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল মধ্যমপন্থা অবলম্বণ করা এবং যৌক্তিক আচরণ করা।

আপনার স্ত্রীর ছোটখাট এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। কারো ভুলের জন্য চিৎকার-চেঁচামেচির দরকার নেই; যা ভুলবশত হয়ে যায়। নিজেদের ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই একজন অন্যজনকে উপদেশ দিতেই পারেন। মানুষ অজ্ঞতার দরুন অনেক ভুল করে ফেলে। তাই উত্তম হল ধৈর্যের সাথে নসিহা করা; যাতে তারা তাদের ভুল কাজগুলোকে বা ভুল ধারনাগুলোকে সংশোধন করে। অতঃএব উচিত নয় আপনার স্ত্রীকে জোর করে ভুল সংশোধনে বাধ্য করা, তার পরিবর্তে আপনার উচিত তাকে তার ভুলের ব্যাপারে যৌক্তিকভাবে বোঝানো এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর ব্যাপারেও পরামর্শ দিন যাতে তিনি এই ভুলের আর পুনরাবৃত্তি না করেন। এতে শুধু পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই বৃদ্ধি পাবে না, অধিকন্তু ভুলগুলোর

Scanned by CamScanner

পূনরাবৃত্তিও রোধ হবে। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ; একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর ভুলগুলোকে যৌক্তিকভাবে থামানোর। কিন্তু তিনি যদি ক্রমাগত ভুল করেই যান, আবারো তার উচিত তার ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং তা এড়িয়ে যাওয়া। এটা ভুল হবে তাকে শাস্তি দেয়া এবং তাকে ভুল প্রমান করার চেষ্টা করা যাতে সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয়। এটা এজন্যই যে মহিলারা প্রকৃতিগতভাবেই জেদী হয় এবং অযথা কড়াকড়ি তাদেরকে আগের চেয়ে আরো বেশি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখাতে উস্কানি দিতে পারে। এটা আরো অপ্রীতিকর এবং ভয়ঙ্কর ঘটনা বয়ে আনতে পারে- এমনকি বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

ইসলাম এই স্পর্শকাতর ব্যাপারটি উপলব্ধি করে পুরুষদেরকে মহিলাদের জন্য দায়িত্ববান করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।"[৯]

এটা আপনার স্ত্রীর অধিকার যে আপনি তার সাথে দয়ালু আচরন করবেন। কারণ– সে আপনার নিশ্চয়তায় থাকে, আপনার উচিত তার ভরণপোষন করা এবং পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা এবং তার অজ্ঞতাবশত করা ভুল কাজগুলোকে মাফ করে দেয়া।

একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর ভরনপোষন এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্ষমা করে দিতে হবে সেই সমস্ত ভুলগুলো যা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গেছে। যে তার অধীনস্তদের শাস্তি দেয় সে সম্মানিত হওয়ার বা উচ্চপদের আশা করতে পারে না।

---

[৯] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ১১৬২

Scanned by CamScanner

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার অন্যতম একটি কারণ হলো পারিবারিক বিষয়গুলোতে শাশুড়ির নাক গলানো। একজন মা, তার মেয়েকে বিয়ে দেয়ার আগে আশা করে তার মেয়ের স্বামী সব দিক দিয়ে পারফেক্ট হবে এবং তার সাথেই বিয়ে দিতে তিনি অনুমতি দেন যেখানে ছেলেটি তার মেয়েকে সুখী রাখতে পারবে। অনেক সময় তিনি তার জামাতাকে আশানুরূপ পান এবং অনেক সময় পান না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি তাকে প্রভাবিত করতে চান যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তার কাছে গ্রহনযোগ্য না হোন এবং এই জন্য তিনি প্রতিটি উপায় অবলম্বন করেন। যেমন, তার এবং অন্যদের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগান এবং বিভিন্ন ফন্দি করা শুরু করেন। তিনি মাঝেমাঝে সহানুভূতিশীল মাঝেমাঝে কঠোর হওয়ার ভান করেন। তিনি তার পথপ্রদর্শক এবং কাজের সংশোধক হিসেবে পাশে থাকতে পারেন বা অভিযোগও করতে পারেন।

যাইহোক, তার লক্ষ্য অর্জন করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তার মেয়েকে প্রভাবিত করা; যাতে সে তার স্বামীর অবাধ্য না হয়। কিন্তু বাস্তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি তার মেয়েকে ব্যবহার করেন এবং এমনভাবে নির্দেশ দেন যাতে সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আচরণ করে। কাজেই স্বামী তার স্ত্রীকে একদিন একরকম অন্যদিন অন্যরকম হিসেবে পায়, একদিন কঠোর তো অন্যদিন সহনশীল। একজন অনভিজ্ঞ নারী এটা ভাবতে পারে যে তার মা তার বিয়ের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল এবং তাই তার উপদেশও মেনে চলতে হবে। এভাবে যদি তার স্বামী তার মায়ের (শাশুড়ির) মনমত না হয়, তখন সংসারে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় যা ডিভোর্স এমনকি খুন পর্যন্ত গড়ায়। এই জন্যেই কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে তার শাশুড়িদের ভালো সম্পর্ক থাকে না। তারা তাদের স্ত্রীর অবাধ্যতার জন্য শাশুড়িদেরকে দায়ী করে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের মায়েরা তাদের মেয়েদের এসব আচরণ/কথা শিখিয়ে দেয়।

Scanned by CamScanner

এটা খারাপ ব্যাপার হবে না যদি একজন শাশুড়ি তার জামাতাদের অভিযোগগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহন করে। আমার এক বন্ধু বলেন– আমার শাশুড়ি হলো একটা ইবলিস, একটা দানব, একটা দুমুখো সাপ। আল্লাহ যেন তার কাছ থেকে আমাদের হেফাজত করেন। সে আমার জীবনকে এমন জাহান্নাম বানিয়ে দিয়েছে যে– আমি দিনদিন পাগল হয়ে যাচ্ছি এবং মনে হচ্ছে– যেনো পর্বত এবং মরুভূমির পানে ছুটে বেড়াচ্ছি। এই ধরনের ঘটনা শুধু আমার সাথে ঘটছে না। এটা একটা সাধারণ ঘটনা।

এক ভাই লিখেছেন–

"আমার শাশুড়ি সবসময় আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করছে। কোনো কারন ছাড়াই সে আমাদের বিরক্ত করছে। সে সবসময় আমার পরিবারকে নিয়ে বাজে শব্দ ব্যবহার করে। যখনই আমি আমার স্ত্রীর জন্য কোন কিছু ক্রয় করি, সে সবসময় তার মধ্যে খুঁত ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে এটার রঙ, ধরন ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা করে এবং এটা আমার স্ত্রীর কাছে মূল্যহীন প্রমান করার চেষ্টা করে।"

আরেকজন লিখেছেন–

"আমার শাশুড়ি আমার সাথে এমন ব্যবহার করেছে যে, তিনবার আমি আমার স্ত্রীকে প্রায় ডিভোর্সই দিয়ে ফেলছিলাম। সে বিচ্ছুর মত লেগে থাকে। সে আমার স্ত্রীকে আমার অবাধ্য হতে, বাসার কাজকর্ম করা ছেড়ে দিতে এবং আমার কাছে অসম্ভব বিষয় আশা করতে শেখায়। যখনই সে আসে,আমাদের বাসাটা জাহান্নামে পরিনত হয়। আমি সত্যিই তাকে একেবারে দেখতে পারিনা।"

অনেক পুরুষই তাদের স্ত্রীদের উপর শাশুড়িদের প্রভাব রোধ করার চেষ্টা করেন তাদের সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করার মাধ্যমে। তারা

Scanned by CamScanner

তাদের স্ত্রীদের বাবার বাড়ি যেতে নিষেধ করে দেন। সংক্ষেপে-পুরুষরা তাদের শাশুড়িদের মেনে চলে না এবং সর্ব উপায়ে তারা তাদের ঘৃনা প্রকাশ করে। যাইহোক, যদিও এই পদক্ষেপ স্বাভাবিক, তবু এটা যুক্তিসংগত না এবং বুদ্ধিমানের কাজ না। এটার কারন মা মেয়ের সম্পর্ক খুবই শক্ত এবং এই সম্পর্কটা প্রাকৃতিক এবং এটাকে সহজে ভাঙা যায় না। কিভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বলতে পারে তার মা বাবাকে ছাড়তে যারা তাকে বছরকে বছর তিলে তিলে বড় করেছেন? এই ধরনের আশা বাস্তবিক না এবং এমনকি যদি এটা ঘটেও, এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, কারন যেকোন অস্বাভাবিক আইনই অস্থায়ী। তাছাড়া যদি একজন নারী বুঝতে পারে যে তার স্বামী তার মা-বাবার বিরুদ্ধে, সেও তখন তার স্বামীর পরিবারের বিরুদ্ধে একই ধরনের অবস্থান গ্রহন করতে পারে। সে অবাধ্য এবং অতিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অধিকন্তু স্বামীর এই দৃষ্টিভঙ্গি তার শাশুড়িকে আরো অযুহাত তৈরি করে দিবে তার সংসারে হস্তক্ষেপ করার। সংক্ষেপে এই ধরনের এপ্রোচ নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে এবং ডিভোর্সে রুপ নিতে পারে। যাইহোক কেন একজন স্বামী তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন? যেখানে চেষ্টা করলে তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো রেখে উপকৃত হতে পারেন।

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য মতে– ভারতীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট করেছিল যে– *'১৯৭১ সালে ১৪৬ জনের আত্মহত্যার কারণ ছিলো স্বামী এবং শাশুড়ির মধ্যে বৈরী সম্পর্ক।'এমন আত্মহত্যার ঘটনা যে বাংলাদেশে ঘটেনা তা বলা সম্ভব না।*

একবার এক লোক; যিনি তার শাশুড়ির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারনে হতাশ ছিলেন, তিনি তাকে টেক্সি থেকে ছুড়ে ফেলে দেন; এক লোক তার শাশুড়ির মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। তার শালা তখন তার প্রতি রেগে যায় এবং তাকে ছুরিকাঘাত করার পর পালিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

একজন ব্যক্তি যে তার শাশুড়ির প্রতি রাগান্বিত ছিল, তার মাথার উপর গরম-সিদ্ধ তরকারি ঢেলে দিয়েছিল। শাশুড়ি চিৎকার করছিল এবং ফ্লোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সুস্থ হওয়ার পর বলে যে– তার মেয়ে তাকে বলেছিল যে সে ডিভোর্স চায় এবং তার স্বামীর সাথে কোনো ভাবেই বসবাস করতে চাচ্ছিল না।

৫ | "এক লোক যে তার শাশুড়ির ওপর অসন্তুষ্ট ছিল সেও আত্মহত্যা করেছিল।"

এখানে সম্ভবত দুটো বিষয় বলে রাখা দরকার–

১. সুস্পষ্টভাবেই একজন শাশুড়ি, তার জামাতার শত্রু তো নয়ই বরং এটা তার জন্য স্বাভাবিক যে– সে তাকে পছন্দ করবে যা বিয়ের শুরুতে প্রতীয়মান ছিল। তাছাড়া তিনি তার জামাতার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবেন কারন তিনি তার মেয়ের সুখ চান। তাই একজন শাশুড়ি যখন তার মেয়ের জীবনে হস্তক্ষেপ করে এটা ভালোর উদ্দেশ্যে থেকেই, খারাপের জন্য নয়। তিনি সহানুভূতিশীল হতে চান; কিন্তু মাঝেমাঝে অজ্ঞতার দরুন কিছু ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন বা ক্ষতিকর উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাই এই ব্যাপারে কারোরই বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয়।

২. একজন মা এবং মেয়ের সম্পর্ক হলো একটি প্রাকৃতিক সম্পর্ক; যা সহজেই ভেঙে পড়ে না এবং যে তা ভাঙার চেষ্টা করবে নিশ্চিতভাবেই সে ব্যর্থ হবে। এই ধরনের চেষ্টা প্রকৃতি-বিরোধী এবং কোনভাবেই তা সমর্থনযোগ্য নয়। যেভাবে একজন স্বামী তার পিতা-মাতার ব্যাপারে আগ্রহী তেমনিভাবে একজন স্ত্রীও। ফলত শশুড়বাড়ির আত্মীয়দের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখাই দুপক্ষের জন্যই কল্যাণকর। এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যদি কেউ সম্মান এবং দয়ার চর্চা

Scanned by CamScanner

করে। তাই একজন স্বামী প্রজ্ঞা, সম্মান, আনুগত্য ইত্যাদির মাধ্যমে তার শ্বশুড় এবং শাশুড়ির সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারে। তার উচিত তাদের মেয়ের প্রতি তার ভালোবাসা প্রদর্শন করা। তার উচিত নয়– তাদের সামনে তার সমালোচনা করা। তার উচিত– তাদের কাছ থেকে উপদেশ এবং আধ্যাত্মিক সাহায্য নেয়া। যখন তারা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় বা ভুল কাজ করে, তখন তার উচিত দয়ার সাথে এবং যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া। কোনোভাবেই তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা উচিত হবেনা। একজন বিবাহিত পুরুষের উচিত তার শ্বশুড়-শাশুড়ির সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা। একটা সফল দাম্পত্য জীবনের এটা একটি গোপন সূত্র এবং তার দায়িত্ব বটে। এভাবেই অনেক পারিবারিক সমস্যারই প্রতিরোধ এবং সমাধান সম্ভব।

এছাড়া সবসময় শাশুড়িরা দোষী থাকেন না, পুরুষদের উচিত তাদের শাশুড়িদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা। অনেক পুরুষই আছেন যারা তাদের শাশুড়িদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন। আমার শাশুড়ি একজন ফেরেশতা হয়তো তার চেয়েও বেশি। আমি তাকে আমার মায়ের মতই ভালোবাসি, কারণ– তিনি অনেক স্নেহশীল এবং বোধশক্তিসম্পন্ন। তিনি সবসময় আমাদের মধ্যকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। তার অস্তিত্ব আমাদের পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

একজন পুরুষের শাশুড়ি যদি মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে জেদি, অজ্ঞ ও অসম্ভব প্রমাণিত হয়, তার উচিত নয় তার সাথে কর্কশ আচরণ করা। এই ধরণের মহিলারা একজনের জীবন দূর্বিষহ করে তুলতে পারে। কিন্তু সবসময় ভালো হবে তাদের অনুপোযুক্ত আচরণের বিপরীতে নরম ব্যবহার করা। এটার কারণ হলো– তাদের সাথে সদয় আচরণের মাধ্যমে ডিভোর্সের ঝুঁকি কমানো। এরমধ্যে, তার উচিত তার স্ত্রীর

Scanned by CamScanner

সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা এবং তার কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য বা আস্থাভাজন বানানো। তার অবশ্যই উচিত তার মায়ের ভুলগুলো নিয়ে তার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করা এবং যৌক্তিকভাবে এর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামগুলো বর্ণনা করা। যদি একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তাহলে অনেক সমস্যারই (শাশুড়ির সমস্যাও এর অন্তর্ভুক্ত) সমাধান হয়ে যায়। তাই সদাচরণ থেকে বিচ্যুত হবেন না, জ্ঞানী হোন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সদয় আচরণ করুন নিজের দাম্পত্য জীবনকে সফল করার জন্য।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : " 'তুমি যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরবে, তাকেও পরাবে। চেহারায় কখনো প্রহার করবে না, অসদাচরণ করবে না।'

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে দীর্ঘ বয়ানের একপর্যায়ে বলেছিলেন–

> অর্থ : 'অতএব, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে গ্রহণ করেছ এবং তোমরা আল্লাহর হুকুমেই তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল হিসেবে পেয়েছ।'[১০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন–

> অর্থ : 'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর ওপর রুষ্ট হবে না, কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও থাকবে, যার ওপর সে সন্তুষ্ট হতে পারবে।'[১১]

❋ ❋ ❋

[১০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১২১৮।
[১১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪৬৯।

Scanned by CamScanner

মনোযোগী হোন

নারী জাতি হলো– আবেগপ্রবণ যারা যুক্তির উর্ধ্বে গিয়ে আবেগে বশীভূত হয়ে বেশী কাজ করে। তারা পুরুষদের তুলনায় সহজ সরল ও অধিক সংবেদনশীল। নারীদের প্রতারিত করা সহজ । কারণ আবেগ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলক ভাবে পুরুষদের থেকে কিছুটা কম।

মানুষিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেলে নারীরা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তারা খুব অল্পতেই আনন্দিত হয় বা মন খারাপ করে ফেলে। তাই স্বামী যদি তার স্ত্রীর আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা করে ফেলতে পারে তাহলে অনেক বিপদকেই পাশ কাটানো যায়।

আর এই কারণেই পবিত্র ধর্ম ইসলাম পুরুষকে তার পরিবারের অবিভাবক হিসেবে মনোনীত করেছে এবং পরিবারের সকল দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

> অর্থ : 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। কারণ– আল্লাহ তাদেরকে নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি অনুগত এবং বিনয়ী। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা তাঁর অধিকার ও গোপন বিষয় রক্ষা করে যেমন করে আল্লাহ

Scanned by CamScanner

গোপনীয় বিষয় গোপন রাখেন।"[১২]

সুতরাং একজন পুরুষ; যাকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষক হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, কোনো ক্রমেই তার স্ত্রীর কর্মকাণ্ডের প্রতি উদাসীন হওয়া চলবে না। স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর অন্যের সাথে চলাফেরা ও কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করা, তার দৃষ্টি রাখতে হবে স্ত্রী যেন ভুল লোকের সাথে কোনো কাজে বা পথে পা না বাড়ায়। স্বামী তার স্ত্রীকে অসৎ সঙ্গের অপকারিতার বিষয়টি যুক্তি দিয়ে বুঝাবে। স্ত্রী যেন অশালীন বা যৌন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারে এমন কোনো পোশাক পরে বাইরে যেতে না পারে তা স্বামীকে নিশ্চিত করতে হবে। স্ত্রীকে কোনো প্রকার খারাপ কর্মকাণ্ডে বা অপ্রয়োজনীয় আড্ডায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

বস্তুত এটি সত্য যে– নারীকে যদি তার কাজকর্মে ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে একা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে শয়তান লোকদের পাল্লায় পড়তে পারে। তাই পুরুষদের কে পরামর্শ দেওয়া হয়- আপনার আশেপাশে খোঁজ নিয়ে দেখুন কত নারী তাদের স্বামীর অবহেলার কারণে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন অসংখ্য নারী রয়েছে যারা রাতের পার্টিতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে সম্ভ্রম হারিয়েছে। অসংখ্য বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে ও সন্তানরা তাদের বাবা মাকে হারিয়েছে কেবল মাত্র এইরকম অশালীন জমায়েতে যাওয়ার কারণে।

একজন পুরুষ যে তার স্ত্রীকে অশালীন পোশাক পরে বাইরে বের হতে দিচ্ছে, যার তার সাথে বন্ধু হতে দিচ্ছে এবং খারাপ লোকদের আড্ডায় যেতে বারণ করছে না খুব সম্ভবত সে তার নিজের স্ত্রীর ও সন্তানদের সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

এই ধরনের আচরণ তার স্ত্রীকে হাজারো রকমের বিপদজনক পরিস্থিতিতে পতিত করতে পারে যার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে

---

[১২] সুরা নিসা : ৩৪

Scanned by CamScanner

না। পেট্রোল হলো দাহ্য তরল এবং এতে সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে, তাই আগুনের সামনে পেট্রোল রেখে এতে আগুন ধরবে না ভেবে বসে থাকা বোকামো ভাবনা ছাড়া কিছুই না।

কতটা মূর্খ ও সাদাসিধা মানুষ সেই সকল পুরুষরা যারা তাদের স্ত্রী কন্যাদের প্রতি তরুনদের খারাপ নজর দেওয়াকে ঘৃনা করে অথচ ঠিকই তাদের স্ত্রী কন্যাকে অশালীন পোশাক পরতে দেয় এবং রাস্তায় অরক্ষিত অবস্থায় চলাফেরা করতে দেয়!

এরকম নেতিবাচক কাজে স্বাধীনতা প্রদানের ফলাফল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে। যদি কোনো রকমে স্ত্রী তার স্বামীকে বশে এনে তার অনায্য দাবীগুলো পূরণ করে ফেলতে পারে তবে ক্রমশই তার আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা এত বৃদ্ধি পাবে যে; একসময় স্ত্রী তার স্বামীকে পরোয়া না করে নিজেই যেকোনো সিদ্ধান্ত ও কাজ করে ফেলবে। যার ফলস্বরূপ পরিবারে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে আমি আপনাদেরকে দুইটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই-

১. এটি ঠিক যে স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা তবে এই কাজটি করতে হবে সাবধানে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে। এই ব্যপারে কখনো রাগান্বিত ও আক্রমণাত্মক হওয়া চলবে না। স্ত্রীকে এটা বুঝতে দেওয়া চলবে না যে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে তাহলে সে মনঃক্ষুন্ন হতে পারে ও বিরূপ আচরণ করতে পারে।

   পুরুষের জন্য এই কাজটি করার ক্ষেত্রে সেরা উপায় হল বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল হওয়া। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সর্বদা সদয় হওয়া উচিত এবং স্ত্রীকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে বুঝানো উচিত। তাকে এমন ভাবে বুঝাতে হবে যেন সে

Scanned by CamScanner

নিজেই উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে ভালো কাজ ও ভালো পথটি বেছে নিতে পারে।

২. স্বামীকে হতে হবে মধ্যমপন্থী; তার মানে হলো- স্বামী কখনো তার স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত কঠোর ও খিটখিটে হওয়া চলবে না আবার উদাসীনও হওয়া যাবে না।

পুরুষদের মতো নারীদেরও স্বাধীনতা দরকার আছে এবং স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এমন বিষয় গুলোতে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। স্ত্রীকে অবশ্যই তার পিতা মাতা, ভাই-বোনদের সাথে যোগাযোগ করতে দিতে হবে এবং হালাল আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে– কিছু কিছু বিশেষ সময়ে অবশ্যই স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে কিন্তু ঐ সকল পরিস্থিতিতেও সীমা অতিক্রম করে স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত কঠোর হওয়া চলবে না। অতিরিক্ত কঠোরতা ক্ষতিকর এবং তা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। স্বামীর অতি কঠোর আচরনের বিরুদ্ধে স্ত্রী অবশ্যই খারাপভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। এমনকি স্ত্রী তালাকও চেয়ে বসতে পারে।

একবার এক যুবতী মহিলা প্রেসক্লাবে সংবাদ প্রতিবেদকদের জানায় যে– আমার সাথে আমার স্বামীর বিয়ে হয়েছে ৫ বছর আগে। বর্তমানে আমাদের একটি ছেলে ও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু প্রায়ই আমার স্বামী সকলের সাথেই রুক্ষ ও কঠোর ব্যবহার করে। সে আমাকে কারো সাথেই দেখা করতে দেয় না। এমনকি মাঝেমধ্যে সে বের হলে আমাদের সকলকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে যায়।

গত এক বছর যাবৎ আমরা বাড়ির ভেতর কারাগারে বন্দী অবস্থায় বসবাস করছিলাম। আমি আমার বাবার বাড়ি যেতে পারি না। তারাও

Scanned by CamScanner

আমাকে দেখতে আসতে পারেনি শুধু আমার স্বামীর ভয়ে। এখন আমি জানিনা কী করব! এক দিকে আমি তার সাথে আর সংসার করতে পারব না– অপরদিকে আমি আমার সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়েও খুবই চিন্তিত।

তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি– আদালতে মামলা করার। আশা করছি আদালত আমাকে সুবিচার পাইয়ে দিবে।

দূর্ভাগ্যবশত: এই মহিলার স্বামীর মতো কঠোর ও অস্বাভাবিক কিছু স্বামীর জন্য মহিলারা একসাথে বসবাস করার ইচ্ছা থাকলেও তারা থাকতে পারে না, বাধ্য হয়ে তালাকের আবেদন করে। তারা এতটাই নির্যাতিত হয় যে– সন্তান থাকা সত্ত্বেও তারা স্বামী থেকে আলাদা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

কেন স্বামী তার স্ত্রীকে নিকট আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে বাধা দিবে? সে কী জানে না যে অতিরিক্ত কঠোরতা তার স্ত্রীকে অবাধ্য হওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে?

সে কী এমন কোনো পরিবারের কথা শুনেনি বা দেখেনি যা স্বামীর এরকম কঠোরতার কারণে ভেঙে গিয়েছে? এমনকি যদি স্ত্রী তার স্বামীর কঠোর আচরনের সাথে মানিয়েও নিতে পারে তবুও ঐ পরিবারে ঠিকই আন্তরিক ও সুখময় পরিবেশের অভাব থাকবে।

Scanned by CamScanner

একজন স্বামীর নৈতিক অধিকারসমূহ

স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলেই একটা সুন্দর পরিবার গড়ে তোলে। একটি ছোটো, সুন্দর সংসার! যেখানে তারা একে অপরের সবটুকু সুখ-দুঃখ শেয়ার করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে তারা একে অপরকে সাহায্য করে। কিন্তু তারপরেও কোথায় যেনো একটা কমতি থেকেই যায়। মতের অমিল হয়ে যায় কোথাও না কোথাও। সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন পুরুষ মনে করে পরিবারের সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তার হাতে। স্ত্রীর সাথে একপ্রকার অমিমাংসিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কেননা– স্ত্রীরও অধিকার আছে সিদ্ধান্ত নেয়ার; যেহেতু পরিবারটা দুজনের। আর এভাবেই ছোট ছোট ব্যাপার থেকে বড় ধরনের কলহ সৃষ্টি হয়, দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তবে এধরনের কলহ বেশিদিন চালিয়ে নেয়াটা উচিত না। এ ধরনের পরিস্থিতি যেনো না হয় সেজন্য যা করতে হবে তা হলো– তাদের নিজেদের কে একে অন্যের থেকে সুপিরিয়র ভাবার চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরে আসতে হবে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিতে হবে- একে অপরকে বুঝতে হবে। এতে করে যা হবে– দুজনের প্রতি দুজনের সম্মানটা বেড়ে যাবে। আর এটা তখনি সম্ভব হবে; যদি তারা জিদ করা ছেড়ে দেয়।

পুরুষত্ব খাটিয়ে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করার নজির কম নয়। অনেক পুরুষ তাদের স্ত্রীকে কাজের হুকুম দিয়ে থাকে। যদি কোনোভাবে তাতে ভুল হয় বা স্ত্রী করতে দ্বিধা জানিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পুরুষটি অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদের ধারণা– এটা তাদের অধিকার।

Scanned by CamScanner

তারা তাদের স্ত্রীর সাথে রাগ দেখানে- হিংস্র হবে। প্রয়োজন হলে শারীরিক অত্যাচার করবে। কিন্তু এটা একদম ঠিক নয়। "*আইয়্যাম এ জাহেলিয়াত*" এর যুগে এমনটা ছিলো। তখন এভাবে নারীদের অত্যাচার করা হতো। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নারীর উপর অত্যাচারকারীদের জন্য শাস্তি ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ- নারীর উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তি নিকৃষ্ট।

এমন একজন নারী যিনি স্ব-ইচ্ছায় তার স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যিনি তাঁর স্বামীর কাছে সান্ত্বনা চান, প্রশান্তি চান। যিনি তার স্বামীর সাথে তার সকল সমস্যা ভাগ করে নেওয়ার প্রত্যাশা করেন। তার উপর অত্যাচার করা তো ঠিক নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ বিবাহের মাধ্যমে একজন মহিলাকে তাঁর স্বামীর হাতে সোপর্দ করেন। আর সেই স্ত্রীর সাথে স্বামীর দুর্ব্যবহার আল্লাহর আস্থার প্রতি চরম অবিশ্বস্ততা হবে। নারীর সুখ সমৃদ্ধি তার স্বামীর উপর ন্যস্ত হয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে- পুরুষেরাই তাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের মালিক হবে।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আঘাত করে, সে তার আত্মার এমন ক্ষতি করে যে সে নানা জটিলতায় ভুগতে পারে; এবং পারিবারিক ভালবাসা এবং উষ্ণতা তার জীবন থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে- কীভাবে একজন পুরুষ তার কৃপণ ও অবক্ষয়ী স্ত্রীর সাথে একটি উত্তম বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন? এটা সত্যিই লজ্জাজনক। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

> "হে পুরুষরা! তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুললে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। তোমার স্ত্রী কে জড়িয়ে ধরবে।"[১৩]

---

[১৩] সুনানে দরামি : ৩২৪২।

Scanned by CamScanner

যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য এবং নির্দিষ্ট অধিকার না পায় তবে সেক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ– কোনো মহিলা গৃহ পরিষ্কার করা, রান্না করা, ধোয়ামোছা, শিশুর যত্ন নেওয়া, বুনন, সেলাই ইত্যাদির মতো দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য নয়– যদিও বেশিরভাগ মহিলা বা গৃহবধূরা এই কাজগুলো সম্পাদন করেন। তবে এগুলি করাটা বাধ্যতামূলক না। পুরুষদের উচিত– তাদের স্ত্রীদের ঘরের কাজের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, গৃহাস্থলীর কাজ সম্পাদন করতে অস্বীকার করলে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা বা শাস্তি দেওয়ার কোনও অধিকার একজন পুরুষের নেই।

ইসলাম কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে তার স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দেয় যেখানে তার অধিকার লঙ্ঘিত হয়–

১. একজন পুরুষকে ইসলামিকভাবে এবং আইনতভাবে তার স্ত্রীর কাছ থেকে যৌন তৃপ্তি- সন্তুষ্টি পেতে এবং এই সম্পর্ক থেকে সমস্ত প্রকার উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বামীর যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা স্ত্রীর কর্তব্য। যদি কোনো মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে অস্বীকার করে তবে স্বামীর প্রথমে তাকে সুশৃঙ্খলভাবে রাজি করানো উচিত। তবে কোনো পুরুষ যদি মনে করে যে– তার স্ত্রী তাকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করছে এবং যদি সে পরিস্থিতি সহ্য করতে না পারে তবে নির্ধারিত পর্যায়গুলি পর্যবেক্ষণ করে তাকে শাস্তি দিতে পারে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

Scanned by CamScanner

> অর্থ : "এবং যাদের বিষয়ে তুমি আশঙ্কা করো তাদেরকে উপদেশ দাও এবং তাদেরকে নির্জন জায়গায় ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে মারধর কর; তবে যদি তারা তোমার কথা মেনে চলে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসরণ করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী।"[১৪]

সুতরাং! কুরআন তার স্ত্রীর যৌন আকাঙ্খা সম্পর্কিত কোনো মহিলার সাথে অযৌক্তিক আচরণের ক্ষেত্রে শাস্তির চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে স্ত্রীকে মারধর করার অনুমতি দেয়। প্রথম পর্যায়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে- পুরুষটিকে তার বিছানা আলাদা করতে হবে বা তার বিপরীত দিকে ফেরা উচিত এবং এইভাবে তার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে– যদি ইতিবাচক কিছু না ঘটে এবং এখনো মহিলা তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকে মারধরের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে- একজন পুরুষের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার এবং নিপীড়ন করার অনুমতি নেই।

পুরুষদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়-

ক. স্ত্রীর শারীরিক শাস্তির লক্ষ্য শিক্ষার উপায় হওয়া উচিত- প্রতিশোধ গ্রহণের নয়;

খ. হাত দিয়ে বা হালকা কিছু ব্যবহার করে আঘাত করা উচিত;

গ. ত্বকের বর্ণকে (নীল বা লাল) পরিবর্তনের জন্য যে পরিমাণ আঘাত করা যায় তা অনুমোদিত নয় এবং জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া দণ্ডনীয়;

ঘ. শরীরের সংবেদনশীল অংশ; যেমন চোখ, মাথা, পেট ইত্যাদি অংশে মারার অনুমতি নেই;

[১৪] সুরা নিসা : ৩৪

Scanned by CamScanner

ঙ. শারীরিক শাস্তি এতটা কঠোর হওয়া উচিত নয়; যতটা দম্পতির মধ্যে ঘৃণা ও খারাপ ধারণা তৈরি করতে পারে, এতে করে স্ত্রী অবাধ্যতার দিকে চালিত হয়;

চ. একজন ব্যক্তির (যিনি এই পদ্ধতিতে স্ত্রীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন) মনে রাখতে হবে যে; তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথেই বেঁচে থাকবেন এবং পারিবারিক ভালবাসা যেনো ধ্বংস না হয়;

ছ. কোনো ব্যক্তির যদি তার ইচ্ছার সাথে সম্মতি না রাখার বৈধ কারণ থাকে; তবে তার স্ত্রীকে আঘাত করার অনুমতি নেই।[১৫]

উদাহরণস্বরূপ– যদি সে ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকে, রমজান মাসে রোজা রাখা, ইহরাম (হজযাত্রার জন্য পোশাক)অবস্থায় থাকে, বা অসুস্থ হয়। এগুলি গ্রহণযোগ্য কারণ এবং এই সময়ে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার ইচ্ছা মেনে চলার জন্য শাস্তি দিতে পারেনা।

একজন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি পাওয়ার পরেই বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন। অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে যাওয়া আইনত অনুমোদিত নয় এবং এটি পাপ কাজ।

এটি স্বামীর অধিকার; যেন তাদের স্ত্রী তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। তবে এই ক্ষেত্রে পুরুষদের স্ত্রীর সাথে খুব বেশি কঠোর হওয়া উচিত নয়। তাদের পক্ষে যখনই সম্ভব প্রয়োজনে তাদের স্ত্রীদের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত। পুরুষদের এই অধিকার বলতে তাদের শক্তি প্রদর্শন বা তাদের স্ত্রীদের উপর চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা বোঝানো নয়, বরং মহিলাদের অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনুপযুক্ত স্থানে যেতে বাধা দেওয়ার উপায়। খুব কঠোর হওয়া কখনো কার্যকর

[১৫] ইমদাদুল ফতোয়া : ৩/১২০।

Scanned by CamScanner

সমাধান নয়। এতে করে পারিবারিক সম্পর্কের উপর প্রভাব পড়তে পারে, এমনকি কোনো মহিলাকে অবাধ্যতা ও অন্যায় পথের দিকে চালিত করতে পারে। একজন পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে অশালীন -অনুপযুক্ত জায়গা এবং সমাবেশে যেতে বাধা দিতে হবে। মহিলাদের স্বামীদের আনুগত্য করা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। অবাধ্য মহিলাকে তার স্বামী শাস্তি দিতে পারেন। এখানে আবার শাস্তি পর্যায়ক্রমে চালানো উচিত। তবে কোনো মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নির্দিষ্ট কাজে বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন এবং পুরুষদের এ ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রীদের বাধ্য করার অনুমতি দেওয়া হয় না–

ক. ধর্মের প্রয়োজনীয় আদেশগুলি শেখার জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়া।

খ. হজের জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময়; (মাহরাম সাথে থাকবে) যখন সে হজ করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক উপায় এবং ক্ষমতা রাখে।

গ. ঋণ/দেনা শোধ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। শর্ত থাকে যে– ঋণ/দেনা পরিশোধের জন্য বাইরে যাওয়া ছাড়া পরিশোধ করার উপায় না থাকা।[১৬]

❋ ❋ ❋

[১৬] ইমদাদুল ফতোয়া : ৪/১২০।

Scanned by CamScanner

সন্দেহপ্রবণ পুরুষ

পুরুষদের উচিত– তাদের স্ত্রী'র প্রতি সচেতন হওয়া। তবে তা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। কিছু কিছু পুরুষ আছেন; খুব সন্দেহপ্রবণ এবং তারা তাদের স্ত্রীদের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করেন; যা একটি পরিবারের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক এবং পরিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে।

যে ব্যাক্তি এমন সন্দেহপ্রবণ সমস্যায় ভুগছেন, সে ব্যক্তি ক্রমাগত তার স্ত্রীর উপর দোষ চাপান। তিনি তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সর্বত্র তাকে অনুসরণ করেন। তিনি তার স্ত্রীর প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহ করেন এবং সে সন্দেহ শক্ত করার জন্য একটি সমর্থনযোগ্য প্রমাণও খুঁজে নেন; মূলত তার সন্দেহপ্রবন চিন্তা থেকে।

যদি সে ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতে দেখেন বা তার ব্যবহৃত জিনিসগুলোর মধ্যে কোনো পুরুষের ছবি খুঁজে পান বা তার ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ভাইবার বা হোয়াটসঅ্যাপে কোনো পুরুষের এসএমএস খুঁজে পান বা কোনো লোককে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেন, তবে তিনি তার স্ত্রীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্থ হন। তার স্ত্রী যদি কোনো ম্যাসেজ ডিলিট করেন, তবে তিনি ভাবেন যে এটি একটি প্রেম-আলাপ ছিল।

Scanned by CamScanner

যদি তার স্ত্রী আগের চেয়ে তার প্রতি কম ভালোবাসা প্রকাশ করে, তবে স্বামী তার আন্তরিকতায় ও ভালোবাসায় সন্দেহ করে। স্বামী এমনও সন্দেহ করতে পারে যে– যেহেতু তার সন্তান তার মতো দেখতে হয়নি, তাহলে তার স্ত্রী হয়তো ব্যভিচার করেছে।

এই জাতীয় সমস্ত উদাহরণ একজন সন্দেহপ্রবন স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রমাণক হিসাবে সন্দেহ হতে পারে।

পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায়– যদি কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু তার সন্দেহের সাথে একমত পোষণ করে। পরিবারের যারা এই অসুস্থতায় আক্রান্ত, তারা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। লোকটি বাড়ির চারদিকে গোয়েন্দার মতো কাজ করে এবং তার স্ত্রীও মনে করতে পারে যে তাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। তারা উভয়ই মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ফলশ্রুতিতে তাদের বৈবাহিক জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে। তারা বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্তও যেতে পারে এমনকি হত্যার আশ্রয়ও নিতে পারে। এমন সন্দেহের ভিত্তিতে আত্মহত্যা ও নরহত্যার মতো অনেক ঘটনা ঘটেছে।

এরকম পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। জ্ঞান এবং সামঝোতার মাধ্যমে তারা এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে পারে। কারণ সেই সমস্যাটি তাদের বিবাহিত জীবনকে এবং নিজেদের জীবনকেও হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। তাদেরকে কেবল সম্ভাব্য বিপদগুলো থেকে সতর্ক থাকা এবং সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠার জন্য স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

> অর্থ : "আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি

Scanned by CamScanner

তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[১৭]

একজন মানুষের উচিত তার চরম হিংসা পরিহার করা এবং তাকে অবশ্যই যৌক্তিকভাবে চিন্তা ও কাজ করতে হবে। তাকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে– তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে দোষী সাব্যস্ত করা মোটেও একটি তুচ্ছ বিষয় নয় এবং এই জাতীয় অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

> অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোনো কোনো বিষয়ে অধিক ধারণা করা পাপ।"[১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "অনুমান করা সম্পর্কে তোমরা সাবধান হও। কারণ অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না, অসাক্ষাতে দোষ-চর্চা করো না, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা, সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।"[১৯]

আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করবে। আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি টা বেত্রাঘাত করো,

---

[১৭] সুরা আর রূম : ২১।
[১৮] সুরা হুজুরাত : ১২।
[১৯] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৬৬ ।

Scanned by CamScanner

> যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোনো কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।[২০]

যতক্ষণ পর্যন্ত না উপযুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে কোনো মহিলার ব্যভিচারিতা বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো পুরুষ তার প্রতি দোষারোপ করার অধিকার রাখে না। অন্যথায় তার পাপের জন্য এবং ইসলামের শাস্তির বিধান অনুযায়ী তাকে আশিটা বেত্রাঘাত করে শাস্তি দেয়া হবে।

একান্তই নিজের কল্পনার ভিত্তিতে নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা প্রমাণকগুলি কোনো কিছুর ইঙ্গিত দেয় না। তেমনি মোবাইলে রাখা ছবিগুলোও উপযুক্ত প্রমাণক হতে পারে না। যদিও এই জাতীয় জিনিসগুলো রাখা ঠিক নয়, তবে বেশিরভাগ যুবকরাই এই ভুলটি করে থাকে। এটি উদ্বিগ্ন হওয়ার তেমন কোনো বিষয় নয়।

কোনো মহিলাকে যদি অপরিচিত কোনো ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতে দেখা যায় (যদিও তিনি তা করা ঠিক করেননি) তবে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণক হিসাবে তার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। এর কারণ হলো– মহিলাটি হয়তোবা এটি ভাবছেন যে– সেই লোকটির প্রতি মনোযোগ না দেওয়াটা অভদ্রতা দেখায়। কারণ; সে হয়তো অপরিচিত কেউ না হয়ে তার পিতার বন্ধু বা আত্মীয়দের মধ্যে কেউ হতে পারে।

কোনো মহিলা যদি কোনো পুরুষের প্রশংসাও করে তার সহজ সরল আচরণের জন্য যদিও এটি উচিত নয় তবুও এটি তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক হতে পারে না।

---

[২০] ইবনে কাসির, খ. ৪ পৃষ্ঠা : ১২৩।

Scanned by CamScanner

কোনো মহিলা যদি তার সম্পর্কের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে বা তার ম্যাসেজগুলি লুকিয়ে রাখে; তবে এটির পক্ষে মহিলার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে বা তার স্বামীর ভিত্তিহীন অভিযোগকে সে ভয় পেতে পারে।

যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর কথায় নীরব হয়ে থাকেন তবে এটি হতে পারে যে– তিনি তার স্বামীর উপর বিরক্ত বা তিনি অসুস্থ বা তিনি অন্য কোনো সমস্যা ফেস করছেন।

সংক্ষেপে– একজন ব্যক্তির দৃষ্টিতে এবং সমস্ত পরিস্থিতির ভিত্তিতে সে যদি তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে ইঙ্গিত করে এবং তার প্রমাণস্বরূপ সে যদি দশটি কারণও খুঁজে বের করে, তবুও তার ফলাফল ভুল হতে পারে। হতে পারে এগুলো পরিত্যক্ত ও ভিত্তিহীন কারণ অনেকক্ষেত্রেই তার এসব কাজ মূলত সন্দেহের উপরেই দন্ডায়মান।

প্রিয় জনাব!

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও সন্দেহপ্রবণ হওয়া বন্ধ করুন। নিজেকে ন্যায্য বিচারক হিসেবে বিবেচনা করুন এবং যুক্তি দিয়ে সমস্যাটি দেখুন। আপনার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতক হওয়ার সম্ভাবনার মাত্রাটি পরিমাপ করুন এবং সেটি সুনির্দিষ্ট নাকি কেবল সন্দেহ তা আবিষ্কার করুন! আমি বলছি না যে– আপনার উদাসীন বা গাফিল হওয়া উচিত তবে আপনার কাছে যে পরিমাণ প্রমাণক রয়েছে তার ভিত্তিতে আপনার কাজ করা উচিত; এর বেশী কিছু নয়। কেনো আপনি ভিত্তিহীন সন্দেহকে অতিরঞ্জিত করে আপনার সমস্যা বাড়াবেন এবং আপনার নিজের এবং পরিবারের জীবন কঠিন করে তুলবেন?

কেউ যদি আপনাকে একইভাবে অভিযুক্ত করে তবে আপনি কেমন অনুভব করবেন? আপনি কেন ন্যায়-বিরুদ্ধ হয়ে ভাবেন? আপনি কেনো আপনাকে এবং নিজের স্ত্রীকে অসম্মান করবেন? আপনি কেন

Scanned by CamScanner

আপনার স্ত্রীর প্রতি দয়া করতে পারবেন না? আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, আপনার অবিশ্বাস এবং মিথ্যা অভিযোগের ফলে আপনার স্ত্রী সঠিক পথ থেকে সরে যেতে পারে?

আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে কোনো বিষয়ে সন্দেহ করে থাকেন তবে সেটি যার তার সাথে আলোচনা করবেন না; কারণ– তারা আপনার সন্দেহকে সত্যি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে। হতে পারে তা আপনার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন মনোভাব রেখে বা আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে বা আপনার অসাবধানতার কারণে। এমনকি তারা আপনার সন্দেহকে আরও দৃঢ় করে তুলতে পারে এবং তারা আপনার বর্তমান দুনিয়াবি জীবনকে অসুখী করে তুলতে পারে যা আপনার পরকালের জীবনকেও প্রভাবিত করবে।

বিশেষ করে– আপনার প্রতিবেশীকে এই বিষয়ে অবহিত করা উচিত নয় কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে আপনার সাথে একমত পোষণ করবেন এবং এতে করে আপনার সন্দেহ আরো বেড়ে যাবে। প্রয়োজনে আপনাকে অবশ্যই জ্ঞানী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে। তবে সর্বোত্তম পন্থা হলো, আপনার স্ত্রীর সাথে এই বিষয়ে সরাসরি কথা বলা এবং তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া।

তবে তার অপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি আপনাকে যা বলতে চায় শুনুন এবং একজন ন্যায়-বিচারকের মতো সিদ্ধান্ত নিন, আপনাকে হতে হবে যেকোনো প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত। কমপক্ষে তাকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন।

আপনি কেনো তার প্রতি নির্দয় আচরণ করবেন এবং তাকে একজন অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করবেন? জ্ঞানী এবং ধৈর্যশীল হোন, কেন আপনি তার সাথে ভিত্তিহীন কারণে বিবাহবিচ্ছেদ করে বসবেন?

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন–

> অর্থ : "তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ।"[২১]

ধরা যাক– আপনি বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ভোগান্তি সহ্য করছেন; তবে পরবর্তী স্ত্রী সম্পর্কে আপনি কতটা নিশ্চিত? আপনি তখনও সন্দেহপ্রবণই থাকবেন। আপনার স্ত্রীর দোষ কী? যেখানে আপনি নিজেই গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন? বুদ্ধিমান হোন এবং নিজের সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রীকে আত্মহত্যা বা হত্যার প্রশ্রয় না দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকুন কারণ– আপনি এভাবে দুনিয়াতে আপনার জীবনকে নষ্ট করবেন এবং বদৌলতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে পরকালে শাস্তি দিবেন।

আপনার অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে– রক্ত ছিটিয়ে রাখলে তা একদিন প্রকাশিত হবেই। আপনি অপরাধি হলে বা কাউকে হত্যা করলে হয় আপনার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবে– না হয় আপনি সারাজীবন কারাগারে কাটাবেন। আপনি যদি এই বিষয়টির সাথে একমত না হোন তবে কেবল আসামির পরিসংখ্যানটা একবার দেখুন। সন্দেহজনক পুরুষের স্ত্রীরও পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয় ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসবক্ষেত্রে স্ত্রীদের এমন কঠিন পরিস্থিতিতে অনেক রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং তাদের দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন –

> অর্থ : "তবে সৎকর্মশীলা নারী বা সাধ্বী রমণী তাঁরা, যাঁরা অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাঁরা তা সংরক্ষণ করেন, যা আল্লাহ হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন।"[২২]

---

[২১] সুরা বাকারা : ১৮৭।

[২২] সুরা নিসা : ৩৪।

Scanned by CamScanner

প্রিয় বোনেরা!

প্রথমত আপনার স্বামী একটি বিপজ্জনক অসুস্থতায় আক্রান্ত এবং তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন যা আপনার পরিবারকে বিপদে ফেলতে পারে। যতটা সম্ভব তার প্রতি আপনার ভালবাসা প্রকাশ করুন। তাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি আপনার জীবনের একমাত্র মানুষ। তার উপর ধৈর্য্য ধারণ করুন, তার উপর চিৎকার চ্যাচামেচি করবেন না, তার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করবেন না এবং তার প্রতি অনড় হবেন না।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

> অর্থ : "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা করো।"[২৩]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র আরো ইরশাদ করেন–

> অর্থ : "অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।"[২৪]

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

> অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২৫]

আপনি যদি মনে করেন যে– তিনি আপনার মোবাইলের ম্যাসেজগুলো নিরীক্ষণ করছেন বা আপনার আগমন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, প্রতিবাদ করবেন না। তাকে প্রতিটি কথা বলুন এবং সত্যটাই বলুন।

---

[২৩] সূরা আলে ইমরান : ২০০।
[২৪] সূরা শুরা : ৪৩।
[২৫] সূরা বাকারাহ : ১৫৫।

Scanned by CamScanner

যে ঘটনাই ঘটেছে– তাই-ই তাকে বর্ণনা করুন। যদি তিনি কখনো জানতে পারেন যে– আপনি কোনো বিষয়ে তাকে মিথ্যা কথা বলেছেন, তবে তিনি সেটিকেই আপনার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণক হিসেবে বিবেচনা করবেন, যার ক্ষতি সহজেই শোধরানো যাবে না।

আপনার সন্দেহপ্রবণ স্বামী যদি কখনো আপনাকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন বা কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে বলেন; তবে তার কথাটি মান্য করুন। নইলে আপনার প্রতি তার সন্দেহের বীজ আরো দৃঢ় হবে। সংক্ষেপে– এমন সমস্ত কর্ম এড়িয়ে চলুন; যা আপনার স্বামীকে আপনার উপর সন্দেহপ্রবণ করে তোলে।

আপনার স্বামী যদি কারো প্রতি বৈরিভাব দেখায় বা বিদ্বেষ পোষণ করে তবে আপনার উচিত সেই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ পুরোপুরি ছিন্ন করা।

হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : "'আমি যদি কাউকে অন্য লোকের প্রতি সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সেজদা করার নির্দেশ দিতাম।"[২৬]

প্রিয় বোন! অন্যের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষার চেয়ে আপনার পরিবারকে একত্রে রাখাই আপনার জন্য উত্তম। আপনি নিজেকে স্বামীর শৃঙ্খলের একজন দাস ভাববেন না; আপনাকে এটি বুঝতে হবে যে– আপনি একজন অসুস্থ লোকের স্ত্রী। মনে রাখবেন! আপনি যখন আপনার স্বামীর সাথে বৈবাহিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন; তখন আপনি জীবনের সমস্ত আনন্দময় এবং দুঃখের সময়গুলি একসাথে ভাগাভাগি

---

[২৬] সুনানে তিরমিজ, হাদিস নং : ১১৫৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৮৫৩।

Scanned by CamScanner

করে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অসুস্থতায় ভুগছেন এমন স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা কি আপনার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? অপরিণত চিন্তা ছেড়ে দিন এবং দূরদর্শী হোন। আল্লাহর কসম! আপনি আপনার পরিবারের জন্য যতটা ত্যাগ স্বীকার করবেন; আপনি আল্লাহর কাছে ততই মূল্যবান একজন বান্দী হিসেবে গণ্য হবেন। একজন উত্তম স্ত্রী হলো তিনি, যিনি সকল কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে লড়াই করে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : "সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ভোগ্য বস্তুর মধ্যে সর্বোত্তম হলো পূণ্যবতী স্ত্রী।"[২৭]

হুসাইন ইবনে মুহসিন রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোনো প্রয়োজনে এসেছিলেন। তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আপনি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, জ্বী–হাঁ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

> অর্থ : "আপনি স্বামীর সাথে কেমন আচরণ করে থাকেন? তিনি বললেন– আমি একেবারে অপারগ না হলে তার সেবা ও আনুগত্যে ত্রুটি করি না। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– স্বামীর সাথে আপনার আচরণ কেমন তা ভেবে দেখুন। কারণ স্বামীই আপনার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।"[২৮]

নারীর উচিত হলো তার স্বামীর বিদ্বেষমূলক কাজ এবং উদ্দীপনা সম্পর্কিত কাজের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। এমন কিছু করবেন না যা

---

[২৭] সুনানে নাসায়ি হাদিস নং : ৩২৩২।

[২৮] মুসনাদে আহমদ হাদিস নং : ৩২১২।

Scanned by CamScanner

আপনার স্বামীকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলবে। অন্য পুরুষদের দিকে তাকাবেন না।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : "সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ভোগ্য বস্তুর মধ্যে সর্বোত্তম হলো পূণ্যবতী স্ত্রী।"[২৯]

২৭ বছর বয়সী এক মহিলা একবার আদালতে বলেছিলেন–

সময়টা ছিলো ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। বরফে ঢাকা এক শীতের সকাল। আমি একটি গাড়িতে উঠেছিলাম; যা ছিলো আমার বন্ধুর মামার। তিনি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন– আমাকে লিফট দিয়ে বাড়ি পৌছে দিবেন। আমি তার প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং গাড়িতে উঠলাম। আমরা যখন বাড়িতে পৌছলাম; আমার স্বামী বাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি চাইনি আমার স্বামী আমাকে অন্য একজনের গাড়িতে দেখুক। তাই আমি আমার বন্ধুর চাচাকে গাড়ি চালিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললাম এবং সে চলে গেলো। আমার স্বামী সেই ব্যাক্তির গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখেছিলেন এবং সে সম্পর্কে পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু আমি সবকিছু অস্বীকার করেছি। তিনি এতে আরো সন্দেহপ্রবণ হয়েছিলেন এবং এই সমস্যাটি এমন এক পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো যে– আমার স্বামী আমার বন্ধুর সাক্ষীর উপরও বিশ্বাস করেননি। এখন আট বছর হয়ে গেছে; আমার স্বামী আমার সাথে থাকেননি এবং আমার সাথে বিবাহবিচ্ছেদও করেননি। আমি কী করবো তা আমি জানি না!

আপনি এই গল্পটিতে কাকে দোষী বলে মনে করেন?

প্রথমত– আমি বলবো যে– মহিলাটিই তার স্বামীর চাইতে বেশি দোষী। তিনিই অবহেলা করে; কোনো ভবিষ্যত চিন্তা না করে নিজেকে

---

[২৯] সুনানে নাসায়ি হাদিস নং : ৩২৩২।

Scanned by CamScanner

এবং তার স্বামীকে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিলেন। মহিলাটির উচিত ছিলো কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে লিফট গ্রহণ না করা কারণ এই কাজটি কোনো মহিলার দ্বারা মোটেও শোভনীয় দেখায়না। এটি সঠিক নয় এবং একইসাথে বিপজ্জনকও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত– তার স্বামীকে দেখে তার উপরোক্ত আচরণ করা উচিত হয়নি। তার গাড়ি থামানো উচিত ছিল এবং তার স্বামীকে সবকিছু বুঝিয়ে বলা উচিত ছিলো।

তৃতীয়ত– তার ভুল ছিল চালককে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে বলা।

চতুর্থত– স্বামীর কাছে এই ব্যাপারটি তার অস্বীকার করা উচিত হয়নি। তিনি শেষ পর্যায়ে গিয়েও তার স্বামীর কাছে ঘটনাটি খুলে বলতে পারতেন যা তাদের সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারতো।

অবশ্য লোকটির সিদ্ধান্তও সঠিক ছিলো না। তাকে অবশ্যই এই ঘটনাটিকে তার স্ত্রীর অপরাধবোধের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হয়নি। তাকে অবশ্যই এই সম্ভাবনাটি বিবেচনা করা উচিত ছিলো যে– তার স্ত্রী হয়তোবা এক প্রকার বাধ্য হয়ে, ভদ্রতার খাতিরে অচেনা সেই ব্যক্তির গাড়িতে উঠে পড়েছিল এবং তারপর হয়তোবা তার স্বামীর ভয়ে চালককে থামতে বলেনি এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তাকে অবশ্যই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত এবং সে যদি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তার স্ত্রী দোষী নয়- তাহলে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "কোনো বিশ্বাসী স্বামী কোনো বিশ্বাসী স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। তার একটি দোষ পেলে, অন্য গুণের কারণে তাকে

Scanned by CamScanner

ভালোবাসবে।"[৩০]

আল্লাহর তাআলা বলেছেন–

> অর্থ : "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[৩১]

হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : স্ত্রীগণকে সৎ উপদেশ প্রদান করবে, কেননা পাজরের হাড় দ্বারা তার সৃষ্টি। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে উপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বক্র। যদি একে সরল করতে চাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে, যদি ছেড়ে দাও, তবে ইহা আরও বক্র হবে। সুতরাং স্ত্রীগণকে উপদেশ দিতে থাকো।"[৩২]

❋ ❋ ❋

[৩০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২২৩২।
[৩১] সুরা আল বাকারা : ১৮৭।
[৩২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ২১২।

Scanned by CamScanner

অবিশ্বস্ত নারী

একবার যখন কোনো মহিলা তথ্য প্রমাণ দ্বারা ব্যভিচারী সাব্যস্ত হয়, তখন তার স্বামী খুব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। একদিকে তার মান-সম্মান নষ্ট হয়; অন্যদিকে এ জাতীয় অপমান সহ্য করা কারও জন্যই সহজ নয়। সে এমন এক ফাঁদে পড়ে যায়– যার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এ পরিস্থিতিতে মুক্তি পেতে একজন লোক যে পথগুলো বেছে নিতে পারে–

১. এক হতে পারে– সে তার সম্মান রক্ষার্থে ও পরিবারের স্বার্থে ব্যাপারটি চেপে যেতে পারে। কিন্তু তাকে এই ঘটনাটি মেনে নিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে। অবশ্যই একজন সম্মানিত পুরুষের জন্য এই পথ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা– তার জন্য একজন ব্যভিচারী স্ত্রী এবং একটি সম্ভাব্য অবৈধ সন্তানকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আবেগ একজন পুরুষের এতোটাই প্রশংসনীয় গুণ যে, এটা ব্যতীত সে আল্লাহর নেয়ামত উপভোগ করতে পারে না। তবে কতই অসম্মানজনক ও লজ্জাজনক জীবন ঐ পুরুষের যে তার স্ত্রীর অবাধ্যতার ব্যাপারে উদাসীন!

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : "জেনে রাখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ নিজ অধীনস্থের বিষয়ে তোমাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর দেশের শাসক জনগণের উপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল। অতএব, সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের উপর দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল। সেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৩]

প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

> অর্থ : "তিন ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করেছেন- নেশাদার দ্রব্যে আসক্ত ব্যক্তি, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, এবং দাইয়ুস।"[৩৪]

দাইয়ুস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "ঐ ব্যক্তিকে দাইয়ুস বলা হয় যে তার পরিবারের অশ্লীলতা ও কুকর্মকে মেনে নেয়।"[৩৫]

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-কন্যা সহ পরিবারের অধীনস্ত অন্য সদস্যদের বেপর্দা চলাফেরা ও অশ্লীল কাজকর্ম বা ব্যভিচারকে

---

[৩৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮২৯।
[৩৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ৫৮৩৯।
[৩৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ৩২৪৩।

Scanned by CamScanner

স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে অথবা কোনোরূপ বাধা না দিয়ে মৌনতা অবলম্বন করে।

যে তার নিজ পরিবারে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে শিথিলতা প্রদর্শন করে, স্ত্রী-কন্যাদেরকে পর্দার আদেশ করে না, পর্দাপালনে উৎসাহিতও করে না, ঘরে নিষিদ্ধ গান-বাদ্য দিব্যি চলে, এর কোনো প্রতিবাদ করে না; এ রকম সকল শরিয়াহবিরোধী অশ্লীলতাকে মেনে নেয়; সে ব্যক্তি দাইয়ুস।

এ ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

> অর্থ : "দাইয়ুস কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩৬]

২. সে তার স্ত্রী এবং যে লোক তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে তাদের উভয়কে প্রতিশোধের মাধ্যমে শাস্তি খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু এটি বিপদজনক কাজ এবং এর পরিণতি কখনও ভালো হয় না। কারণ– হত্যাকারী কখনও চিরদিনের জন্য লুকিয়ে থাকতে পারে না। একজন হত্যাকারীকে শেষমেশ খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হয়। আদালতে স্ত্রীর অসাধুতা প্রমাণ করা তার জন্য সহজ হবে না। সুতরাং তার কারাগার থেকে মুক্তির সম্ভাবনা খুবই কম। এমনকি তার মৃত্যুদন্ডও হতে পারে। এতে করে সে তার নিজের জীবনও হারাবে এবং সন্তানেরাও পথভ্রষ্ট হবে। সুতরাং, শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হতে হবে এবং ক্রোধ দমন করতে হবে, যতক্ষণ না সে এই সমস্যার একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাচ্ছে।

---

[৩৬] সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং : ২৫৬২।

Scanned by CamScanner

৩. সে তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং এই লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। এটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেননা– একেতো সে নিজেকে নিজে হত্যা করলো– যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বড় পাপ এবং আত্মহত্যাকারীকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন। অন্যদিকে সে নিজেকে নিজের জীবন থেকে বঞ্চিত করেছে। এটি কেমন যুক্তি যা নিজেকে অন্যের অপরাধের প্রতিশোধের জন্য আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে! সে যেমন পরকালে শাস্তি ভোগ করবে তেমনি তার স্ত্রীকে আরও পাপকাজ করার সুযোগ করে দিবে।

৪. সে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এটিই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এটা ঠিক যে– বিবাহবিচ্ছেদ পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর কারণে তাকে ও তার সন্তানদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই। তাকে তালাক দেওয়া উচিৎ এবং বাচ্চাদের তার স্ত্রীর কাছে না রাখাই উত্তম। কেননা– এমন একজন অসতী নারীর কাছে তার সন্তানদের রেখে দেওয়া ঠিক হবে না। যদিও, সন্তান লালনপালন করা কোনো পুরুষের পক্ষে সহজ কাজ নয়, কিন্তু তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে– আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাকে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সাহায্য করবেন।

Scanned by CamScanner

অন্য নারীর কাছে যাবেন না

একজন পুরুষকে অবশ্যই তার জন্য একজন উপযুক্ত নারী খুঁজে নিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। তাকে অবশ্যই যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী খুঁজতে হবে। তবে বিয়ের পর অবশ্যই তার অন্য মহিলার কাছে যাওয়া উচিৎ নয়। এমনকি তার নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মহিলার কথা চিন্তা করাও উচিৎ না। তাকে বুঝতে হবে যে, একটি মেয়ে তার পরিবার ছেড়ে তার সাথে থাকছে এবং তার পক্ষে তার ছেলেমানুষী ইচ্ছাগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। নতুন পরিবারের সবাইকে একত্রিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাড়িতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। একটি লোক যদি সুখী থাকতে চায়; তাহলে বিয়ের পর অবশ্যই তাকে নির্লজ্জ চিন্তাভাবনা ত্যাগ করতে হবে এবং নতুন জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অন্য মহিলার সাথে হাসি-ঠাট্টা করা বা তাদের কারো প্রতি আসক্তি প্রকাশ করা চরম বোকামি। একজন পুরুষ কখনও অন্য পুরুষের সাথে তার স্ত্রীর হাসি-তামাশা করা পছন্দ করবে না, তেমনিভাবে একজন মহিলাও অন্য মহিলাদের প্রতি তার স্বামীর এই ধরনের আচরণ পছন্দ করবে না। কোনো মহিলা তার স্বামীকে অন্য কারো সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়বে ও কষ্ট পাবে। সে সংসার ও পরিবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অনুরূপ কাজ করতে পারে বা তালাক চাইতে পারে।

Scanned by CamScanner

এক নারী তার স্বামী সম্পর্কে আদালতে অভিযোগ করেছিলো যে–

"তার বিয়ে হয়েছে তেত্রিশ বছর বয়সে, তার স্বামী সব সময়ই অন্য মহিলাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করতে অভ্যস্ত ছিলো।"

আরেক নারী আদালতে অভিযোগ করেন যে–

"তার স্বামী সবসময়ই স্ত্রীর বান্ধবীদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই সে তার বান্ধবীদের তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে পারে না, কারণ তারা ভাবে যে– তাদের বান্ধবীর স্বামীও তাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে যা স্ত্রীকে বিব্রত করবে।"

একজন বিবাহিত পুরুষের জন্য অন্য মহিলার দিকে নজর দেওয়া ঠিক নয়। অন্য মহিলাদের প্রতি কামাতুর দৃষ্টিতে নজর দেওয়া পরিবারের মধ্যে অশান্তি, অস্থিরতার ও উদাসীনতা সৃষ্টি করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

অর্থ : "মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[৩৭]

কুদৃষ্টি হচ্ছে শয়তান দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি বিষাক্ত তীর। একসময় এই দৃষ্টি কষ্ট ও অনুতাপের কারণ হয়ে উঠবে'।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা প্রেমের অভিনয় করাকে একটি মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যে চোখ এ ধরনের বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত তা কখনও শান্তি পায় না। এ ধরনের দৃষ্টি মানুষকে অনেক পাপের পথে

---

[৩৭] সূরা নূর : ৩০

Scanned by CamScanner

পরিচালিত করে; যুবকদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। চোখ যা দেখেনা– হৃদয় তার প্রতি আসক্ত হয় না। প্রথমদিকে মানুষ নিষিদ্ধ দৃষ্টির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক থাকলেও পরবর্তীতে সে সব ভুলে গিয়ে যা দেখে তা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ঘন ঘন (নিষিদ্ধ) দৃষ্টি অন্তরে কামনার সৃষ্টি করে, এবং তা দৃষ্টিনিক্ষেপকারীর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। কামদৃষ্টির ক্ষতির কারণে ইসলাম এটিকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। একজন পুরুষের যদি হঠাৎ রাস্তায় বা অন্য কোথাও কোনো মহিলার দিকে দৃষ্টি যায়; তাহলে সে সাথে সাথে অন্য কোথাও দৃষ্টি সরিয়ে ফেলবে বা চোখ বন্ধ করে ফেলবে। সে মহিলাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না। প্রথমদিকে– কঠিন মনে হলেও সামান্য অনুশীলন করলেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে যে– নিষিদ্ধ দৃষ্টি পরিহার করা মানুষকে অনেক পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। যেমন– খুন, অপরাধ, আত্মহত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ, স্নায়ুবৈকল্য, মানসিক ব্যধি, দুর্বলতা, অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি, ইত্যাদিসহ সম্ভাব্য আরও অনেক ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে।

আমরা জানি যে– যুবকরা এই বয়সে অনেক ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে অশ্লীল দৃষ্টি থেকে চোখ ফেরানো সহজ নয়, কিন্তু তাকে চোখ ফেরাতে হবে। যেই লোক অন্য মহিলাদের থেকে নিজের চোখকে হেফাজত করতে পারে– সে অনেক পাপকাজ থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এর ফলে সে পারিবারিক জীবন উপভোগ করতে পারবে এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে।

হে জনাব!

আপনি যদি বিবাহিত জীবনে সুখী হতে চান; তাহলে অন্য মহিলাদের দিকে নজর দিবেন না। স্ত্রীর সামনে অন্য নারীর প্রশংসা করবেন না। কখনো এভাবে বলবেন না যে, "আমি যদি অমুক মহিলাকে বিয়ে

Scanned by CamScanner

করতে পারতাম.....অনেক ভালো সুযোগ হাতছাড়া না করতাম..." এই ধরনের কথা আপনার স্ত্রীকে কষ্ট দিবে, ফলে সে আপনার প্রতি ও জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এমনকি সে একই কাজে লিপ্ত হতে পারে, একই ধরনের কথা বলতে পারে। দুর্ভাগ্য ঐ সকল পুরুষদের জন্য যারা ক্ষণিকের চাহিদার জন্য নিজের পবিত্র স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য মহিলাদের কাছে যায়। তারা কখনও পারিবারিক বন্ধন ও ভালোবাসা চিনেনি। এইসমস্ত পুরুষ পশুর মতো, যারা শুধু খাওয়া, ঘুম ও লালসা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। তারা মানবতা ও ভালোবাসা সম্পর্কে অজ্ঞ।

Scanned by CamScanner

কৃতজ্ঞ থাকুন

ঘরের কাজ কিছু পুরুষের কাছে সহজ মনে হলেও এটিকে কঠোর ও ক্লান্তিকর কাজ হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। এমনকি একজন গৃহিণী সারাদিন রাত কাজ করেও তার ঘরের কাজ শেষ করতে পারে না। রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া এবং ইস্ত্রি করা, থালাবাসন ধুয়ে গুছিয়ে রাখা, বিছানা ও আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখা, এবং সর্বোপরি বাচ্চাদের লালন-পালন করা, একদিন নয়, প্রতিদিন একই কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য। একজন পুরুষ ভাবতে পারে, তার স্ত্রী মাত্র তিনবেলা রান্না করতে গিয়ে বাকি কাজ করতে ভুলে যায়। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি একমাস ঘরে থেকে সংসারের কাজ করে তাহলেই সে স্ত্রীর কাজের চাপ বুঝতে পারবে। তখন সে তার স্ত্রীর প্রশংসা করতে শুরু করবে। একজন গৃহিণী ঘরের সমস্ত কাজ খুশিমনে করে থাকে, কিন্তু সে আশা করে তার স্বামী কাজের প্রশংসা করবে ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

হে জনাব!

> ঘরের কাজের জন্য আপনার স্ত্রীর প্রশংসা করতে দোষ কী! আপনি কেনো তার রান্না করা খাবারের প্রশংসা করেন না? আপনার সন্তানদের লালনপালনে তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে সমস্যা কোথায়? আপনি কী জানেন না যে– আপনার প্রশংসা তাকে উৎসাহিত ও মানসিকভাবে সতেজ করবে? আপনি যদি

Scanned by CamScanner

তার খাটুনির প্রতি উদাসীন থাকেন অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেন, তাহলে সে ঘরের কাজ-কর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বে এবং তখন আপনি তার সম্পর্কে অভিযোগ করতে শুরু করবেন। আপনার বোঝা উচিৎ– আপনি আপনার স্ত্রীর উদাসীনতার কারণ হতে পারেন। যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আপনার প্রতি একটি ছোট্ট অনুগ্রহ করে তবে আপনি তাকে বহুবার ধন্যবাদ দেন; তাহলে আপনার স্ত্রীর এতো অনুগ্রহেও আপনি কি তাকে একটিবারও ধন্যবাদ দিবেন না! এমনকি আপনি তার কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দিয়েও তাকে খুশি করতে পারবেন না?

২৯ বছর বয়সী এক গৃহিণী ফেসবুকে লিখেছেন যে–

"আমি একজন অকৃতজ্ঞ পুরুষকে বিয়ে করেছি; যে আমার ঘরের কাজে সাহায্য করাকে উপেক্ষা করে। আমি কাপড় ধুই, থালা-বাসন পরিষ্কার করি, ঘর গুছাই, পরিবারের সবার জন্য রান্না করি, তার জুতা পালিশ করি, তার কাপড় ইস্ত্রিসহ আরও অনেক কাজ করি, কিন্তু সে কখনও আমাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় না। যখনই আমি বাড়ির কাজের বিষয়ে তার সাথে কথা বলি; সে এড়িয়ে যায় এবং বলে যে– আমার তার সামনে এসব ব্যাপারে নিজের প্রশংসা করা উচিৎ না। তিনি আমার প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখেন; যেখানে তার সাফল্যের পেছনে আমার কঠোর পরিশ্রম রয়েছে।'

অনেক পুরুষ স্ত্রীর ঘরের কাজকে অবজ্ঞা করাকে পুরুষালি আচরণ মনে করে। তারা ভাবে– তারা যদি স্ত্রীর ঘরের কাজের প্রশংসা করে তাহলে মহিলারা খারাপ হয়ে যাবে। এমনকি তারা এ-ও মনে করে যে– স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের এই চিন্তাভাবনা ঠিক নয়। কেননা– মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে কোনো ভালো কাজের প্রশংসা করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

Scanned by CamScanner

করা প্রয়োজন। প্রশংসা একজন মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে, এবং এটা বিশেষ করে গৃহিণীদের জন্য সত্য, যারা প্রতিদিন একই ক্লান্তিকর কাজ দিনরাত করে যায়। এজন্যই ইসলাম কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে চরিত্রের একটি ভালো দিক হিসেবে বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রশংসা করে, আল্লাহর কেয়ামতের দিন তাকে বহু পুরষ্কারে ভূষিত করবেন'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে সম্মান করে এবং তার সাথে নম্রভাবে কথা বলে, আল্লাহ তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন এবং সে সর্বদা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে।"

❁ ❁ ❁

Scanned by CamScanner

বাড়িতেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন

সর্বত্র এবং সর্বদাই প্রত্যেকের নিজস্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত রাখা জরুরি। একজনকে অবশ্যই সবসময় তার শরীর এবং কাপড় পরিষ্কার রাখতে হবে। তাকে অবশ্যই নিয়মিত গোসল করতে হবে এবং নিয়মিত তার মুখ এবং হাত সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে। তাকে অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করতে হবে; চুল আঁচড়াতে হবে; চুল ছোট করে কেটে রাখতে হবে; পা ধুয়ে নিতে হবে এবং পরিষ্কার মোজা এবং অবশ্যই পরিষ্কার পোশাক পরিধান করতে হবে। ইসলাম পবিত্র ধর্ম এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়কে জোর তাগিদ করা হয়েছে।

আয়েশা রাযিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : "ইসলাম পরিচ্ছন্ন। সুতরাং তোমরা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো। নিশ্চয়ই জান্নাতে কেবল পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে।"[৩৮]

[৩৮] ফাইজুল কাদির, হাদিস নং : ৩০৬৫।

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "জুমার দিনে গোসল করা প্রতিটি বালেগ পুরুষের জন্যে আবশ্যক।"[৩৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। যখন কেউ তার ভাইদের সাথে সাক্ষাতে যায়, সে যেন নিজেকে পরিপাটি করে নেয়।"[৪০]

হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : "আল্লাহর জন্য প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য হলো (অন্তত) প্রতি সাত দিনের মাথায় তার মাথা ও শরীর ধৌত করা।"[৪১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।"[৪২]

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন লোককে দেখেছিলেন; যে দেখতে অপরিচ্ছন্ন, চুল উষ্কখুষ্ক এবং আকর্ষণশূন্য ছিলো। জাবের রাযিআল্লাহু আনহু বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের বাড়িতে এলেন। এক ব্যক্তির চুল উষ্কখুষ্ক দেখে বললেন–

---

[৩৯] সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৮৫৮।
[৪০] আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, হাদিস নং : ১৭৩।
[৪১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৭; মুসলিম, হাদিস নং : ৮৪৯।
[৪২] সূরা আল-বাকারা : ২২২।

Scanned by CamScanner

> অর্থ : "তার কি এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে তার চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি রাখতে পারে। আরেক ব্যক্তির কাপড় ময়লা দেখে বললেন– সে কি তার কাপড় পরিষ্কার রাখার মত কিছু পায় না?"[৪৩]

রাসূলু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : "যদি আমি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় মেসওয়াক করতে আদেশ দিতাম।"[৪৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : "মেসওয়াক মুখের জন্যে পবিত্রতা আর প্রভুর সন্তুষ্টির মাধ্যম।"[৪৫]

হযরত আলি রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন–

> *"আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর নিয়ামতের প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন।"*

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য কেবল মহিলাদের জন্যই নয়, পুরুষদেরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা এবং ভালো পোশাক পরিধান করা উচিত। কিছু কিছু পুরুষরা তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং কদাচিৎ একবার গোসল করে। তারা তাদের পোশাক সম্পর্কে সচেতন না। তাদের শরীরে দুর্গন্ধ হয় এবং কেউ তাদের সাথে মিশতে চায়না, দূরে সরে যায়।

---

[৪৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০৬২; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৪৮৫০।
[৪৪] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৮৭।
[৪৫] সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ৫।

Scanned by CamScanner

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "দশটি বিষয় 'ফিতরাত'র অন্তর্ভুক্ত: গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, চামড়ার ভাঁজের জায়গাগুলো ধোয়া, বগলের নিচের চুল তুলে ফেলা, নাভির নিচের চুল মুণ্ডানো, (মলমূত্র ত্যাগের পর) পানি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। বর্ণনাকারী বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত কুলি করা।"[৪৬]

বাস্তবে দেখা যায়– যে পুরুষরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্নবান এবং তাদের পোশাকের প্রতি গুরুত্ব দেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের ঘরের বাইরে থাকেন। তার এই পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা এবং সুন্দর পোশাক শুধু বাইরের লোকদের জন্য তার বাড়ির ভিতরে তার পরিবারের জন্য নয়। রাস্তায়, সমাবেশ ইত্যাদিতে তাদের খুব স্মার্ট দেখা যায় কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার সাথে সাথে পুরনো, জরাজীর্ণ পোশাক পরিধান করে নেয়। তারা খুব কমই তাদের পরিবারের জন্য সুন্দর এবং পরিপাটি হয়ে সাজেন।

অনেক পুরুষ আছেন যারা সকালে নাস্তা খাওয়ার আগে মুখ ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন না। তাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও তার দিকে তাকানোর জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেন না।

প্রিয় জনাব!

> আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে কোনো নোংরা এবং জঞ্জালযুক্ত পোশাক পরিধান করা অবস্থায় সহ্য করতে না পারেন এবং যদি তার কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর, পরিপাটি রূপ দেখতে প্রত্যাশা করেন, তবে আপনিও নিশ্চিত হন যে তিনিও আপনার

[৪৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭৫৭।

Scanned by CamScanner

কাছে থেকে একই প্রত্যাশা করেন। তিনিও একজন নোংরা, গন্ধযুক্ত এবং অপরিচ্ছন্ন স্বামীকে ঘৃনা করেন। তিনি আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্মার্ট দেখতে ভালোবাসেন।

আপনি যদি স্মার্টনেস এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আপনার স্ত্রীর প্রত্যাশাগুলি পূরণ করতে না পারেন তবে তিনি হয়তো অন্য পুরুষদের প্রতি নজর দিতে পারেন যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্মার্ট। এটিও ভাবতে পারেন যে, সে ব্যক্তি অন্য পৃথিবী থেকে এসেছে। আপনার স্ত্রী সেই অন্য ব্যক্তিটির সাথে আপনার তুলনা করবে এবং আপনার প্রতি আগ্রহ হারিয়েও ফেলতে পারে। সুতরাং, বাইরের সুন্দর এবং ফিটফাট হয়ে বের হওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করুন।

আপনার স্ত্রী অন্য পুরুষদের দিকে লক্ষ্য করবে না যদি আপনি নিজের স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। রাস্তার অপরিচিত লোকদের জন্য কেনো আপনি এতো ভালো করে, ফিটফাট হয়ে বের হবেন যেখানে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছেই আপনি অগোছালো হয়ে থাকছেন? কাজেই, পবিত্র ইসলাম ধর্মে পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীর জন্য নিজেকে সুশোভিত করার নির্দেশনা দিয়েছে।

Scanned by CamScanner

হাকিম ইবনে মুআবিয়াহ আল-কুশাইরি রাযিআল্লাহু আনহু'র পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> অর্থ : "একদা আমি বলি– "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, "আপনি যখন আহার করবেন তাকেও আহার করাবেন। আপনি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবেন। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবেন না, তাকে গালমন্দ করবেন না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবেন।"[৪৭]

তাই আপনাকে (পুরুষদের) অবশ্যই পরিষ্কার অবস্থায় থাকতে হবে এবং আপনার স্ত্রীর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন আপনি আপনার স্ত্রীকে প্রস্তুত থাকতে পছন্দ করেন।

অনেক সময় মহিলারা সতীত্বের পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের স্বামীর অসতর্কতা এবং অলসতার কারণে। আপনি যেমন আপনার স্ত্রীকে পরিচ্ছন্ন দেখতে চান ঠিক তেমনি আপনার স্ত্রীও আপনার কাছে এমনটাই আশা করে।

❋ ❋ ❋

৪৭ সুনানে আবু দাউদ : ২১৪২।

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করুন

স্বামী এবং স্ত্রীকে সর্বদা একে অপরের প্রতি সহযোগিতাপ্রবণ এবং প্রেমময় হওয়া প্রয়োজন। তবে অসুস্থতা এবং অনুরূপ সমস্যার সময়গুলোতে এই প্রয়োজনগুলো আরো তীব্র হয়।

একজন অসুস্থ ব্যক্তির যেমন ডাক্তার এবং ওষুধের প্রয়োজন; তেমনি সেবা শুশ্রুষা ও প্রেমময় যত্নের প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেছন–

> অর্থ : "তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ।"[৪৮]

একজন ভালো সেবিকা একজন রোগীকে তার গুরুতর অবস্থা থেকে খুব দ্রুত সুস্থ করে তুলতে পারে। একজন মহিলাও তার অসুস্থতায় তার স্বামীর কাছ থেকে সেবা শুশ্রূষা আশা করে। এমনকি তার বাবা-মায়ের চেয়েও বেশী প্রত্যাশা থাকে তার স্বামীর কাছে। যে মহিলা কাজের মেয়েটির মতো ঘরের সমস্ত কাজ করে, সে তার স্বামীর কাছে এমন প্রেমময় যত্নের দাবি রাখতেই পারে। সে যথাযথ ভাবেই তার স্বামীর কাছে এটি আশা করে।

---

[৪৮] সূরা বাকারা : ১৮৭।

Scanned by CamScanner

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[৪৯]

স্ত্রীর চিকিৎসা এবং ওষুধের জন্য টাকা ব্যয় করা স্বামীর অন্যতম একটি দায়িত্ব এবং স্ত্রীর প্রয়োজনীয় হাতখরচ দেয়া তার কর্তব্য। যে মহিলা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই ঘরের কাজ অনবরত করে যায়, তিনি তার স্বামীর কাছে তার চিকিৎসার খরচ বহন করার আশা করতেই পারেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

> অর্থ : "পুরুষগণ নারীদের প্রতি দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ হতে ব্যয়ও করে।"[৫০]

এমন অনেক নির্লজ্জ পুরুষ আছে; যারা সুস্বাস্থ্য এবং সামর্থ্যের সময় তাদের স্ত্রীদের ব্যবহার করে কিন্তু যখন তাদের স্ত্রী অসুস্থ হয় তখন তাদের চিকিৎসার ভার বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। অনেক পুরুষ আছে; যারা তাদের স্ত্রীর জন্য সামান্য চিকিৎসার খরচ বহন করে এবং সাথে সাথে অনেক অভিযোগও করে।

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

> অর্থ : "তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যদি তাকে তোমার অপছন্দও হয়, তবুও তুমি যা অপছন্দ

---

[৪৯] সুনানে ইবন মাযাহ, হাদিস নং : ১৯৭৭; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৮৯৫।
[৫০] সুরা নিসা : ৩৪।

Scanned by CamScanner

করছ হয়তো আল্লাহ তাতে সীমাহীন কল্যাণ দিয়ে দেবেন।"[৫১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

> অর্থ : "কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর ওপর রাগান্বিত হবে না। কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও থাকবে, যার জন্য সে তার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারবে।"[৫২]

কিছু পুরুষ আছে; তারা স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ যদি বেশী বলে মনে করে, তবে ইচ্ছে করেই চিকিৎসার গাফিলতি করে; যার কারণে অনেক সময় তাদের স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে। তাদের এই আচরণ কি আসলেই ন্যায্য?

একবার এক মহিলা তার স্বামীর সম্পর্কে অভিযোগ করছিলেন, তিনি বলেছিলেন– "আমি বাড়িতে অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং আমার স্বামীর সাথে অনেক সুখের ও দুঃখের সময়ও কাটিয়েছি। যাই হোক; আমি এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করতে চায়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : "তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও। কারণ, তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট। পাঁজরের ওপরের হাড়টি সবচেয়ে বেশি বাঁকা। (যে হাড় দিয়ে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে) তুমি একে সোজা করতে চাইলে ভেঙে ফেলবে। আবার এ অবস্থায় রেখে দিলে বাঁকা হয়েই থাকবে। তাই তোমরা তাদের কল্যাণকামী হও এবং তাদের ব্যাপারে সৎ-

[৫১] সূরা নিসা : ১৯।
[৫২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪৬৯।

Scanned by CamScanner

উপদেশ গ্রহণ কর।"[৫৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।"[৫৪]

প্রিয় জনাব!

আপনি যদি নিজের সুখ এবং পরিবারের উন্নতিতে মনোযোগী হোন; তবে আপনার স্ত্রী অসুস্থ হলে অবশ্যই তাকে একজন ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। তাকে যত্নসহকারে পরিচর্যা ও সেবা শুশ্রূষা করতে হবে।

তিনি যেহেতু আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তার বাবা-মাকে ছেড়ে আপনার সাথে ঘরসংসার করছেন; অতএব তিনি আপনার কাছে একটু বেশী যত্ন ও ভালোবাসা আশা করতেই পারেন। তিনি আপনার জীবনসঙ্গী এবং আপনার সন্তানের মা। তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করুন, ভরসা দিন। তার জন্য উপযুক্ত খাবার প্রস্তুত করুন এবং চিকিৎসার জন্য যেসব পথ্য দেয়া হয়েছে তাও হাতের নাগালে রাখুন। তাকে খাইয়ে দিন। এসব জিনিস তাকে সুখী করে তুলবে।

আপনার বাচ্চাদের শান্ত রাখুন। রাতে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। যখনই তিনি জাগ্রত হবেন, জিজ্ঞাসা করুন তিনি কেমন বোধ করছেন? যদি তিনি ব্যাথা বা যন্ত্রণার কারণে ঘুমাতে না পারেন, তবে তার সাথে জেগে থাকুন।

---

[৫৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১২২৩।

[৫৪] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ১১৬২।

Scanned by CamScanner

আপনি আপনার বাচ্চাদের কাছেও আপনার স্ত্রীর দেখাশোনা করার জন্য সাহায্য চাইতে পারেন। আপনার স্ত্রীকে কখনোই সঙ্গীহীন বা একা ফেলে যাবেন না, বিশেষ করে যখন তিনি যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছেন। এই সময়গুলোতেই আপনার ভালোবাসা আপনার স্ত্রী বিশেষভাবে লক্ষ করেন এবং আপনার প্রতি তারও ভালোবাসা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তিনি এজন্য আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করবেন এবং সুস্থ হওয়ার পর আপনার প্রতি এবং সন্তানদের প্রতি আরো বেশী মনোযোগী হবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> 66 অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[৫৫]

রোগীর সেবার মাধ্যমে দুনিয়ায় পার্থিব সম্বল যেমন অর্জিত হয় তেমনি আখিরাতের সম্বলও অর্জিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– রোগীর সেবা শুশ্রূষাকারী বেহেশতের ফলমূল আহরণে রত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না প্রত্যাবর্তন করে।

❋ ❋ ❋

[৫৫] ইবনে মাজাহ: হাদিস নং : ১৯৭৭; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৮৯৫।

Scanned by CamScanner

পারিবারিক অর্থনীতি

স্ত্রীর ভরনপোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)। একজন স্বামী তার স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং ওষুধের ব্যয় বহন করতে বাধ্য। তিনি তার স্ত্রীর চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে না পারলে তিনি তার দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালনে ব্যর্থ হবেন এবং আইন অনুসারেও অভিযুক্ত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

> অর্থ : "বিত্তশালী স্বীয় বিত্তানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে সীমিত সম্পদের মালিক সে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত সম্পদ হতেই ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ দিয়েছেন, তারচেয়ে বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে প্রদান করেন না।"[৫৬]

কোনোরকম ব্যয় ছাড়া একটি পরিবারের অস্তিত্ব আশা করা যায় না। পরিবারের সকলের জন্য খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, চিকিৎসা এবং বসবাসের জন্য একটি বাসস্থান প্রয়োজন। তবে, কেউ যদি অপ্রয়োজনীয় কিছুর জন্য আবদার করেন; সে ক্ষেত্রে গৃহকর্তা অবশ্যই তাকে না করে দিতে পারেন এবং তার সাথে একমত নাও হতে পারেন।

---

[৫৬] সূরা: তালাক : ৭।

Scanned by CamScanner

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার উপার্জন অনুসারে ব্যয় করেন। তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদাগুলো তালিকা করতে হবে এবং অগ্রাধিকার অনুসারে সেগুলো ক্রয় করতে হবে। দুর্দিনের জন্য তাকে অবশ্যই কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

বাড়ি ভাড়া বা নতুন জায়গা ক্রয়ের জন্য কিছু অর্থ তাকে আলাদা করে রাখা লাগতে পারে। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস এবং টেলিফোন বিলের কথাও তার মাথায় রাখতে হবে। এছাড়াও তার উপর নির্ধারিত কর এবং বাচ্চাদের স্কুল ফি পরিশোধ এর প্রয়োজন হতে পারে। তাকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা এড়িয়ে যেতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসে অর্থ প্রদান হতে বিরত থাকতে হবে। হিসাব করে চলা একজন ব্যক্তিকে কখনোই ঋণগ্রস্ত বা দেউলিয়া হতে হয়না। আল্লাহ সুষম ব্যয়কে বিশ্বাসের নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : " যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।"[৫৭]

> অর্থ : "হজরত জাবির রাযিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ গ্রহীতা, দাতা ও সুদি কারবারের লেখক এবং সুদি লেনদেনের সাক্ষী সবার ওপর লানত করেছেন।"[৫৮]

ঋণের মাধ্যমে ক্রয় করা কোনো পণ্য আপনার ঘরকে সুন্দর করে তুলতে পারে, তবে আপনার আরাম এবং মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়। কেনো একজন ব্যক্তি কিস্তিতে এবং অপ্রয়োজনে ব্যয়বহুল জিনিস ক্রয় করবে এবং এন.জি.ও বা ব্যাংকারদের পকেট ভরবে? এটি কেমন

---

[৫৭] সূরা ফুরকান : ২৫।
[৫৮] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪১৩৮।

Scanned by CamScanner

জীবন যেখানে গৃহের প্রতিটি পণ্যই ঋণের টাকায় ক্রয় করা? এভাবে কোনো পণ্য ক্রয় করার চাইতে একজন ব্যক্তির সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করা এবং তার জন্য টাকা সঞ্চয় করাই কি উত্তম পন্থা নয়?

উবাদা ইবনে সামিত রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "সোনার বিনিময়ে সোনা, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, মানে এক রকম (মিসলান বিমিসলিন like for like), পরিমাণে সমান সমান (সাওয়ান বিসাওয়ায়িন equal for equal), হস্তান্তর পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন; from hand to hand)। অত:পর যদি জাত ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত (দামে) বেচতে পার, তবে হস্তান্তর পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) হতে হবে।"[৫৯]

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন–

> অর্থ : "পরিমাণে সমান সমান না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার বিনিময়ে রূপা এবং স্বর্ণের বিনিমেয়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ আমরা যেভাবে চাই সেভাবেই ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন"। রাবি বলেন– এক ব্যক্তি তাকে (মূল্য পরিশোধের ধরন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন– "তা পারস্পরিক হস্তান্তার (ইয়াদান বিইয়াদিন) হতে হবে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[৫৯] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৫৮৭।

Scanned by CamScanner

সাল্লাম থেকে এরূপই শুনেছি"[৬০]

আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> অর্থ : "নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদিনায় আগমনকালে মদিনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় করত। তিনি বলেন, যে কেউ খেজুর অগ্রিম ক্রয় করবে, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওজনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয় করে।"[৬১]

এটা সত্য যে– অর্থ উপার্জন করা কঠিন এবং এটি একজন ব্যক্তির জীবনকে অনেক বেশী প্রভাবিত করে; তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে– সেই ব্যক্তি কিভাবে এবং কোনো পথে তার অর্থ ব্যয় করে। এমন অনেক পরিবার আছে– যাদের পারিবারিক আয় খুব বেশী কিন্তু সর্বদা অন্যের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকতে হয়। আবার এমনও অনেক পরিবার রয়েছে– যারা কম উপার্জনে খুব সুখে-শান্তিতে বসবাস করে তবে এই দুইরকম পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে তারা কীভাবে এবং কোন পথে তাদের উপার্জন ব্যয় করে। সুতরাং, একটি পরিবারের পক্ষে এটি উপকারী যে– হয় সে ব্যক্তি তার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখবে, না হয় তার অপব্যয়ের জন্য দায়ীর বিষয়ে তদারকি করবে। অপব্যয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করে আল্লাহপাক বলেছেন–

> অর্থ : "হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপচয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[৬২]

---

[৬০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৫৯০; সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৩৫০, ২০২৫।

[৬১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩৯৭৩।

[৬২] সূরা আরাফ : ৩১।

Scanned by CamScanner

অবশেষে এটি মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি যে– কৃপণতা অপব্যয়ের মতোই খারাপ। যদি কোনো ব্যক্তির বেশি উপার্জন হয় তবে তার উচিত; তার পরিবারকে আরামদায়ক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রাখা এবং যথাসম্ভব তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ করা।

> অর্থ : "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দুজন থেকে পৃথিবীতে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন কর। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৬৩]

অর্থ সম্পদ হলো– ব্যয় করার জন্য এবং জীবনে চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য। অর্থ সম্পদকে জমা করে রাখা জীবনের উদ্দেশ্য নয় এবং তা ভোগ না করেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়াটা দুঃখজনক। অর্থ সম্পদের সঠিক ব্যবহার অবশ্যই একটি পরিবারে স্পষ্ট হয়ে উঠা উচিত। কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করা এবং তা ভোগ না করে জমিয়ে রাখার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : "যে ব্যক্তি তার রিজিকের প্রশস্ততা ও হায়াত বৃদ্ধি চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"[৬৪]

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পরিবার এবং নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। তবে এটি খুবই দুঃখজনক যে– অনেক ব্যক্তির অর্থ সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তার সন্তানেরা ভাল খাবার এবং কাপড়ের জন্য অভাববোধ করেন। অনেক সময়, কৃপণ স্বভাবের

---

[৬৩] সুরা নিসা : ০১।

[৬৪] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ২০৬৭।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তির সন্তানেরা তার সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার জন্য তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি কাউকে তার নেয়ামত দান করেন তবে সেই নিয়ামত অবশ্যই সেই ব্যক্তির জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠা উচিত।

সাহাবি মালিক ইবনে নাযলা রা.-এর ঘটনা

তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন– একদিন আমি মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বসে ছিলাম। তিনি দেখলেন আমার গায়ে ছেঁড়াফাটা কাপড়। তখন তিনি জানতে চাইলেন–

> অর্থ : "আপনার কি অর্থসম্পদ আছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব রকম সম্পদই আমার রয়েছে। তিনি বললেন,"আল্লাহ যখন আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন তাই এর চিহ্ন যেন আপনার ওপর প্রকাশ পায়।"[৬৫]

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নন যিনি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারী এবং যথেষ্ট সম্পদের অধিকারী, তবে তার পরিবারকে তার সম্পদ থেকে দূরে রাখেন'।"[৬৬]

তাই বলা যায়– একজন ব্যক্তির উপার্জন তার পরিবার-পরিজনদের সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা উত্তম, যেনো তারা তাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে।

❋ ❋ ❋

---

[৬৫] সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ৫২২৩।
[৬৬] তাবরানি, হাদিস নং : ২৩৪৩।

Scanned by CamScanner

শীঘ্রই ঘরে ফিরুন

একজন অবিবাহিত ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশি মোতাবেক তার সময়গুলোকে অতিবাহিত করলেও বিয়ের পর তাকে অবশ্যই প্রতিটা কাজ রুটিনমাফিক সাজানো উচিত। স্ত্রীকে না জানিয়ে নিজ ইচ্ছা মোতাবেক সে কোনো জায়গায় অপ্রয়োজনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে পারে না। কোনো অনাকাংক্ষিত ব্যস্ততায় আটকে গেলে স্ত্রীকে অবশ্যই তা অবহিত করা উচিত। কারণ স্বামীর ভুলে গেলে চলবে না যে– তার জীবন-সঙ্গীনি সারাটা সময় গৃহে অবস্থান করে ঘরদোর পরিষ্কার, ধোয়ামোছা, রান্নাবান্নার কাজ সেরে তার স্বামীর ঘরে ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে। প্রিয়তমকে এক পলক দেখা, আবেগ-অনুভুতির লেনদেন করা, খানিক খুনসুটিতে মেতে ওঠা, একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত অতিবাহিত করার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। শুধু স্ত্রীই নয়, বাচ্চারাও বাবাকে কিছুটা সময় কাছে পেতে বড়ই আকুল হয়ে থাকে।

পরিবারের সদস্যদের ঘরে ফেলে একজন মানুষ অন্য কোথাও বিনোদন খুঁজে বেড়াবে; এটা কখনোই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। কারণ নিছক অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থানের যোগান দেয়ার জন্য একটা পরিবার গড়ে ওঠে না। বরং একটা সংসার পরিচালিত হওয়ার পিছনে বহুমাত্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। প্রতিটি পরিবারেই স্ত্রী

Scanned by CamScanner

হলো তার স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী-তার জীবন সঙ্গিনী। স্ত্রীকে ঘরের গৃহকর্মী ভাবলে ভুল করা হবে, স্ত্রীর অধিকার খর্ব করা হবে।

স্বামীর একটিবার ভাবা উচিত- স্ত্রী নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন সহ সকল আত্মীয় স্বজনকে বিদায় জানিয়ে, চিরচেনা আপন পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর ঘরে এজন্য আসেনি যে– সে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করে যাবে; বিনিময়ে দিনশেষে পাবে পেটপুরে ভাত খাবার সুযোগ। বরং প্রতিটি স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া হলো– স্বামীই হবে তার জীবনসঙ্গী। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সে তার ছায়া হয়ে থাকবে- যাকে নিয়ে সে জীবনের বাকি সময়টুকু পাড়ি দিবে। যার মাঝে সে সদা খুঁজে পাবে পরম আস্থা ও নির্ভরতার উজ্জল দ্যুতি।

দুখ:জনক হলেও সত্য– এই জগতসংসারে এমন কতক অসাধু ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষেরও সন্ধান মেলে; যারা ঘরে স্ত্রী-সন্তান রেখে অন্য কোথাও গিয়ে রাত্রীযাপন করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টার্জিত অর্থকড়ি নিজ পরিবারের পিছনে খরচ না করে অন্ধকার জগতে গিয়ে দেদারসে উড়াতে থাকে। এজাতীয় লোকেরা প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমত্বতবোধের সঠিক মর্ম এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। সাময়িক আনন্দ লাভ ও সস্তা বিনোদনকেই ভেবে নিয়েছে উন্নত জীবনযাত্রার একমাত্র মাধ্যম। তারা যে প্রকারান্তরে স্ত্রী-সন্তানদের অধিকার খর্ব করছে; একথা কখনোই তাদের মনে উদয় হয়না। এজাতীয় লোকেরা নিজেরাও অশান্তিতে থাকে; পরিবারের অন্য সদস্যদেরকেও মানসিক নিপীড়নে দগ্ধ করতে থাকে। তাদের এই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে স্ত্রী একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটা দেয়।

স্ত্রী অভিযোগ করে– একাকীত্ব আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। আমার স্বামী আমার কোনো খোঁজ খবর নেয়না। সারারাত বাইরে আমোদ-ফূর্তি করে ভোরে সে ঘরে ফিরে।

Scanned by CamScanner

আমি এমন স্বামীর শৃঙ্খল থেকে চিরমুক্তি চাই। আবেগ অনুভূতিহীন দায়িত্বজ্ঞানহীন এমন নরপশুর বন্দিদশা থেকে পরিত্রাণ চাই।

এসব স্বামীর একথা চিন্তা করা উচিত– সে তো এখন আর ব্যাচেলর নয়; যে আগের মতো বেপরোয়া চলাফেরা করবে। তার এখন স্ত্রী-সন্তান, ঘর-সংসার রয়েছে। সুতরাং অসৎসঙ্গ সর্বাংশে বর্জন করে তাকে সংসারমুখী হতে হবে। নিষিদ্ধ জগতকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে জীবনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

প্রতিটি আদর্শবান সচেতন স্বামীর অফিস শেষ করে সন্ধার আগেই ঘরে ফিরে আসা উচিৎ। স্ত্রী-সন্তানের মাঝেই তার প্রকৃত শান্তি খুঁজে নিতে হবে। এমনকি কোনো কোনো নৈশপ্রমোদ অনৈতিক ও গর্হিত না হলেও তা কখনোই পরিবারের জন্য কল্যাণ ও সুখ বয়ে আনবে না। বরং কিছুক্ষেত্রে তা সংসারে জালিয়ে দেয় অশান্তির দাবানল।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

আস্থা অর্জন করুন

বিয়ের লগনে পাত্র-পাত্রীর প্রস্তাব-সম্মতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী দুইদেহ একপ্রাণে পরিণত হয়ে যায়। বিয়ের পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে দম্পতি-যুগলের প্রত্যেকেই একে অপরের কাছে এই বলে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে যায় যে– জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য-সহযোগিতায় একে অপরের ছায়াসংগী হয়েই আজীবন থাকবে। উত্তমব্যক্তি কখনোই তার কৃত প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করে না। তার ওয়াদার হেরফের করে না। কালের পরিক্রমায় সময় হয়তো কখনো কখনো খারাপ যেতেই পারে। তাই বলে কথার নড়চড় করা মোটেই শোভনীয় নয়। তার স্ত্রী যখন নবযৌবনা তরুণী ছিল– তখন তার অন্যকোনো সুদর্শন যুবককে বেছে নেয়ার সুযোগ ছিলো। কিন্তু সে তা না করে বর্তমান স্বামীকেই বেছে নিয়েছে। পরে স্ত্রীর বয়স একটু বেড়ে গেলে স্বামী যদি স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে সুখের তালাশ করে, এর চাইতে বড় অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামি আর কিছুই হতে পারে না। যে স্ত্রী তিলে তিলে একটি সংসার গড়ে তুলেছে, তিনি কিছুতেই এটি মেনে নিতে পারবেন না যে, তাঁর স্বামী পরনারীর পেছনে ঘুরঘুর করবে। যে স্ত্রী সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে সংসারের যাবতীয় কাজ নিজেই সম্পন্ন করে, সে কখনোই চাইবে না, অসুস্থতার সময় স্বামী তাকে এড়িয়ে চলবে, প্রেম-ভালোবাসা,যত্ন-আত্তি, সেবা-শুশ্রুষা থেকে বঞ্চিত করবে।

Scanned by CamScanner

অস্বীকার করার জো নেই; এই জগৎসংসারে এমন অসংখ্য অকৃতজ্ঞ মানুষের সন্ধান মিলবে; যারা স্ত্রীর যৌবনকালের চোখ ধাঁধানো রূপসৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে বিয়ে করেছিলো। যতদিন রূপের জৌলুস ছিল, ততোদিন তো আদর-সোহাগের কমতি ছিলো না। কিন্তু যখনই যৌবনে কিছুটা ভাটা পড়লো, চেহারায় কিছুটা বয়সের ছাপ পরিলক্ষিত হলো, তখন তাকে আর মনে ধরে না। এটা বড়ই অবিচার ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

শুনুন জনাব!

আপনি তো চারপেয়ে জন্তু নন যে– শুধু খাবেন-দাবেন আর আনন্দ-ফুর্তি, মৌজ-মাস্তি করেই জীবনটা পার করে দেবেন। আপনি তো রক্ত-মাংসে গড়া বোধ-অনুভূতি সম্পন্ন একজন সুবিবেচক মানুষ। আপনার জন্য কি কোনভাবেই সমিচীন হতে পারে; অশালীন কর্মের নিষিদ্ধ নেশায় বুঁদ হয়ে নিজ বৈধ স্ত্রীকে ফেলে পরনারীর সান্নিধ্যে গমন করা? নিজ স্ত্রীর হক আদায় না করে বারবনিতার দেহে সুখের সন্ধান করা?

যদি অবলীলায় এমনটি করেই যান– তাহলে শুনে নিন; আপনার পতন অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্রই আপনাকে এর চরম খেসারত দিতে হবে। ক্ষণিকের পুলক অনুভব করার জন্য অবৈধ প্রণয়গ্রহণ অচিরেই আপনাকে নিজের কাছেই অপরাধী করে তুলবে। যৌনকামনার মোহ কেটে যাওয়া মাত্রই আপনার অপরাধবোধ আপনার বিবেককে দংশন করে মানসিক অশান্তিতে ছেয়ে ফেলবে।

এছাড়া সামাজিকভাবেও আপনি হেয় প্রতিপন্নের সম্মুখীন হবেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই আপনাকে বাঁকা চোখে দেখবে। এমনকি আপনার সন্তান-সন্ততিও আপনাকে পিতা হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করবে। তারা আপনাকে যথাযথ মূল্যায়ন

Scanned by CamScanner

করবেনা। সন্তান যেখানে মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে, আপনার সন্তান সেখানে আপনার জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে অবহেলা নয়, বরং যথাযথ সেবা-শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলা স্বামীর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। স্ত্রী যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তারপরও স্বামী তার স্ত্রীর ছায়া হয়ে পাশে থেকে সঙ্গ দিবে। স্ত্রীর দুঃসময়ে তাকে সাহচর্য দিয়ে সান্ত্বনার বাণী শুনাবে।

একবার ভাবুন তো! তার জায়গায় যদি আপনি হতেন, আপনার দুঃসময়ে সে যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যেত, তাহলে আপনার কাছে কেমন লাগতো? এছাড়া সমাজের চোখেও সে কতোটা ধিকৃত ও নিন্দিত হতো? সুতরাং তার কাছে আপনি যেমন আচরণ আশা করেন, তার সাথে ঠিক সেরূপ ব্যবহারই করুন। হয়ে উঠুন তার একান্ত আস্তাভাজন ব্যক্তিত্বে। পরিণত হোন তার হরিহর আত্মা ও দিলজিগার সখাতে।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ

নববিবাহিতা স্ত্রীকেও সাংসারিক কাজকর্মের মৌলিক বিষয়াদি মোটামুটি জানা থাকা চাই। স্ত্রী তার স্বামীর সেবা, রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা, কাপড় সেলাই, পোশাক ইস্ত্রী, আসবাবপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সন্তানদের লালন পালন করা প্রভৃতি বিষয়ে সে স্বচ্ছ ধারণা রাখে– এতটুকু আশা প্রতিটি স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে করতেই পারে। তবে সবসময় সেই ধারণা বাস্তব নাও হতে পারে। কারণ– বর্তমান সময়কার অনেক মেয়েই আছেন; যাদের গৃহস্থালী বিষয়ক জ্ঞান একেবারে নেই বললেই চলে। সামান্য থাকলেও তা অনেকটা শূন্যের কোঠায়।

এতে কীইবা করার আছে! আমাদের সমাজব্যবস্থাই যে এরকম। সাংসারিক কর্মে মেয়েদের জ্ঞান দেয়ার ব্যাপারে বাবা-মায়েরাও তেমন একটা মাথা ঘামান না, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসেও নেই এধরণের বাস্তবসম্মত আলোচনা।

সুতরাং স্বামীরই উচিত স্ত্রীকে পরিপক্ক হয়ে উঠতে সাহায্য করা। কারণ সাধারণত স্বামীরা স্ত্রীদের চাইতে বয়সে বড় হয়ে থাকে, স্ত্রীদের তুলনায় তাদের অভিজ্ঞার ঝুলিও থাকে বেশ ভারী। একজন স্বামীই পারে স্ত্রীকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে, নিজের জানা বিষয়গুলো তাকে শেখাতে। পাশাপাশি স্ত্রীকে সংসারী করে গড়ে তুলতে স্বামী, তার মা-

Scanned by CamScanner

বোন,খালাদের সহায়তা নিতে পারে। এছাড়া বাজারেও এখন রান্না-বান্না, সেলাই-নকশা, গার্হস্থ্যবিদ্যার বহুজাতিক বই পাওয়া যায়। সেগুলো কিনে দিলে স্ত্রী সেখান থেকেও নিজে নিজে অনেক কিছু শিখে নিতে পারবে। নৈতিক গুণে বলিয়ান হওয়ার জন্য স্ত্রীকে সর্বদাই স্বামী অনুপ্রাণিত করবে। বিভিন্ন আত্মোন্নয়নমূলক বই কিনে দিবে। অবসরে বই পড়তে উৎসাহিত করবে। স্ত্রীর কোন ভুলত্রুটি নজরে এলে সেটি হিকামাহ' ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সুন্দরভাবে ধরিয়ে দিবে। কঠোরতা ভাব দেখানো যাবেনা। নাহলে সে বিগড়ে যাবে।

অত্যন্ত ধৈর্য ও একান্ত নিষ্ঠার সাথে কেউ যদি তার স্ত্রীকে প্রথম দুই বছর নিজের মতো করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে সে শতভাগ না হলেও সিংহভাগ সফল হবে। তবে তার জন্য চাই, অপরিসীম সহনক্ষমতা, অদম্য কর্মস্পৃহা, শানিত প্রজ্ঞা এবং স্ত্রীকে পর্যাপ্ত সময় প্রদান। তাই স্বামীর সর্বপ্রথম এই বিশেষ গুণগুলো অর্জন করে নিতে হবে। কারণ একথা স্বীকার করতেই হবে, উত্তম জীবন সংগিনী ও নিজ সন্তানের আদর্শ মা প্রতিটি পরিবারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। তাই সন্তান জন্ম নেবার আগে আগেই মাকে সেভাবেই গড়ে তোলা চাই।

প্রত্যেক মুসলিম স্বামীর একথা মাথায় রাখা চাই– তার স্ত্রীও মুসলিম। কিন্তু সে বিবাহপূর্ব জীবনে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলাতে অভ্যস্ত নাও হয়ে উঠতে পারে। ওজু-গোসল, পাক-পবিত্রতা, নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাতসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোও হয়তো পিত্রালয় থেকে তার শেখা হয়ে ওঠেনি।

একথা অনস্বীকার্য; মাতা-পিতার উপরই আবশ্যকীয় দায়িত্ব ছিলো– তাঁদের কন্যাকে ধর্মীয় জীবনাচারে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। কিন্তু তারা হয়তো বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যার ফলে সেই দায়িত্বগুলো এখন স্বামীর কাঁধেই চেপেছে। তাই ইসলামের বিধিনিষেধের ব্যাপারে অবহিত করে সেই অনুসারে স্ত্রীকে জীবন

Scanned by CamScanner

যাপনে অভ্যস্ত করে তোলা স্বামীর দায়িত্ব। নিজে না পারলে অন্যের সহায়তা নিয়ে হলেও স্ত্রীকে শেখাতেই হবে। এছাড়া ইসলামের মৌলিক বিধিমালা সংশ্লিষ্ট বই সংগ্রহ করে তা স্ত্রীকে পড়তে দিবেন, সেই আলোকে জীবন পরিচালনা করতে উৎসাহিত করবেন। এছাড়া কোন সুশিক্ষিতা অভিজ্ঞ মহিলার মাধ্যমেও তাকে ইসলামিক অনুশাসনের মৌলিক ধারনা প্রদান করা যেতে পারে। তাহলে তিনি তাকে হাতে-কলমে যাবতীয় বিষয় শিখিয়ে দেবেন।

মোটকথা– স্ত্রীকে ইসলামের অনুশাসনে অভ্যস্ত ও নীতি-নৈতিকতায় সমৃদ্ধ একজন আদর্শ মানবিতে পরিণত করা স্বামীর একান্ত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হলে সে লাভ করবে, চারিত্রিক মাধুর্যতা, নির্নিমেষ দয়াদ্রতা, নীতিজ্ঞানের প্রগাঢ়তা ও ধর্মভীরুতায় টইটম্বুর এক অনন্যা মহীয়সী রমনীর স্বর্গীয় সংস্পর্শ।

পক্ষান্তরে স্বামী নিজের এই দায়িত্বে অবহেলা করলে; আজীবনই তার এমন এক রমনীর ঘানি টেনে যেতে হবে; যার উপর না রাখা যায় আস্থা, যাকে না করা যায় বিশ্বাস। যার নৈতিক চরিত্রও জনগনের মাঝে প্রশ্নবিদ্ধ।

কিয়ামতের দিন এমন স্ত্রীর স্বামীকে আল্লাহর সামনে কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। যে ব্যাপারে হুশিয়ারি করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে এমন আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[৬৭]

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই জনৈক সাহাবি কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন– "আমি নিজেকেই তো জাহান্নামের আগুন থেকে

---

[৬৭] সূরা তাহরিম : ৬।

Scanned by CamScanner

সর্বাংশে বাঁচাতে পারছিনা, তাহলে কীভাবে আমি স্ত্রী-সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? তখন নবিজি বললেন– ইসলামের করণীয় বিষয়গুলো পালনে তাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করলে এবং শরিয়তের বর্জনীয় বিষয়গুলো পালনে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করলে আপনার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে।"[৬৮]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন–

> অর্থ : "মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই নিজ নিজ পরিবারের সদস্য ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে।"[৬৯]

❋ ❋ ❋

[৬৮] তাফসিরে মারেফুল কুরআন, খ. ৪ পৃ : ১২৪।

[৬৯] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৩।

Scanned by CamScanner

সন্তান গ্রহণ

কিছু দম্পতির দৈরথের অন্যতম একটি কারণ থাকে– সন্তানগ্রহণ। কোনো পরিবারে দেখা যায়; স্ত্রী সন্তান গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু স্বামীর রয়ে যায় ঘোর আপত্তি। আবার কখনো এর উল্টোও হয়– স্বামী চাইছে কিন্তু স্ত্রী এখনই চাইছে না। তাদের এই মতানৈক্য অনেক সময় এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে– তা শেষপর্যন্ত ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায়।

আদালতে জনৈক স্ত্রী অভিযোগ দায়ের করে বলেন– ২৭ বছর বয়সে যখন আমার বিয়ে হয়; তখন আমার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক সম্পন্ন করে বের হয়েছে। তারপরই সে একটি জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করে। তাকে নিয়ে আমি বেশ গর্ববোধ করতাম। তার ঘরণী হতে পেরে নিজেকে বেশ সৌভাগ্যবতী মনে হতো। তার সবকিছু আমাকে মুগ্ধ করলেও একটি বিষয় আমাকে বেশ কষ্ট দিতো। তা হলো– সন্তান গ্রহণে তার আপত্তি। আমার সকল আবদারে তার শতভাগ সম্মতি থাকলেও সন্তান গ্রহণে ছিলো তার রাজ্যের অনীহা। আমরা উভয়েই শক্ত সামর্থ্যবান নারী-পুরুষ। তাছাড়া অন্তত দুটি সন্তানকে যত্ন-আত্তি করে লালন পালন করার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আমাদের রয়েছে। কিন্তু স্বামী আমার নির্বিকার। শতচেষ্টা করেও আমি তাকে রাজী করাতে সমর্থ হইনি।

Scanned by CamScanner

বর্তমানে আমার বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। আমি তাকে শতবার বলেছি, আমি মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চাই। সন্তানের জন্য আমার হাহাকারবোধ সেও বুঝে। তবে তার যুক্তি হলো–

"এখন যেমন আছি, দু'জন মিলে বেশ ভালো আছি। সন্তান নিয়ে খামোখা একটা অতিরিক্ত উটকো ঝামেলা কেন নিজেদের উপর টেনে নিতে যাবো? চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্রমতে সন্তান নেয়ার জন্য আমার এখনো যথেষ্ট বয়স রয়েছে। আমি আরো পরে সন্তান নিতে চাই। সে পর্যন্ত তোমার তর না সইলে ভিন্ন চিন্তা গ্রহণ করে নাও। আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টেনে অন্য কাউকে বিয়ে করে অতি তাড়াতাড়ি মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে পারো। এতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

সন্তানের প্রতি অনুরাগ, বাচ্চা গ্রহণের প্রতি অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি হলো মানবজাতির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কারণ সন্তানলাভ মানবজনমকে সার্থক করে তোলে। এটি মানবজাতির সর্বোত্তম সম্পদ। সন্তানের মাধ্যমে বাবা-মা তাঁদের মরণের পরও যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেন। সন্তানহীন দম্পতিযুগল একাকিত্বের যন্ত্রণায় ভোগেন। বার্ধক্যের সময় সহায়-সম্বলহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেন। একটি বাড়ি থাকবে; কিন্তু তা কচি কাঁচার কোলাহলে মুখরিত হবে না, এ যেনো জনমানবহীন বিরান ঘর। সেখানে না আছে ভালোবাসার সৌন্দর্য, না আছে হৃদয়ের উষ্ণতা। সন্তানবিহীন সংসার প্রতিনিয়তই তাশের ঘরের মতো যেকোন মুহূর্তে ভেংগে পড়ার প্রবল ঝুঁকিতে থাকে। সন্তানলাভের মাধ্যমেই সংসারের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয়, এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

এক হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

66 অর্থ : "তোমরা অধিক সন্তান প্রসবকারী স্ত্রীলোককে বিয়ে

Scanned by CamScanner

করো এবং বংশ বৃদ্ধি করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো।"[৭০]

শিশুর প্রতি অনুরাগ ও মমত্ববোধ হলো– মানবজাতির স্বভাবজাত আবেগের প্রাণোচ্ছল বহি:প্রকাশ। কিন্তু কিছু মানুষের মাঝে এই সহজাত স্নেহবাৎসল্যের ছিটেফোঁটাও নেই। শিশুদের ব্যাপারে তাদের মাঝে একপ্রকার বিরূপ মানসিকতা কাজ করে। আর্থিক দৈন্যদশার দোহাই দিয়ে তারা সন্তান গ্রহন থেকে বিরত থাকে। অথচ সমগ্র সৃষ্টজীবের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্বভার স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

66 অর্থ : "বিশ্বজগতে বিদ্যমান প্রত্যেক প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত।"[৭১]

জনৈক ব্যক্তি ইমাম হাসান রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছে পত্রালাপের মাধ্যমে জানতে চাইলো– আমি পাঁচবছর মেয়াদী সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই। কারণ আমার স্ত্রী এখনই সন্তান নিতে অনিচ্ছুক। তার কথা হলো– সন্তান লালন পালনে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। যার পরিস্থিতি আজো আমাদের হয়ে উঠেনি। আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আরো কিছুটা বেগবান হলে তবেই আমরা সন্তান নিবো।

চিঠির প্রত্যুত্তরে তিনি লিখলেন– *"সন্তানগ্রহণ থেকে বিরত থেকোনা। আল্লাহই তার রিজিকের বন্দোবস্ত করবেন।"*

অভিজ্ঞতাও তো এই সাক্ষ্য দেয় যে– নবজাতকের আগমনের বরকতে পরিবারের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটে, প্রতিটি সংসার সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এই জগতসংসারে এমন অনেক পরিবারের দেখা মেলে; যাদের নুন

---

[৭০] ইবনে কাছির, খণ্ড : ৩ পৃষ্ঠা : ৩৮৩।
[৭১] সূরা হূদ : ০৬।

Scanned by CamScanner

আনতে পান্তা ফুরাতো। কিন্তু তাদের ঘরে নবঅতিথি আগমনের ফলে জীবন ব্যবস্থায় অভুতপূর্ব সমৃদ্ধি সাধন হয়েছে।

আবার অনেকের কাছে সন্তান লালন পালন একটা অতিরিক্ত ঝামেলার কারণ মনে হয়। অথচ একটু অনুভব করলেই বুঝা যায়; সন্তান হলো স্বামী-স্ত্রীর আনন্দ লাভের খোরাক ও বিনোদন লাভের মাধ্যম। তবে একথাও সত্য, সন্তানকে যথাযথ লালন পালন করা একেবারেই সহজসাধ্য কাজ নয়। তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে আনন্দের সাথে কাজ করে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে তা অনেকটাই সহনীয় হয়ে ওঠে। সন্তান প্রতিপালন অনেক উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে অনেক দম্পতিকে দেখা যায়– সন্তান না হওয়ার কারণে তারা বিবাহবসানের তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। অথচ সেটি হলো অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। প্রকৃতির স্বভাবজাত ধারাকে লংঘন করে সকল দোষ স্ত্রীর উপর চাপিয়ে তাকে ডিভোর্স দেয়া কখনোই ন্যায়সংগত হতে পারেনা।

আবার অনেক দম্পতি প্রথম সন্তান নেয়ার পর দ্বিতীয় সন্তান কখন নিবে; তা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। একজন তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলতে চায়– আরেকজন দুই সন্তানের মাঝে খানিকটা বিরতি দিয়ে নিতে চায়। কোন মীমাংসায় না এসে কলহের মাত্রা বৃদ্ধি পেতেই থাকলে কিছুক্ষেত্রে তা তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে– কেউ একাধিক বাচ্চা নিতে চাইলে তা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলাটাই নিরাপদ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবয়সের সময়ের মধ্যেই নিয়ে নেয়াটাই উত্তম। প্রৌঢ়ত্বের আগেই সন্তান গ্রহনের ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা উচিৎ। কারণ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, মধ্যবয়সী মাতাপিতার

Scanned by CamScanner

সন্তান বার্ধক্যে উপনিত মাতাপিতার সন্তানের চাইতে পরিনত ও জ্ঞানী হয়।

প্রথমত– এজাতীয় শিশুরা হয় সুসাস্থ্য ও বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী।

দ্বিতীয়ত– তারা বাবা মায়ের ছায়া দীর্ঘসময় ধরে লাভ করতে পারে। পিতামাতার পৃষ্ঠপোষকতায় তারা নিজেদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু বাবা-মা বৃদ্ধ হলে– সন্তান না পায় স্নেহ- মমতা, না পায় নিবিড় পরিচর্যা ও যত্নআত্তি। অল্পবয়সেই সংসারে হাল ধরতে হয় বলে উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনাও হয়ে যায় ফিকে। **তৃতীয়ত–** পিতামাতার জীবদ্দশাতেই তারা স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। মাতা-পিতার খেদমত করে তাঁদের দোয়া নিতে পারে।

সুতরাং বলা যেতেই পারে; বিয়ের পরপরই যথাশীঘ্র সন্তান নিয়ে ফেলাটা মঙ্গলজনক এবং বয়স বাড়ার আগে আগেই সন্তান নেয়ার পাঠটি চুকিয়ে ফেলা চাই।

তবে তাই বলে এটি এমন কোনো বিষয় নয়; যার জের ধরে বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে হাঁটা দিতে হবে। বরং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই বিষয়টি সুরাহা করে নিতে হবে।

অনেক দম্পতির মাঝে দেখা দেয় সন্তানের লিঙ্গ নিয়ে দৈরথ। কেউ চায় ছেলে, কেউ চায় মেয়ে। একবার কোলে সন্তান নিয়ে জনৈক মহিলা আদালতে এলো। সে বললো–

'প্রায় চার বছর হলো, আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমাদের দু'টো কন্যা সন্তান ছিলো। কিন্তু আমার স্বামীর একান্ত ইচ্ছা একটা পুত্র সন্তানের। তাই আমরা পূনরায় আরেকটি সন্তান নিলাম। কিন্তু এইবারও মেয়ে সন্তান হলো। এখন আমরা তিন সন্তানের জনক-জননী। আর তিনজনই মেয়ে। আমার

Scanned by CamScanner

স্বামী একটা কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তাঁর সীমিত আয় দিয়ে আমাদের সংসার নির্বিঘ্নে চলেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি পুত্র সন্তানের আশায় ইদানীং সে আবার সন্তান নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেছে। সে এও বলেছে– একটি পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের একের পর এক বাচ্চা নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু আমি তাতে কিছুতেই সম্মত হতে পারি না। কারণ– তাঁর যে সীমিত আয়; তা দিয়ে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী বাচ্চাদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বপ্নটা অধরাই রয়ে যাবে। আমি আমার স্বামীকে অসংখ্যবার বুঝিয়েছি– ছেলে হোক, মেয়ে হোক; সকল সন্তানই ভালো, আমাদের জন্য রহমত ও কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু আমার কোন কথাই সে শুনতে নারাজ। তাকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে অনোন্যপায় আজ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি।"

একথা বাস্তব যে– দ্রব্যমূল্যের উর্ধবগতির বাজারে কয়েকজন সন্তানকে লালন-পালন করা, শিক্ষা-দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অনেকসময় দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়, নিম্নবিত্ত মানুষের তো নাভিশ্বাস উঠে যায়।

তাই এক্ষেত্রে করণীয় হলো– স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলেই সিদ্ধান্ত নিবে, তাদের আয়-উপার্জন ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে কয়জন সন্তান নেয়াটা তাদের জন্য সমীচীন। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। কারো জন্যই এটা উচিত নয় যে– অবাস্তব কোনো কিছুর উপর জেদ চেপে বসে থাকা। আবেগ নয় বরং বাস্তবতার নিরীখেই সব কিছুর মূল্যায়ন করা চাই। কারণ সন্তান ছেলে হবে; নাকি মেয়ে হবে, তার একমাত্র নির্ণায়ক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

Scanned by CamScanner

এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> অর্থ : "আকাশ মণ্ডলী ও বিশ্বচরাচরের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই সৃজন করেন। যাকে চান, কন্যাসন্তান দান করেন। যাকে চান, পুত্রসন্তান দান করেন। কাউকে পুত্র-কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন। আবার কাউকে রাখেন সন্তানহীন দম্পতি।"[৭২]

আলোচ্য আয়াত থেকে সহজেই অনুমিত হওয়া যায়, সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে স্বামী স্ত্রীর কোন হাত নেই। বরং এটি হলো, আসমানী ফায়সালা। কিন্তু দুখ:জনক হলেও সত্য; আজকাল কন্যাসন্তান জন্ম দিলে স্বামীর চেহারা কেমন যেনো বিমর্ষ হয়ে যায়। কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে সব দোষ গিয়ে পড়ে স্ত্রীর উপর। সরাসরি অভিযোগ করতে না পারলেও প্রতিটি পদে পদে স্ত্রীর উপর ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটায়। পান থেকে চুন খসলেই তেলেবেগুনে জলে ওঠে। তার ভাবখানা এমন যেন– কন্যাসন্তান জন্মদানের সকল দোষ যেন শুধু স্ত্রীরই।

আবার কেউ কেউ সরাসরি অভিযোগের অংগুলি স্ত্রীর দিকেই উত্থাপন করে বসে। সন্তান জন্মোত্তরকালের স্পর্শকাতর সময়গুলোতে স্ত্রীকে সঙ্গ দেয় না। স্ত্রীর মাতৃত্বকালীন সংবেদনশীল মুহূর্তগুলোতেও তার পাশে না থেকে ব্যস্ততার ভান করে সদা এড়িয়ে চলে। এমনকি কন্যাসন্তান জন্মদানের অপরাধে নিষ্ঠুর স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করেনা। এমনকি অর্ধমাতাল হয়ে তালাক পর্যন্ত দিয়ে ফেলে।

তাদের এই বর্বরতা জাহেলি যুগের নৃশংসতাকেও হার মানায়। যার কিঞ্চিত বর্ণনা পবিত্র কুরআনে চিত্রায়িত হয়েছে।

> অর্থ : "যখন তাদের কাউকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হতো, তখন রাগে-ক্ষোভে তাদের চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ

[৭২] সূরা শূরা : ৪৯-৫০।

Scanned by CamScanner

করতো। তখন সে জনসমাগম এড়িয়ে চলতো। চক্ষুলজ্জার ভয়ে সে সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশীদের থেকে পালিয়ে বেড়াতো। আর মনে মনে ভাবতো, তাকে কি চিরকালই এই কলংকের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে, নাকি নবজাতক কন্যাশিশুটিকে মাটিচাপা দিয়ে এই অধ্যায়ের চিরসমাপ্তি ঘটিয়ে দিবে। আহ, কতোইনা নিকৃষ্ট তার কলুষিত চিন্তাধারা!।"[৭৩]

এক মহিলা আদালতে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করলো– "প্রায় দুই বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের ছয়মাস পর আমি গর্ভধারণ করি। সন্তান প্রসবের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন স্বামী এক অমূলক আবদার করে বসলো। তার দাবী– "যে কোনো মূল্যেই তোমাকে পুত্রসন্তান জন্ম দিতে হবে।" অথচ তাতে আমার কোনো হাত নেই। সন্তান জন্মগ্রহণের পর দেখা গেল– আমাদের দুটো জমজ সন্তান হয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে উভয়টিই মেয়ে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ফুটফুটে শিশু দু'টোকে দেখে আমি যারপরনাই খুশী হলাম। কিন্তু আমার স্বামী বেঁকে বসলো। কন্যাসন্তানের জনক হওয়ার সংবাদ শুনে সে হতাশায় ভেঙে পড়লো। মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়ে হাসপাতাল কক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। বহুসময় পর সে ফিরে এলে তাকে বললাম– মেয়েদেরকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে যা তা বলে গালাগাল করতে লাগলো এবং তাকে ভুলে যেতে বললো। এই বলে সে হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলো। আর ফিরে এলো না। যার ফলে আমি কন্যাদ্বয়কে নিয়ে পিত্রালয়ে ফিরে গিয়েছিলাম এবং পরিবারের সাথে পরামার্শক্রমে ডিভোর্স চাইতে আজ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি।

আরেকজন মহিলা ব্যাথাতুর হৃদয়ে তার শোকগাঁধা জীবন কাহিনী এভাবে বর্ণনা করলো– আমার বৈবাহিক জীবন সুদীর্ঘ একুশ বছরের অম্লমধুর ইতিহাস। আমাদের সংসারে আছে পাঁচজন কন্যাসন্তান।

---

[৭৩] সূরা নাহল : ৫৮-৫৯।

Scanned by CamScanner

যারা রূপে-গুণে অনন্যা, বিদ্যা-বুদ্ধিতে অতুলনীয়া, শিক্ষা-দীক্ষায় অসামান্য, বাবা-মায়ের সেবাযত্নে প্রত্যেকেই একান্ত আন্তরিক। কিন্তু হঠাৎই তাদের বাবার মাথায় ভূত চেপে বসলো। তার একটা পুত্র সন্তান চাইই। তাই সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে খুব আগ্রহী। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য সে নাছোড়বান্দা হয়ে আমার কাছে অনুমতি চাইছে।

অথচ ইসলাম এজাতীয় ন্যাক্কারজনক চিন্তা-চেতনারর মূলে কুঠারাঘাত হেনে সাম্যের গান গেয়ে সুদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা দিয়েছে– ছেলে হোক, মেয়ে হোক প্রত্যেকের মাঝেই রয়েছে অন্তর্নিহিত কল্যাণ।

কন্যা সন্তানের জনক-জননীর প্রতি সুসংবাদের বিবরণ দিয়ে নবিজি বলেন– যে ব্যক্তি তিন কন্যাসন্তানকে লালন পালন করবে, অথবা তিন সহোদরা বোনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিবে; জান্নাত লাভ তার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে। একবার ভাবুনতো! কন্যা সন্তান যদি দূর্ভাগ্যের বিষয় হতো; তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে একের পর এক কন্যা সন্তানের জনক বানাতেন না। তার ঔরসে একাধারে তিনজন কন্যা সন্তানের জন্মদান করতেন না।

আমরা নিজেরদেরকে একবিংশ শতাব্দির আধুনিকমনা সুশীল সভ্য নাগরিক হিসেবে দাবী করি। তাহলে কিভাবে আমরা এরূপ কদর্য ধারণা হৃদয়ে লালন করি? কীভাবে কন্যা সন্তান জন্মদান করলে সকল অভিযোগের তীর স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করি? অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বামী যদি স্ত্রীকে দুষতে পারে; তাহলে তো স্ত্রীরও তো অধিকার আছে, স্বামীর উপর দায়ভার চাপানোর!

আসলে এক্ষেত্রে কারোরই কোনো দোষ নেই, সবই হলো আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার বহি:প্রকাশ। ছেলে হোক, মেয়ে হোক উভয়েই তো আমাদেরই সন্তান। যথাযথ লালনপালন ও নিবিড় পরিচর্যা পেলে

Scanned by CamScanner

আমাদের কন্যা সন্তানও উন্নত মানসিকতার অধিকারী অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে।

কয়েকটি দিক বিবেচনা করে পুত্রসন্তানের চাইতে কন্যাসন্তানই উত্তম। সেগুলো হলো–

প্রথমত– ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পিতামাতার সেবাযত্ন ও আদর আপ্যায়ন বেশী করে থাকে। তাদের প্রতি বেশী দয়াদ্র হয়। কিন্তু ছেলেরা স্বাবলম্বী হয়ে গেলে মাতাপিতার তেমন একটা খোঁজ খবর নেয় না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করলে ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই বাবা-মায়ের অধিক ভালোবাসা লাভের দাবীদার।

দ্বিতীয়ত– ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের লালন পালনে মাতা-পিতার কম অর্থ ব্যয় হয়। কারণ– মেয়েরা অল্পসময় বাপের বাড়িতে থাকে। বিয়ের বয়স হলেই তাকে বাপেরবাড়ি ছেড়ে নতুন জীবন শুরু করার উদ্দেশ্যে স্বামীর বাড়িতে গমন করতে হয়। কিন্তু ছেলেসন্তান একটি দীর্ঘসময় ধরে বাবা-মায়ের সাথে অবস্থান করে। ছেলের পড়ালেখা, খাওয়াদাওয়া, হাতখরচ সহ অসংখ্য অগণিত খাতে পিতা মাতাকে দীর্ঘসময় ধরে অর্থ ব্যয় করে যেতে হয়। পড়ালেখা শেষ করে চাকুরী পাওয়ার আগ পর্যন্ত তার সার্বিক বিষয়ের খরচ বহন করতে হয়। এখানেই শেষ নয়, ছেলেকে বিয়ে দেয়ার পর তাদেরকে নতুন ঘর, সংসারের যাবতীয় আসবাবপত্রসহ বিয়ে অনুষ্ঠানের সিংহভাগ ব্যয়ভারই মা-বাবার উপর বর্তায়।

তৃতীয়ত– নিজ ঔরসজাত ছেলে সন্তানের চাইতেও মেয়ের ঘরের নাতী-নাতনীরা তাদের নানাভাই ও নানুআপুর সেবা যত্নে বেশী মনোযোগী ও অত্যধিক আন্তরিক হয়ে থাকে। আমাদের নিত্তনৈমিত্তিক জীবনব্যবস্থার চলমান বাস্তবতাই হলো যার জলন্ত প্রমাণ।

কিছু স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের মতে– গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ হয়, গর্ভধারণের প্রথম দুই মাস মায়ের খাদ্যাভ্যাসের উপর। সুতরাং

Scanned by CamScanner

কোনো স্বামী যদি ছেলে সন্তান লাভের প্রতি একান্ত অভিলাষী হয়ে থাকে, তাহলে সে যেনো সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের দারস্থ হয়ে তার প্রেসক্রিপশন মোতাবেক স্ত্রীকে খাদ্যাহার করায়। তারপরও যেনো সে বাচ্চা হওয়ার পর স্ত্রীকে না দোষে।

একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কন্যা সন্তান জন্ম হবার খবর শুনে ব্যথিত হতে পারেনা। বরং আনন্দিত হয়ে উঠবে। স্ত্রীর প্রতিও হবে কৃতজ্ঞ। তাকে নন্দিত উপঢৌকনে ভূষিত করবে।

সন্তানের জনক হবার শুকরিয়া প্রকাশ করে সে আকীকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরীব-ফকির সকলকে দাওয়াত করে অন্তত একবেলা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে। একজন আদর্শ পিতা তার পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য করতে পারেনা। কন্যাসন্তান জন্মদানের কারণে কাউকে দোষারোপ করতে পারেনা। এভাবেই সে জাহেলিযুগের ধিকৃত প্রথাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করবে; যেই চেতনা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছিলো।

জনৈক সাহাবি কন্যা সন্তানের পিতা হওয়ার সংবাদ পেয়ে বড়ই ব্যাথিত হয়ে পড়লো। সে ভগ্ন হৃদয়ে নবিজির দরবারে এসে গোমড়ামুখো হয়ে ঝিম মেরে বসে রইলো।

নবিজি তাকে দেখে বললেন– কী হলো তোমার? একেবারে মনমরা হয়ে বসে আছো দেখছি! সে বলল– "সংবাদ পেলাম, আমার স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করেছে।" তখন নবিজী তাকে বললেন– "দেখো! জমিন কতো সুবিস্তৃত! তাকে নিয়ে ভেবো না, জমিনের কোনো এক অংশে সে তার জায়গা করে নিবে। দেখো– আসমান কতো প্রসারিত! তার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, আসমানওয়ালাই তাকে নিরাপদ আশ্রয় দিবে। সে তোমার ঘরে খালি হাতে আসেনি, বরং তার জন্য বরাদ্দকৃত রিজিক নিয়েই এসেছে।

Scanned by CamScanner

আসলে কন্যা সন্তান যেনো এক সুভাসিত পুষ্পরাজ! যার নির্মল হাসির আভা আপনার হৃদয়তরংগে বাজাবে স্বর্গীয় অপ্সরার মোহময়ী সুরেলা ঐকতান; যার আঁখিযুগলের নিষ্পাপ চাহনি আপনার দেহমন জুড়ে বইয়ে দেবে অনাবিল প্রশান্তির ফল্গুধারা।

❋ ❋ ❋

গর্ভাবস্থা এবং প্রসবকালীন সময়

গর্ভাবস্থার সময়কাল একটি শিশুর জীবনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল সময়। মায়ের পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস, তার শারীরিক গতিবিধি, মানসিক আচরণ তার নিজের এবং গর্ভের শিশু উভয়ের জীবনের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সুস্বাস্থ্য বা অসুস্থতা, সক্ষমতা বা দুর্বলতা, কদর্যতা বা সৌন্দর্য, ভালো বা খারাপ আচরণের কারণ এবং বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা অনেকটা মাতৃগর্ভেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

Scanned by CamScanner

> অর্থ : ""প্রত্যেক নারী গর্ভে যা ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ সব কিছু জানেন। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটি পরিমাণ আছে।"[৭৪]

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন লিখেছেন– "শিশু তার মায়ের সুরক্ষিত স্বাস্থ্য দুর্গে বা অসুস্থতার ধ্বংসাবশেষেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে সক্ষম। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে– উল্লিখিত শেষ স্থানটি কোনো উপযুক্ত স্থান নয় যেখানে কোনো আত্মা বা মানুষের বসবাস করা উচিত। এজন্যই বলা যায় যে– সমগ্র পৃথিবীর সকল সৃষ্টির তুলনায় পিতামাতাই তার কাঁধে সবচেয়ে গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

অতএব, গর্ভাবস্থার সময়কালকে কোনোভাবেই একটি সাধারণ বা সামান্য সময় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। কোনো সন্তানের গর্ভাবস্থা শুরু হলে; তার পিতামাতার উপর একটি গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত হয়। পিতামাতা তাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালন করতে গিয়ে তাদের অজান্তেই, অনিচ্ছাকৃত ভাবে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরী করে ফেলতে পারেন; যার মধ্যে অনেকগুলি সমস্যার প্রতিকার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এসব ক্ষেত্রে নিচের উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা জরুরি–

▶▶ খাদ্য

একটি ভ্রূণ তার মাতৃগর্ভের স্বাভাবিক রক্ত চলাচল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে এবং বেড়ে উঠে। সুতরাং, একজন গর্ভবতী মায়ের খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর হওয়া উচিত যেনো তা শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানগুলি সরবরাহ করতে পারে এবং তার নিজের জন্যও কল্যাণকর হয়। সুতরাং, মায়ের খাদ্যে ভিটামিন, প্রোটিন, ফ্যাট, চিনি, শর্করা জাতীয় খাদ্য বা কোনো ভিটামিনের

---

[৭৪]সূরা রাদ : ৮।

Scanned by CamScanner

অভাব হলে তা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একটি ভ্রূণ তার মায়ের শরীর থেকে খাদ্যপুষ্টি গ্রহণ করে বেড়ে উঠে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

> অর্থ : "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে। তারপর তাকে স্খলিত বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি। এরপর আমি সেই বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। অতঃপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিন্ড বানিয়ে দিই। পরে সেই গোশতপিন্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। এরপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিই। পর্যায়ক্রমে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। সুতরাং আল্লাহ বড়ই মহিমাময়, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।"[৭৫]

প্রায় সকল গর্ভবতী মহিলারাই গর্ভাবস্থার একটি বৃহৎ সময় প্রধান একটি সমস্যার সম্মুখীন হন। তা হলো– তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টির সমস্যায় ভুগেন এবং অনেকসময় তারা বাধ্য হয়েই কিছু কিছু খাবার খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই একটা জিনিস খেয়াল রাখা জরুরি যে তাদের খাদ্য যেন যথার্থ পরিমাণে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হয়, যাতে করে বাচ্চার খাদ্য সরবরাহে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

গর্ভাবস্থার এই পর্যায়ে বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের লোকদের জন্য একটি সুষম খাদ্যসূচি মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্যও কঠিন হয়ে পড়ে যারা বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে অবগত নন। এক্ষেত্রে একটি বড় দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায় যার উচিত স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় সব খাবার সরবরাহের সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

---

[৭৫] সূরা মুমিনুন : ১২-১৪।

Scanned by CamScanner

> অর্থ : “"তোমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার হলো তাদের জন্য পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্য দ্রব্যের উত্তম ব্যবস্থা করা।”[৭৬]

একজন বাবার এসকল বিষয়ে অসতর্কতা; একটি বেড়ে উঠা শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে। যার জন্য তাকে এই দুনিয়াতে এবং পরকালের জীবনেও দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

❋ ❋ ❋

মানসিক অবস্থা

একজন মায়ের তার গর্ভাবস্থায় নির্মলতা এবং একটি নতুন জীবনের প্রতি ভালবাসা অনুভব করা প্রয়োজন। এটি মা এবং তার শিশু উভয়ের জন্য উপকারী। পিতা তার সন্তানের মা-কে একটি শান্তিপূর্ণ এবং সজীব পরিবেশ দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ এবং গর্ভাবস্থার সময়কালে তার আরো কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত।

---

[৭৬] সুনানে তিরমিজি : ১১০১।

Scanned by CamScanner

সহানুভূতি ও ভালবাসার মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে স্বামীর এমন আচরণ করা উচিত যেনো তার স্ত্রী গর্ভাবস্থা নিয়ে গর্ব ও আনন্দ অনুভব করে এবং এটি ভেবে সে আরো গর্ববোধ করবে যে– অন্য একটি জীবন তার উপর নির্ভরশীল এবং সে তার সন্তানের কল্যাণের জন্য দায়বদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

> অর্থ : "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে তিনি তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও মেহেরবানী সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"[৭৭]

❋ ❋ ❋

[৭৭] সূরা রূম : ২১।

Scanned by CamScanner

ঝাঁকুনিপূর্ণ চলন হতে বিরত থাকা

একজন গর্ভবতী মহিলার শ্রমসাধ্য কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা উচিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত। ভারী জিনিসপত্র উত্তোলন বা শরীরের দ্রুত সঞ্চালনের ফলে তার নিজের বা অনাগত সন্তানের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে বা উভয়েরই ক্ষতি হতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের যে কোনো ধরনের ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তাদের স্বামীদের উচিত ভারী বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিজের তত্ত্বাবধায়নে করা।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

> অর্থ : "পুরুষগণ নারীদের প্রতি দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ হতে ব্যয়ও করে।"[৭৮]

❋ ❋ ❋

[৭৮] সুরা নিসা : ৩৪।

Scanned by CamScanner

প্রসববেদনার ভয়

একটি শিশু প্রসব করা কোনো সহজ ঘটনা নয়। প্রসববেদনা কখনো কখনো মারাত্মক হতে পারে। গর্ভবতী মহিলারা প্রায়ই প্রসববেদনা এবং শিশু-জন্মের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তিত হন এবং সন্তান জন্মদানের পর তিনি এসব চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ করেন। যদিও মহিলাদের গর্ভাবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়া, তার প্রাত্যহিক অপরিহার্য কাজগুলো করা এবং তার সন্তানদের খাওয়ানো সহ সংশ্লিষ্ট কাজে আন্তরিক থাকা উচিত। পুরুষদেরও উচিত– সন্তানদের লালনপালন করার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সহায়তা করা।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে বলেন–

> অর্থ : "তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ।"[৭৯]

সৃষ্টির নিয়মানুসারে– যদিও ভ্রূণ একজন মহিলার গর্ভে বিকাশ লাভ করা শুরু করে; কিন্তু সন্তানের বাবাও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং পুরুষদের উচিত সন্তানের জন্মের সময় তাদের স্ত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা কিছু সম্ভব করা এবং জরুরীভাবে যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তবে তার ব্যবস্থা করা। গর্ভবতী স্ত্রীর

[৭৯] সূরা বাকারা : ১৮৭।

Scanned by CamScanner

চিকিৎসা ও প্রসবের সুবিধার জন্য যা প্রয়োজন তার জন্য একজন স্বামীর সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। কারণ– এটি একজন স্বামীর একইসাথে ইসলামিক ও মানবিক দায়িত্ব।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলে–

> অর্থ : "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[৮০]

একজন স্বামীর উচিত– তাদের সন্তান জন্মের পর তার স্ত্রীর সাথেই থাকার চেষ্টা করা। তবে যদি তিনি তা করতে সক্ষম না হন তবে তার উচিত স্ত্রীর সাথে মোবাইল যোগে প্রতি মুহূর্তের খোঁজ খবর নেয়া এবং কোনো আত্মীয়কে তার কাছে থাকার জন্য প্রেরণ করা। স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে স্বামীর নিজেরই যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত এবং ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীকে সহায়তা করা উচিত; যেনো স্ত্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম করার সুযোগ পান এবং তার হারানো শক্তি আবার ফিরে পেতে সক্ষম হন। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করেন; আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে পরকালে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন।

ইবন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

---

[৮০] সূরা আর রূম : ২১।

Scanned by CamScanner

66 অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[৮১]

একজন স্বামী; যিনি তার স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করেন; তাদের পারিবারিক জীবন আরো প্রাণবন্ত এবং স্নেহ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়। পরিবারের ভিত্তিগুলি আরো মজবুত হয়। এতে তার স্ত্রী, তার স্বামীর প্রেম ও ভালোবাসার অনুভূতি কখনোই ভুলতে পারেনা। ফলে, তাদের বিবাহের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।

❋ ❋ ❋

[৮১] ইবন মাজাহ, হাদিস নং : ১৯৭৭; জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৮৯৫।

Scanned by CamScanner

সন্তানদের লালনপালনের ক্ষেত্রে সহায়তা

সন্তান একটি বিবাহের ফল। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই এই সৃষ্টিতে একটি ভূমিকা পালন করেন এবং তারা তাদের সন্তানের সমস্ত সমস্যা এবং সুখের সাথে জড়িত। একটি সন্তানকে লালনপালন করার দায়িত্ব শুধুমাত্র মায়ের একা নয়; এটি পিতা-মাতা উভয়েরই কর্তব্য। যদিও মায়েরাই মূলত তাদের বাচ্চাদের যত্ন নেন। তাদের খাওয়ানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব সবই মা গ্রহণ করেন এবং তাদের বাবারাও মায়ের এই দায়িত্বকে খুব সহজভাবেই গ্রহন করেন। কোনো পুরুষের পক্ষে এটি মোটেও ধরে নেওয়া উচিত নয় যে– সন্তানের দেখা-শোনা এবং লালনপালন করার দায়িত্ব কেবলমাত্র মায়েরই কর্তব্য এবং এই ক্ষেত্রে বাবার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এটা ঠিক নয় যে– কোনো স্বামী তার ক্রন্দনরত বাচ্চাকে তার স্ত্রীর কাছে রেখে আলাদা ঘরে বিশ্রাম নেবেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

> অর্থ : " অর্থাৎ– আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য; বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোনো বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব।

Scanned by CamScanner

অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়; তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[৮২]

প্রিয় জনাব!

আপনার সন্তান আপনার দায়িত্ব। আপনার ক্রন্দনরত বাচ্চার দায়িত্ব স্ত্রীর কাছে দিয়ে আপনার আলাদা রুমে বিশ্রাম করাটা কি আসলেই শোভনীয়? বাড়িতে আপনার স্ত্রীকে মূল্যায়ন করার এটি কি সঠিক উপায় হলো? আপনি যেমন বাড়ির বাইরে কঠোর পরিশ্রম করেন, আপনার স্ত্রীও গৃহের ভিতরে ঠিক আপনার মতোই কঠোর পরিশ্রম করেন এবং আপনার মতো তার নিজেরও সঠিক ঘুম এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। চিৎকার করে ক্রন্দনরত বাচ্চার কান্না আপনার স্ত্রীরও ভালো লাগেনা তবুও সে ধৈর্য ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

> অর্থ : অর্থাৎ "ধৈর্যশীলদেরকে তো অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে।"[৮৩]

জনাব! সন্তান লালন-পালনে স্ত্রীকে সহায়তা করা একজন স্বামীর মানবিক দায়িত্ব পাশাপাশি পবিত্র ইসলাম ধর্মানুযায়ী এটিই বিধান। আপনারা ঘরের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করুন নাহয় পালাবদল করে কাজ করুন। আপনার স্ত্রী যদি একটি নিদ্রাহীন

---

[৮২] সূরা বাকারা : ২৩৩।
[৮৩] সূরা: যুমার : ১০।

Scanned by CamScanner

রাত্রিযাপন করেন এবং সকালের নামাজের পর ঘুমিয়ে পড়েন; তবে আপনার উচিত হবে না– স্ত্রীর কাছে অন্যান্য দিনের মতো সকালের নাস্তা প্রস্তুত আশা করা। আপনার নিজের নাস্তা নিজে প্রস্তুত করে, আপনার স্ত্রীর জন্যও প্রস্তুত করে রাখা উচিত এবং আপনার স্ত্রীর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

হযরত আসওয়াদ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> অর্থ : "আমি একদা হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের মধ্যে কী কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে পরিবার-পরিজনের সহযোগিতায় থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো নামাজে চলে যেতেন।"[৮৪]

আপনি যখন বাড়ির বাইরে বা কোনো প্রমোদভ্রমণে থাকবেন তখন সন্তানদের দেখাশোনা করার জন্য আপনার স্ত্রী দায়বদ্ধ নন। সংক্ষেপে বলতে গেলে– আপনার স্ত্রীকে আপনার সহযোগিতা করা উচিত এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়া উচিত। এতে করে আপনাদের পারিবারিক জীবন দৃঢ় হবে।

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহু অন্য এক বর্ণনায় বলেন–

> অর্থ : তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন এবং সাধারণ মানুষের মতোই ঘরের কাজকর্ম করতেন।"[৮৫]

---

[৮৪] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৭৬।

[৮৫] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৪৯০৩।

Scanned by CamScanner

অবশেষে স্ত্রীদেরও মনে রাখা উচিত যে– তাদের স্বামীরা জীবনধারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাদের সক্ষমতা ছাড়িয়ে গিয়ে কোনো সহায়তা স্বামীদের কাছে আশা করা উচিত নয়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত স্বামীদের বাড়ি ফিরে আসার সাথে সাথে সন্তানের দেখাশোনার ভার স্বামীর উপর দেয়া শোভনীয় নয়।

❋ ❋ ❋

মতবিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা

পারিবারিক সমস্যাগুলি সমাধানে সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আত্ম-গর্ব। দুর্ভাগ্যক্রমে; অনেক ব্যক্তিরাই এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের লোকদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধির অভাব থাকে যার মাধ্যমে তারা অন্যদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য কেবল নিজেদের গুণাবলী জাহির করেন, মালিক ভেবে নিজেদের ব্যর্থতা দেখতে পাননা।

চরিত্রের এই ব্যাধি যখন অন্য একজন দ্বারা সমালোচিত হয় তখন মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। কখনো কখনো স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এই সমালোচনার দরুন ভুগে থাকেন এবং তাদের মধ্যে দিন রাত ঝগড়া হয়। প্রত্যেকেই নিজেকে সমস্ত ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার

Scanned by CamScanner

জন্য অন্যের সমালোচনা করে থাকেন এবং অন্যকে দোষারোপ করেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : অর্থাৎ "অহংকারবশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৮৬]

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি এই ব্যাধিতে ভুগেন; তবে তাদের মধ্যে পুনর্মিলন করা বিশেষত কঠিন। কারণ– তারা কারো পরামর্শ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না। যখন পরিবারের সকলে একত্রে কোনো পারিবারিক প্রোগ্রাম টেলিভিশনে দেখেন; তখন তারা কিছু চরিত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রবাহ লক্ষ্য করেন যা তাদের সঙ্গির মধ্যে বিদ্যমান এবং সেটি নিয়েও তারা সমালোচনা করতে থাকেন।

স্বামী পারিবারিক নৈতিকতার উপর একটি বই কিনে এনে তার সঙ্গিনীর হাতে দিতে পারেন। দুঃখজনক যে– অনেক সময় স্ত্রী সেটি পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না। এমন উদাসীনতার কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে, যেকোনো দম্পতির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন ঘটে এবং সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, দাম্পত্যজীবন ঝগড়াঝাটি, সঙ্কটময়, অসুখী এবং অনিশ্চয়তার পথে চলতে থাকে; এমনকি বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে। তাই– সমস্ত দম্পতিদের স্বার্থপরতা এবং আত্ম-অহঙ্কার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি দম্পতি; যারা এই পরিস্থিতিতে আছেন এবং একই সমস্যায় ভুগছেন, তাদের সময় নিয়ে একসাথে বসা উচিত এবং দুজনের কথা দুজনের মনোযোগ দিয়ে শুনা উচিত। দুজনেরই সৎ বিচারকের মতো তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত।

---

[৮৬] সূরা: লোকমান : ১৮।

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড্ডিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হল উপরেরটি। সুতরাং তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। তাই স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর।"[৮৭]

কোনোরকম কুসংস্কার ছাড়াই তাদের একে অপরের কথা শোনা উচিত। প্রত্যেকের নিজের একটি ক্ষুদ্রতম সমস্যাকেও উপেক্ষা না করে এবং সেগুলি সংশোধন করার অভিপ্রায় নিয়ে নিজেদের ত্রুটিগুলো মস্তিষ্কে নোট করে নেয়া উচিত। তারপরে তাদের উভয়েরই নিজেদের সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত; তবে কেবল তখনই, যখন তারা নিজেদেরকে গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন এবং পূর্বের ভালবাসা এবং প্রশান্তি পুনরুদ্ধার করতে চাইবেন যা তাদের মধ্যে একসময় বিদ্যমান ছিলো। তবে, যদি পুনর্মিলন অর্জনে তারা অক্ষম হন তবে একজন অভিজ্ঞ, বিশ্বস্ত, সচেতন, বিশ্বাসযোগ্য এবং কল্যাণময় ব্যক্তির কাছে তাদের সমস্যাগুলো বিস্তারিত বলা উচিত। যদি সেই ব্যক্তি তাদের বন্ধু বা আত্মীয় হন তবে এটি তাদের জন্য আরো ভালো হবে কারণ তারা তাদের সব কিছু বলতে পারবেন এবং তাঁর অভিজ্ঞ মতামতের জন্য অপেক্ষা করবেন। দম্পতির তাঁর কথা শোনা উচিত এবং তাঁর দেওয়া পরামর্শটি নোট করা উচিত এবং এটি তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ইচ্ছা পোষণ করা উচিত।

অবশ্যই একজন পরামর্শকের সুপারিশের প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস রাখা উচিত নয়, তাদের সংসার জীবনে তা কল্যাণকর কিনা সেটা ভেবে দেখা উচিত। তবে একজন ব্যক্তি, যিনি তার পরিবার এবং এর স্থায়িত্ব

---

[৮৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৫৪৩।

Scanned by CamScanner

নিয়ে উদ্বিগ্ন, পরিবারের শান্তি এবং টিকে থাকার বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত, তাকে অবশ্যই অধ্যবসায় করা উচিত এবং ধৈর্য ধারণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : " অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।"[৮৮]

এই ধরনের দম্পতিদের পিতা-মাতারা যদি তাদের সন্তানদের পারিবারিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত হোন; তবে তাদের উচিত একজন অভিজ্ঞ, বিশ্বস্ত এবং মহৎ বিচারকের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া। পিতামাতার স্বামী বা স্ত্রীর কারো প্রতিই পক্ষ নেওয়া উচিত নয়। এইভাবে– আল্লাহর সাহায্যে তাদের সমস্যাগুলি খুব শীঘ্রই সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

> অর্থ : " যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়ের মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সকল বিষয়ে অবহিত।"[৮৯]

❋ ❋ ❋

[৮৮] সূরা: বাকারাহ :১৫৫।
[৮৯] সূরা আন নিসা : ৩৫।

Scanned by CamScanner

বিবাহবিচ্ছেদ

যদিও বিবাহবিচ্ছেদকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে– তবে এটি সবচেয়ে ঘৃণিত ও খারাপ কাজ। কেননা– তালাক আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে দেয়।

আস-সাদিক (রহ.) বলেন– "আল্লাহ ঐ ঘরকে পছন্দ করেন যা বিবাহের মাধ্যমে আবাদ করা হয় এবং ঐ ঘরকে অপছন্দ করেন যা তালাকের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট তালাকের চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু নেই"।

বিবাহ জুতা-মোজা কিনার মতো নয় যে, যখন পছন্দ হবে না তখন ফেলে দিয়ে আরেক জোড়া নতুন কিনে নেওয়া যাবে। বিয়ে হচ্ছে একটি ঐশ্বরিক চুক্তি, যার মাধ্যমে দুইজন মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু, সমব্যথী এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মতো একসাথে থাকে। এতোটাই আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত যে, একজন অল্প বয়সী মেয়ে তার পিতামাতাকে ছেড়ে স্বামীর সাথে বসবাস করে। এই ঐশ্বরিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে একজন পুরুষ কঠোর প্রচেষ্টা চালায় ও পরিশ্রম করে। সে তার বিয়ের জন্য খরচ করে, নতুন সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এবং তার পরিবারের আরাম-আয়েশের জন্য কাজ করে। বিয়ে কোনও কাম-লালসাপূর্ণ বিষয় নয়– কোন তুচ্ছ বিষয়ের অজুহাতে একটি দম্পতি বিবাহিত

Scanned by CamScanner

সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে না। যদিও তালাক আইনত স্বীকৃত, তবুও এটি একটি মারাত্মক ঘৃণিত কাজ এবং এটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিৎ। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ঘৃণ্য কাজটি ইসলামী দেশগুলোতে খুব প্রচলিত হয়ে উঠেছে এবং পারিবারিক সম্পর্কের ভিত এতোটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে যে, বিবাহিত সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাস অনেকটাই কমে গেছে। অথচ তালাককে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে–মাত্র কিছু ব্যতিক্রমী ও বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিবাহবিচ্ছেদের উপযুক্ত কোনো কারণ থাকে না। বরং ছোটোখাটো অজুহাতকে কেন্দ্র করে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। অর্থাৎ– বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তালাকের পেছনে খুব মামুলি যুক্তি থাকে; যা কিছুতেই একটি দম্পতির বিচ্ছেদকে প্রভাবিত করার মত যথেষ্ট নয়। স্বার্থপরতার কারণে স্বামী বা স্ত্রী একটি ছোট সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে এবং বিবাহিত জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

"চব্বিশ বছর বয়সী এক নারী তার বাবা-মাকে ব্যয়বহুল সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলো; কিন্তু তার স্বামী তার ইচ্ছা পূরণ করতে অস্বীকার করায় সে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলো।

এক লোক তার স্ত্রীকে এই কারণে তালাক দিয়েছিলেন যে– তার স্ত্রী শুধু কন্যা সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। এই দম্পতির পাঁচটি কন্যা ছিলো।"

"আরেক লোক একজন ধনী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তালাকের আবেদন করেন।"

"এক মহিলা তালাকের আবেদন করেছিলো কারণ তার স্বামী বাথরুমের ছাদে তার টাকা লুকিয়ে রাখতো।"

Scanned by CamScanner

"এক পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন কারণ তিনি দাবি করেন যে, তার স্ত্রী অপয়া। তাদের বিয়ের পরই তার বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং তার চাচা সর্বসান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।"

যে দম্পতি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী নয়; তারা এই ধরনের ছোটোখাটো বিষয়ের ফাঁদে পড়ে তালাকের আবেদন করতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদের চিন্তা মাথায় আসলেই তাড়াহুড়ো করা উচিৎ না। বরং তাদের সতর্কতার সাথে এর পরবর্তী পরিণতি এবং তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে বিশদভাবে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত– তালাকের পরে বেশিরভাগ দম্পতিই পুণরায় বিবাহ করতে চায়। কিন্তু, তাদের মনে রাখা উচিৎ যে– তালাকের পরে ব্যক্তি তালাক প্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হয় যা বিয়ের বাজারে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। মানুষ তাদেরকে স্বার্থপর ও অবিশ্বস্ত হিসেবে বিবেচনা করে। একজন পুরুষের পূর্ববর্তী বিয়ে ও তালাকের উপর ভিত্তি করে একজন নারী তার বিশ্বস্ততা ও চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করতে পারে। একজন তালাকপ্রাপ্তা নারী কম ক্ষেত্রেই আবার বিয়ে করতে পারে। কারণ পুরুষরা সাধারণত একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না এবং তার বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। সুতরাং, একজন তালাকপ্রাপ্ত মানুষকে বাকি জীবন একা কাটাতে হতে পারে এবং সে একাকিত্বে ভুগতে পারে। নিঃসঙ্গতা এতোটাই কঠিন পরিস্থিতি যে– একাকী মানুষ এই অসহনীয় জীবনের চেয়ে অনেকক্ষেত্রেই মৃত্যুকেই বেশি পছন্দ করে।

"একজন বাইশ বছর বয়স্কা নারী যার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিলো, সে তার বোনের বিয়ের রাতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তার একটি সন্তান ছিলো।"

Scanned by CamScanner

যদি একজন পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে সফলও হয়, তার প্রথম স্ত্রীর চেয়ে নতুন স্ত্রী ভালো হবে এমনটা নাও হতে পারে। এমনকি সে আরও খারাপ হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই লোকটি দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আগের স্ত্রীকে বিবাহ করতে চায়। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

"একজন আশি বছরের বৃদ্ধ লোক আদালতে বলেন– ষাট বছর আগে আমি যখন আমার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করি তখন জীবন অনেক সুন্দর ছিলো। কিন্তু একটা সময় পর সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করা শুরু করে, তাই আমি তাকে তালাক দিয়েছিলাম। এরপর আমি কয়েকজন মহিলাকে বিয়ে করেছি, কিন্তু পরবর্তীতে অনুভব করেছি যে, তাদের সবার মধ্যে আমার প্রথম স্ত্রী সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ছিলো। আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি এবং পুণরায় বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছি। সেও একাকিত্বে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে এবং বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আমরা এখন আবার বিবাহ করতে চাই।"

"একজন পুরুষ তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কারণ সে তার প্রথম সংসারের সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারতেন না। এরপর সে তার প্রথম স্ত্রীকে আবার বিয়ে করে যাকে পাঁচ বছর আগে তালাক দিয়েছিল।"

দ্বিতীয়ত– যদি কোনো দম্পতি বিচ্ছেদ চায়; তাহলে তাদের অবশ্যই সন্তানদের কথা বিবেচনা করতে হবে। পরিবারের বাবা-মা একসাথে থেকে সন্তানদের লালনপালন করার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের জীবনের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য নিহিত। কিন্তু তাদের এই পরিবার ভেঙে গেলে তারা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। শুধু বাবা তাদের দেখাশোনা করলে তারা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে। তারা সৎ মায়ের সাথে থাকলে জীবন উপভোগ করতে পারবেনা। সৎ মা কখনোই তাদের আসল মায়ের মতো হতে পারবেনা, বরং তাদেরকে বোঝা মনে করবে।

Scanned by CamScanner

অনেক সৎ মা তার স্বামীর আগের সংসারের সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং ইচ্ছাপূর্বক তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু, এক্ষেত্রে তাদের বাবাকে নীরব থাকতে হয়।

আত্মহত্যার চেষ্টা করা চৌদ্দ বছরের এক বধূ হাসপাতালে বলেছিলেন– "যখন আমার বয়স এক বছর তখন আমার মা-বাবা আলাদা হয়ে যায়। এর দেড় বছর পরে আমার বাবা পূণরায় বিবাহ করেন এবং আমরা একসাথে বসবাস করতাম। আমার সৎ মা আমাকে মারধোর করতো এবং এমনকি মাঝেমধ্যে আমাকে গরম লোহার রড দিয়ে ছ্যাঁকা দিতো। আমার বাবা যদিও একজন স্বচ্ছল লোক, তবুও তিনি আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং আমাকে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করেছেন। প্রায় একমাস আগে বাবা আমাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন লোককে বিবাহ করতে বাধ্য করেছেন।

"একজন তেরো বছর বয়সী মেয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মেয়েটি তার দুই ভাইয়ের সাথে থাকতো। তার এক ভাই বলেন, 'আমার মা-বাবা তিনবছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছেন। আমার মা আরেকজন লোককে বিয়ে করেছেন এবং আমার বাবা দুই মাস আগে মারা গিয়েছেন। কালকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বাসায় এসে আমার বোনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখি।"

মা যদিও তার বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তারা আসল পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। সৎ পিতা প্রায়ক্ষেত্রেই অশান্তির কারণ হয়।

"একজন মহিলা তার দ্বিতীয় স্বামীকে সাথে নিয়ে তার আট বছরের ছেলেকে বাড়িতে রেখে দরজা বন্ধ রেখে হাঁটতে বের হন। তারা ফিরে এসে দেখেন বাড়িতে আগুন লাগায় ছেলেটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে।"

Scanned by CamScanner

তালাক একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। পরিবারের সন্তানরা অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বাবা-মায়ের স্বার্থপরতার কারণে শিশুরা ভুক্তভোগী হয়।

"একবার বারো, নয়, ছয় ও চার বছর বয়সী চার শিশু থানায় গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে বড় ছেলে বলেছিলো, আমাদের বাবা-মা কিছুদিন আগে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তারা সারক্ষণ তর্কে লিপ্ত থাকতো এবং দিনরাত ঝগড়া করতো। এখন তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে এবং কেউই আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না।"

যেসব শিশুরা উপযুক্ত অভিভাবক ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়, তারা প্রায়শই বিপথগামী হয়। উপযুক্ত শিক্ষা এবং তাদের জীবনে সহানুভূতিশীল মানুষের অভাবে তারা হীনমন্যতায় ভুগে। তারা শৈশব ও যৌবনকালে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। দৈনিক পত্রিকার সংবাদগুলো পড়লেই এই ব্যাপারগুলো আমাদের চোখে পড়ে।

"সেন্টার ফর ইয়ুথ রিহ্যাবিলিটেশন এর এক গবেষণায়, এক হাজার ষোলজন কিশোর অপরাধীদের মধ্য থেকে আশিজনের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাদের সৎ মায়ের অসদাচরণ তাদের অপরাধের জন্য দায়ী।"

হে জনাব/ জনাবা!

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও আপনার মাসুম বাচ্চার কথা চিন্তা করে, একে অপরের প্রতি সদয় হোন। একে অপরের ছোটোখাটো সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে তুলবেন না এবং আপনার যুক্তিতে অটল থাকবেন না। একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবেন না। আপনার এবং আপনার সন্তানের

Scanned by CamScanner

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন। মনে রাখবেন, আপনার সন্তানরা আপনার উপর আস্থা রাখে এবং তাদের সুখ-শান্তি আপনাদের উপর নির্ভর করে। তাদের প্রতি দয়া করুন এবং তাদের জীবন ধ্বংস করবেন না। যদি আপনি তাদের একান্ত ইচ্ছাগুলোকে অবহেলা করেন এবং তাদের ছোট্ট হৃদয় ভেঙে দেন, তাহলে আপনি তাদের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির দায় এড়াতে পারবেন না। এতে, আপনিও তাদের সাথে একত্রে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনে ব্যর্থ হবেন– আর এভাবেই জীবনের এক পর্যায়ে গিয়ে আপনি অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকবেন।

❋ ❋ ❋

Scanned by CamScanner

মিফতাহ প্রকাশনী প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইসমূহ–

- বিশ্বাসীদের গল্পকথা *মোঃ মতিউর রহমান* [সম্পাদনা]
- আমলে রাসূল (সা.) *মুফতি মনিরুজ্জামান*
- দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ *মোঃ মতিউর রহমান*
- হিজাবী কন্যা *মোঃ মতিউর রহমান*
- ফজিলতপূর্ণ দিনগুলি *মুফতি মনিরুজ্জামান*
- অবহেলিত সুন্নাহ *মুফতি মনিরুজ্জামান*

Scanned by CamScanner

মুহতারাম ভাই,
দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড বইটি আপনার জন্য।
বইটি আপনি কেন পড়বেন?

বিয়ে করেছেন? 👉 পড়ুন
বিয়ে করবেন? 👉 পড়ুন
সমাজ থেকে পরকীয়া দূর করতে চান? 👉 পড়ুন
স্ত্রীর সাথে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়? 👉 পড়ুন
স্ত্রীকে নিয়ে অসন্তুষ্ট? 👉 পড়ুন
স্ত্রীকে সন্দেহ হয়? 👉 পড়ুন
স্ত্রী আপনাকে সন্দেহ করেন ? 👉 পড়ুন
স্ত্রীকে মেনে নিতে পারেন না? 👉 পড়ুন
স্ত্রী আপনাকে মেনে নিতে পারেন না? 👉 পড়ুন
সংসারের ভালবাসা পালিয়ে বেড়াচ্ছে? 👉 পড়ুন
সংসার জীবন মধুর করতে চান? 👉 পড়ুন
স্ত্রীকে বেশি আন্তরিক দেখতে চান? 👉 পড়ুন
শ্বশুরবাড়ির ঝামেলায় আছেন? 👉 পড়ুন
বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছেন না? 👉 পড়ুন
দ্বীনি পরিবার গঠন করতে চান? 👉 পড়ুন...

The Caring Husband
by Md. Matiur Rahman
Miftah Publication- Dhaka
10.08.2021 Eng/ 26.04.1428 Bang

মিফতাহ প্রকাশনী

978 984 95434-3-5

Scanned by CamScanner

দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড

সুখী পরিবার গঠনে স্বামীর ভূমিকা

মোঃ মতিউর রহমান

Scanned by CamScanner